

পদ্মিনী

ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিহাৰিনোদ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কৰ্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ — ୧୭୫୭

ଞ୍ଜକନାସ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏଓ ସମ୍ପର୍କ ପକ୍ଷେ ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଓୟାକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ

ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦପଦ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ମୁଦ୍ରିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ

୧୦୭-୧-୧, କର୍ମଶାଳାସ ଟ୍ରାଷ୍ଟ, କଲିକତା

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

লক্ষণসিংহ	.	চিতোরের রাণা
ভীমসিংহ	..	লক্ষণসিংহের খল্লভাত
অজয়সিংহ	...	ভীমসিংহের পুত্র
অরুণসিংহ	...	লক্ষণসিংহের পুত্র
গোরা	...	পদ্মিনীর মাতুল
বাদল	..	ঐ ভ্রাতৃপুত্র
সহদেব	...	অকণের সখা
রাতুল
আলাউদ্দীন	.	দিল্লীর সম্রাট
আলমাস	..	সম্রাটের সহোদর
মোজাফর	...	ঐ মোসাহেব
কাশিম আলি	...	উজীর
মালদেব	...	পাঠনপতি
কানুর গাঁ	..	গুজরাটের সেনাপতি

ওমরাওগণ, পুরোহিত, হরসিংহ, চরগণ, সরদারগণ, দূত,

প্রহরীগণ, সৈন্যগণ, নাগরিকগণ, খোজাগণ

স্ত্রী

পদ্মিনী	ভীমসিংহের রাণী
মীরা	লক্ষ্মণসিংহের মহিষী
নন্দীবন	আলাউদ্দীনের বেগম
কমলাদেবী		...	গুজরাটেব বাণী
রুদ্ৰা	রাহলের কন্যা
রাহলের স্ত্রী	

বল্লরমণীগণ, সখীগণ, বাদীগণ, পুব্বাসিনীগণ

পদ্মিনী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দরদালান

জনৈক গুনরাও ও চর

১ম গুম। তুমি কানে শুনেছ, না চোখে দেখেছ ?

চর। কানেও শুনেছি, চোখেও দেখেছি।

১ম গুম। সম্রাট জালালউদ্দীনের হত্যা তুমি চক্ষে দেখেছ ?

চর। যে শিবিরে তিনি হত হয়েছেন, সেই শিবিরে জাঁহাপনার পবিত্র রক্তমাখা ভূমি দেখে এসেছি। আর শুনেছি, জাঁহাপনার মৃত্যুতে তাঁর পরিজনদের করুণ ক্রন্দন। জাঁহাপনা বৃদ্ধ ব'লে সম্রাজ্ঞী বরাবর তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। তাঁর এক জন বাদীর কাছে সমস্ত সংবাদ পেয়ে, আমি আপনাদের খবর দিতে দিল্লীতে ছুটে আসছি।

১ম গুম। শাজাদাকে খবর দিয়েছ ?

চর। আজ্ঞে হাঁ—তাকে দিয়েই আপনাদের কাছে আসছি। শীঘ্র কর্তব্য স্থির করুন। দিল্লী থেকে অন্ততঃ পাঁচ দিনের পথ ব্যবধান কোরা সহরে আমি তাকে ছাউনী করতে দেখে এসেছি।

১ম ওম। শাজাদার অভিপ্রায় কি? তিনি কি আলাউদ্দীনের দিল্লী-প্রবেশে বাধা দেবেন?

চর। বাধা?—কেমন ক'রে দেবেন? সমস্ত সৈন্ত আগার পক্ষ। সম্রাট যে সব সৈন্ত নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে গি'ছিলেন, তা'বাও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তার ওপর দেবগিরি জয় ক'বে সে এত ধনরত্ন জুটন ক'রে এনেছে যে, সমস্ত দিল্লী সহরের ধন একত্র কবলেও তার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। অর্থে-সামর্থ্যে আলাউদ্দীন বলবান। কেমন ক'রে শাজাদা তা'ব দিল্লী-প্রবেশে বাধা দেবেন?

১ম ওম। তিনি কি কর্তব্য স্থির কবলেন?

চর। তিনি আত্মীয়-স্বজন ও আপনাদের নিবে দিল্লী পরিত্যাগ করবেন স্থির কবেছেন।

১ম ওম। কোথায় যাবেন?

চর। আপাততঃ মুগতান। সেখান থেকে সৈন্তসামন্ত সংগ্রহ ক'রে তিনি দিল্লীতে ফেববার চেষ্টা করবেন।

১ম ওম। তা কি হয়? আলাউদ্দীন একবার দিল্লী'ব সিংহাসন দখল ক'রে বসতে পারলে সেটা কি আর তাঁর সহজ হবে? এই আসবার মুখে শাজাদা যদি বাধা দেবার চেষ্টা করেন, তা হ'লে বরং কতকটা আশা আছে। এখনও পর্যন্ত সম্রাট জালাউদ্দীনের নাম ক'র 'সহায়তা' প্রার্থনা করতে পারলে দিল্লীর চতুর্দিক হ'ল থেকে লক্ষ সৈন্ত সংগ্রহ হয়।

চর। বেশ, তা হ'লে আপনারা গিয়ে তাকে সংপর্কামশ দিন। কিন্তু বিলম্ব করবেন না। বিলম্ব করলেই জ্ঞানবেন, আপনারা সকলে আলাউদ্দীনের হস্তে বন্দী। আমি উজীর সাহেবকে খবর দিতে চললুম।

চরের প্রস্থান

অপর দিক হইতে ২য় ওমরাওয়ার প্রবেশ

২য় ওম। হাঁ হে ভাই! সম্রাট না কি আলাউদ্দীনের হাতে হত হয়েছেন?

১ম ওম। তাই ত শুনিছি।

২য় ওম। আমি যে ভাই বিশ্বাস করতে পারছি না। "আঁকারে ইজিতে" এক দিনের জগৎও ত আলাউদ্দীনের আমর নীচায় বোধ করতে পারি নি। বিশেষতঃ সে কি এতই বেইমান যে, এমন মেবতুল্য মেহম্মদ বুদ্ধ রাজাকে প্রাণে মারতে ইতস্ততঃ করবে না? বিশেষতঃ যে পিতৃব্য তাকে এত দিন থেকে পুত্রাধিক স্নেহে প্রতিপালন করেছেন, বুদ্ধিমান দেখে আপনার ছেলেদের বঞ্চিত করে রাজ্যের যত সব প্রধান প্রধান পদে তাকে নিযুক্ত করেছেন, এমন কি, শত্রু-রাজাদের আক্রমণ থেকে রাজ্যরক্ষার উপযুক্ত বিবেচনা করে যুদ্ধকালে যে ভ্রাতৃপুত্রকে তিনি সিংহাসন দিয়ে বাবার অজিয়ার প্রকাশ করেছিলেন, সেই ভ্রাতৃপুত্র এমন মেহম্মদ অনীতিপর বুদ্ধ পিতৃব্যকে নিহত করলে? আমার বোধ হয়, আলাউদ্দীন সম্রাটকে বন্দী করে রেখেছে।

১ম ওম। বিশ্বাস না হবারই কথা! কিন্তু এই দুনিয়া এমনি মজার স্থান যে, এখানে অবিশ্বাস করবার কিছু নেই। পৃথিবীতে কঠোর কটকশীর্ষ খজুরবৃক্ষ মধুর ভাণ্ডার। আর সুন্দর কৃষ্ণকান্তি ভ্রমর নিত্য মধুপান ক'বেও অগ্নিময় বিষ পরিপূর্ণ। "শুনলুম, দেবদাসি-জয়ে আলা বহু ধন-রত্ন লুণ্ঠন করে এনেছে জানতে পেরে, সে সমস্ত ধন-নিজের প্রাণ্য জেনে সম্রাট তার কাছে দৃত প্রেরণ করেন। আলা কিছু মূল্যবান মণি সম্রাটকে উপঢৌকন পাঠিয়ে, লিখে পাঠান

যে, তিনি পথেব মাঝে শিবিরে সাজ্বাতিক পীড়ায় আক্রান্ত । স্মৃতবাং তিনি সম্রাটেব সাজ্জ সাক্ষাৎ কবতে অক্ষম । সম্রাটেব যদি সমস্ত ধন গ্রহণ কবাই অভিপ্রেত হয়, তা হ'লে তিনি সম্ভব নিজে এসে গ্রহণ ককন । নতুবা তাব বোগেব সুরোগে সমস্ত ধন অপহৃত হওয়া সম্ভব । সুবর্ণপ্রকৃতি সম্রাট তাব এ কথাব বিশ্বাস ক'বে তাকে দেখতে অগ্রসব হলেন । উজীব তাঁকে এ কাজ কবতে বাবংবাব নিষেধ কবেছিলেন । কিন্তু ধনেব লোভে বৃদ্ধ উজীবের কথা বাত্বতে পাবলেন না । সামান্যতম সৈন্ত সজ্জে নিয়ে তিনি আলাউদ্দীনেব সজ্জে দেখা করতে গিবেছিলেন । পথেব মাঝে তাব ভাই কোশলে সম্রাটকে সৈন্ত-সজ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন কবে । তাঁব পবেই এই শোচনীয় ঘটনা । আলাউদ্দীনেব সৈন্ত অকস্মাৎ অতর্কিতভাবে তাঁকে চাবিদিক থেকে আক্রমণ ক'বে একেবাবে খণ্ড খণ্ড ক'বে ফেলেছে ।

২য় ওম । তা হ'লে আমাদেব কি কর্তব্য ?

১ম ওম । আমিও তোমাকে জিজ্ঞাসা কবি—কি কর্তব্য ? আলাউদ্দীন ত সিংহাসন দখল কববে ।

২য় ওম । কববে কি, কবেছে ! শুধু এসে সিংহাসনে বসতে যা তাব বিলম্ব ।

১ম ওম । আমাদেব সজ্জে ত তাব কখনও সম্ভাব ছিল না ।

২য় ওম । ছিল না, থাকবেও না । আমি ত ভাই সে বেইমানের গোলানী কবতে পাবব না ।

১ম ওম । তা হ'লে আব বিলম্বে প্রয়োজন কি ? এস সময় থাকতে থাকতে আমবা স্ত্রীপুত্র নিয়ে রাজ্যদাব সজ্জে সহব পবিত্যাগ কবি ।

২য় ওম । তা ভিন্ন ত আর উপায় দেখতে পাচ্ছি না !

উজীর ও চরের প্রবেশ

উজীর। হত হবেন, এ ত জানা কথা! বারংবার সন্ধ্যাটিকে নিষেধ কবলুম যে, “জাঁহাপনা! ভ্রাতৃপুত্রের এত পিতৃব্যভক্তিতে বিশ্বাস করবেন না।” ধনলোভে অন্ধ বাদশা কিছুতেই আমার কথা কানে তুললে না। জীবনের সমস্ত কালটা ভোগ ক’রেও তাঁর ভোগের পিপাসা মিটল না, হতভাগ্য আশী বৎসর বয়সে ধনলোভে আততায়ীর হস্তে প্রাণ দিলে!

চর। কৈ হুজুর! কেউ ত এখানে নেই। বোধ হয়, ওমরাওয়ার শাজাদাও সঙ্গে পরামর্শ কবতে প্রাসাদে গেছেন। তা হ’লে আপনিও চিঠুন, বিলম্ব করবেন না। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করলে আপনাদের সবারই প্রাণহানির সম্ভাবনা। কেউ বাচবেন না, আলাউদ্দীন যখন তাব শেহময় পিতব্যকে হত্যা করতে ইতস্ততঃ করে নি, তখন আপনাদের কাউকেও সে প্রাণে রাখবে না। সন্ধ্যার মৃত্যু-সংবাদ সহরে প্রচার হ’তে না হ’তে সে এখানে এসে পড়বে। আমি ক’র্তব্য করলুম, আপনি আপনার ক’র্তব্য করুন, আপনি দিল্লী ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ’ন, আমি অন্তিম ওমরাওদের খবর দিয়ে আসি।

প্রস্থান

উজীর। আর কাউকে হত্যা করুক আর না করুক, আমাকে দেখিবামাত্র ত আলাউদ্দীন জল্লাদের হাতে সমর্পণ করবে। কিন্তু শুধু শুধু কাপুরুষের মত দিল্লীত্যাগ করব—বেইমানকে দিল্লীপ্রবেশে একটুও বাধা দেব না? শাজাদা কি এতই হীন, প্রাণ কি তার এতই প্রিয় যে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার সামান্যমাত্র চেষ্টাও না ক’রে চোরের মত পালাবে?

নসীবনের প্রবেশ

এ কি মা ! তুমি এত রাত্রে এখানে এলে কেন ?

নসী। আপনাকে ব্যস্ত ও ব্যাকুল দেখে। কোন একটা বিপদের আশঙ্কা ক'রে আমি আপনাব পেছনে পেছনে এসেছি। আপনার অল্পমতি নেবাব অবকাশ পাই নি।

উজীর। কাজ ভাল কর নি। কেন না, এখন আব আমি ঘবে ফিবতে পারব না, কখন যে ফিরব, তাও বলতে পারি না।

নসী। তা বুঝতে পেরেছি।

উজীর। বুঝতে পেরেছ ? সে কি ?—কি বুঝছ ?

নসী। আমি অনিচ্ছায় অন্তরালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। এ কি শুনলুম বাবা ?

উজীর। নসীবন ! মা আমাব ! যদি শুনে থাক, তা হ'লে এই মুহূর্তেই ঘবে ফিবে যাও। দেখতে দেপতে এ সংবাদ সমস্ত দিল্লী সহর ছড়িয়ে পড়বে। এক দণ্ডেই ভিতব এ স্থান অরাজক হবে। দেবী করলে পথে বিপদে পড়বাব সম্ভাবনা। মা ! মর্যাদা-রক্ষা অগ্রে প্রয়োজন। শীঘ্র ঘরে ফিবে যাও। গিয়ে মূল্যবান রত্নগুলো আগে সংগ্রহ ক'রে রাখ।

নসী। আমার গা কাঁপছে।

উজীর। কথা শুনেই যদি গা কাঁপে, তা হ'লে বিপদ সম্মুখীন হ'লে মর্যাদা রাখবে কি ক'রে ? এ আমাব কণ্ঠাব যোগ্য প্রকৃতি নয়। বেশ, এই আমার অস্ত্র নাও, নিয়ে শীঘ্রই এ স্থান ত্যাগ কব। (অস্ত্র দান)

নসী। আমি যে বড়ই অনিষ্ট ক'রে ফেলেছি বাবা।

উজীর। সে কি ? কি অনিষ্ট করেছ মা ?

নসী। বড়ই অনিষ্ট কবেছি। অভাগিনী আমি, না বুঝে আপনাব
অতুলনীয় সন্তান-বাৎসল্যেব অমর্যাদা কবেছি।

উজ্জীব। কি কবেছিস ?

নসী। আপনাব ঘবেব সর্বশ্রেষ্ঠ বস্ত্র আগে থাকতে সেই পিতৃব্যাবাতীকে
দান কবেছি।

উজ্জীব। কি দিয়েছিস ? পাবনদেশ থেকে আনীত আমাব সেই
বহুমূল্য মতিহাব ?

নসী। ঠিক করণুম—কি কবলুম ?

উজ্জীব। কি কবেছিস, শাস্ত্র বল্ ; তোব হেঁয়ালী বোঝাবাব আমাব সময়
নেই। যদি তাই দিয়ে থাকিস্, তা হ'লে আব উপায় কি ? অস্ত্র
বস্ত্রগুলো সংগ্রহ ক'বে বাথ গে যা। আমি অস্ত্র বাত্রেই তোকে
নিয়ে দিল্লী পর্বতভাগ ক'ব।

নসী। কি কবলুম ? ভবিষ্যৎ না বুঝে কি কবলুম ?

উজ্জীব। কবেছিস—কবেছিস—তাতে দুঃখ কি ? আনাব পুত্র-
পরিজন-হীন সংসাবে তুইই আমাব সর্বশ্রেষ্ঠ বস্ত্র। তোকে পিশাচের
লোভ থেকে বক্ষা ক'বতে পাবলে আমার সব বক্ষা হবে।

নসী। পিতা, আমি তাকেই দান ক'বে ফেলেছি।

উজ্জীব। কি বললি পাপিষ্ঠা। সেই নবপিশাচের কাছে আত্মবিক্রম
কবেছিস ?

নসী। আমি তাকে ধর্ম্মানুসারে বিবাহ কবেছি। তাব রূপে ও মিষ্টবাক্যে
মুগ্ধ হয়ে আমি উপযাচিকা হয়ে তাকে ধবা দিয়েছি। আপনি চিবদিন
তাব প্রতি বিকপ ব'লে আপনাব ক্ষাচ্ছে এ কথা বলতে সাহস কবি নি।

উজ্জীব। তবে ত তুই নিজেই নিজেব মঙ্গল বুঝিস্। তবে আব কেন—
আমাব অস্ত্র ফিবিষে দে।

নসী। এই নিম্ন—

উজীর। পাপীয়সি! ঈশ্বরের নাম গ্রহণ কর। মনের কোণেও স্থান দিস্ নি যে, সে তোকে সাম্রাজ্যভোগের অংশভাগিনী করবে। আমার প্রতিকূলাচরণের প্রতিশোধ নিতে, বুদ্ধিলেশহীনা তোকে ছলনায় মুগ্ধ ক'রে, বাদীত্বে গ্রহণ করেছে। বাদী তুই, বাদীর যোগ্য আদর পাবি। যদি তুই কখনও রাজপ্রাসাদে স্থান পাস্, জানবি, সে শুধু প্রধানা বেগমের পদসেবার জন্য। কিন্তু আমিও তোকে সে তুলসুখভোগ করবে মনে করি। তোকে এইখানেই দ্বিখণ্ড ক'রে রেখে যাব। নে, শেষবারের জন্য ঈশ্বরের নাম গ্রহণ কর।

নসী। এখন আমি ষড়ার্থই অমৃতপ্ত। আমাকে বধ করতে আপনি এতটুকু ইতস্ততঃ করবেন না। এ পার্শিষ্ঠা-বধে আপনার কিছুমাত্র প্রত্যবায় নাই।

হাঁটু গাড়িয়া অবনতমস্তকে উপবেশন

পশ্চাৎ হইতে আলমাস্বেগ ও নৈশ্চগণের উজীরকে বন্দীকরণ

উজীর। নসীবন! মা আমার! শীঘ্র পালাও, আত্মরক্ষা কর।

আল্। প্রাণে মের না, বুদ্ধকে সাবধানে বন্দী কর। তাঁর পর সাহানসার বাদশা নামদারের কাছে নিয়ে বাও। আমি অস্ত্রান্ত ওমরাওদের গ্রেপ্তার করতে চল্লুম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবির

আলাউদ্দীন ও মোজাফফ

মোজা। জাঁহাপনা, গোলামেব এবটা নিবেদন।

আলা। আব নিবেদন কেন, থামো না। যদি আমাব উজ্জীবি কপ্তে চাও, তা হ'লে এই নিবেদনগুলোয় ক্ষান্ত দাও। তুমি যা নিবেদন ক'বে, তা আ'ব আগে থাক্তেই জানা আছে।

মোজা। আজ্ঞে, 'প'থাব'ব না কেন। জনাবেব মন হচ্ছে মোণ, আব গোলামেব মন হ'ল হটা'ব। জনাবেব মনেব একটু আধটুকু নিম্নেই এ গোলামেব মন হ'ল। আসি যা নিবেদন কবব, তা কি আপনাব অবিদিও থাব'ব না?

আলা। তুমি ত ব'বে, যখন বিনা আযাসে সিংহাসন লাভ হ'ল, তখন আব দিল্লী সহ'ব নব শোণতে প্রা'বিত কববেন না।

মোজা। আজ্ঞে, গোলামেব এতই অভিপ্রায় জাঁহাপনা।

আলা। সে যে কি কবব না কবব, আমি এখন থেকে বলতে পা'ব না। দিল্লীতে পৌছে, দিল্লী'ব অবস্থা বুঝে, তবে তোমা'ব এ কথা'ব জবাব দেব। তবে এ কথা তোমা'ব ব'লে বাখি, দিল্লীতে আমাব কে শত্রু, কে मित्र, এ আমাব পূর্বে থেকেই জানা আছে। কাকে বাখা কর্তব্য আব না বাখা কর্তব্য, আগে থাক্তেই ঠিক ক'বে বেধেছি।

মোজা। গোলামেব অভিপ্রায়, যেটা কষ্টকস্বকণ হয়ে সিংহাসন আরোহণে'ব পথে বাধা দেবে, শুধু সেইটাকেই পথ থেকে সা'বয়ে দেবেন।

আলা। দেখ মোজাফব। বক্ত দেখতে যদি কাতব হও ত সিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়িও না। সিংহাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় কবতে হ'লে অগ্রে বক্ত দিবে তলদেশেব মূর্তিকা সিন্ধু কবতে হয়। যে দিন দেবার্গাব জব ক'বে অজস্র মণিমাণিক্যেব অধিকারী হই, সেই দিনই আমি জেনেছিলুম যে, দিল্লীব সিংহাসন আমাব কবায়ত্ত। বুদ্ধেব মৃত্যুেব পব আমিই যে বাদশা নামদাব হব, এটা দিল্লীব সমস্ত বাজনীতিজ্ঞই বুঝতে পেবেছিল। সম্রাটও যে তা বুঝতে পাবে নি, একপ মনে ক'ব না। তাব ওপব, আমাব ক্ষমতা নিবেই বুদ্ধেব ক্ষমতা। আমি ইচ্ছা কবলে জীবন্তেই তাকে সিংহাসনচ্যুত কবতে পাবতুম। তাব জন্ত আমাকে বেশী আয়াস স্বীকার কবতে হ'ত না।

মোজা। গোলামেব গোস্তাকি মাফ হয়, তবে এমন কাজ কবলেন কেন জাঁতাপনা? কেন একপ পবম ধার্মিক পিতৃব্যবধে ছুপনেব বলঙ্ক কিন্‌লন?

আলা। কলঙ্ক? বাজাব আবাব কলঙ্ক কি? চন্দ্রেব জ্বায় বাজাব কলঙ্ক কেবল তাব শোভা বিস্তাবেব জন্ত। যেখানে বকধার্মিকেব হাতে বাজদণ্ড, সেইখানেই কোন কলঙ্কেব কথা শুনতে পাবে না। পবম ধার্মিক গর্দভের অত্যাচাব শুধু নিবীহ চিরপদদলিত তৃণেব উপব। কে তাব গৌজ কবে, কে তাব স্ববণ বাখে? সিংহ যে বনে অধিষ্ঠিত, তাবই চাবিদিকে অভ্রভেদী তকব গায় মর্ষভেদী নখ চিহ্ন। আজ আমি পিতৃব্যকে নিহত ক'বে সিংহাসন দখল কবতে চলছি, আমাব নাম এক দিনেব ভেতবেই হিন্দুস্থানেব প্রান্তে প্রান্তে ছুটে গেছে। বকধার্মিক হস্তে গোপনে নিবীহ প্রজাব সর্বনাশ করলে কি আব তা হ'ত? আমাব 'ভালমানুষ' অভিযানটি দিল্লীব গণ্ডীব বাইরে এক অঙ্গুলি স্থানও অগ্রসব হ'ত না! আমি মধবাব

পবদণ্ডেই সে স্নানাম দিল্লীৰ পথেৰ ধূলোৰ সঙ্গে মিশিয়ে যেত। যাও, আৰ নিবেদন আৰজি নিয়ে আমাব কাছে এস না। শুধু দেখ— আমি বাজা স্মৃশাসনেৰ জন্ত, একটা বিশ্বব্যাপী নামেৰ জন্ত কি কি কৰি। গোল ক'ব না, 'জাঁহাপনা,' 'হুজুব,' 'জনাব' ইত্যাদি কতকগুলি গালভবা শ্রবণভেদী শব্দে আমাব মাথা গুলিয়ে দিও না।

মোজা। যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা। বুডোমাগুষ! যদি একটা আখটা বেফাঁস কথা হয়, ধববেন না।

আলা। তোমাব বাক্য চাই না, বুদ্ধি চাই না—তোমাব ছাৰা কোনও কাজ চাই না। শুধু আমাব কথা শোনবাৰ জন্ত মাঝে মাঝে তোমাব বান চাই, আৰ আমাব বশঃসৌভ আত্মাণেৰ জন্ত মাঝে মাঝে তোমাব নাক চাই।

মোজা। বো হকুম। এখন থেকে এই ছটোকেই আমি সৰ্কদা ঘষে-মেজে বাখব।

আলি। যদি তুমি শুধু কর্ণনাসিৰাযুক্ত একটি অব্যবহীন মাংসপিণ্ড হ'তে, তা হ'লে তুমি আমাব যোগ্যতৰ উজ্জীব হ'তে। যাও, এখন একটু নিদ্রা দাও গে, তাতে আমাব বাজকাৰ্য্যেৰ অনেক সাহায্য হবে।

উজাবেব প্রশ্নান

পিতৃব্যকে হত্যা কবলুম—তা হ'তে আমাব অনিষ্ট হবাৰ কোনও সম্ভাবনা নেই জেনেও হত্যা কবলুম! কেন? এ একটা বোশল! সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাৰ একটা নূতন নীতি। আমাৰ যদি লোকে চিনতেই পাববে, তা হ'লে, বাজা হয়ে মজা কি? অন্তে যে পথটা সহজ ব'লে চলবে, আমি প্রাণান্তেও সে পথ মাডাব না। অন্তে যে পথে চলতে ভব পাবে, আমি সেই পথেই পা দেব। লোকে সাধাবণতঃ যে কাৰ্য্য

এত কাল ক'বে আসছে, আমি তাব উলটো কবব। তাতে ছনিষায় ছু'দিনেব বেশী যদি না থাকতে হয়, তাও স্বীকার। ধর্ম কি, অধর্ম কি, কিছুই বঝি না। যেটা আমি ধর্ম বাল, 'অন্ত্র সেটাকে অধর্ম বলে। কৈ, এ জগতে দু'জন সো'করও ত ধর্মগত মিল দেখলুম না।

বাঁশ তবিন সুরাপা কববার জন্ত ভগবান্'ক ডাক, হবিগ বাঘেব হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্ত ভগবান্'কে ডাক। ভগবান্'কখন বাবেক কথা শং'ছন, কখন বা হঠাৎেব কথা শং'ছন। এই দিনেব সিংহাসন এক সমা'তলু'র উপে, এ'ন-নলনা'নব। মুসলমান বলে, কানেবেব তাত থেকে বাঁধা কেড়ে নিয়ে বয় দেবেছে, তখন ফল, বিধবাসী এসে আ'নেব ধর্মবাস্য অপহরণ করেছে। ও ধর্মাবাস্য হিদের নিকশে না'ন'ন পেলুম না। 'শায়ে'হ আনাকে একটা বিছু নু'ন পথ অ'ন'ন ক'রতে হয়'ছ, পিতৃবা যদি আমাব কাছে দেবাণিনি লুণ্ঠন সাংগী না চাই'তেন, তা হ'লে আমা তাকে সব দিতুম। চাই'লেব ব'লে ছলনা ক'ব'ন। আমি তাকে আমান শিবিরে আসতে বিধন। যদি সম্রাট আগাকে অবিখ্যাস কবতেন, তা হ'লেও সন'ত মণিবল্প তাঁব পায়ে উপঢৌকন দিতুম, আমাকে সম্পূ'রিত্ব ক'বে আনাব কাছে এ'নে ব'লে প্রাণে মান'ন। নু'ন—মু'ন—চান'ায় ব'তাদা থাকব, তত দিন এক এ'কটা নু'ন বিছু ক'বে আমা সবগবম হবে—বুঝেছ ?

আমামা'ন ও বন্দ ওমব'ও। 'ন'ন 'ন'ন

আম। চাব। দিনীতে গি'ল সিংহাস'নব পথ নিকটক ক'বে এসেছি। প্রায় স'ন্ত ওম'ও বন্দী। কেবল শাজাদাকে ধবতে পা'বলুম না। আমাদেব দিনী প্রবেশেব পূ'র্বক'ই সে অন্তপথে পলায়ন করেছে।

আলা। বেশ করেছে। তাকে আমার কোনও ভয় নেই, সুতরাং তার পলায়নে আমার কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। এদের যে ধ'রে আনতে পেরেছ, এইতেই আমার যথেষ্ট লাভ। তোমরা আমার কাছে কি প্রত্যাশা কর?

১ম ওম। যে নির্দয় নিরীহ সরল বিশ্বাসী মেহময় বুদ্ধ পিতৃব্যকে নিগম্বণ ক'রে হত্যা করতে পারে, তার কাছে আমরা মৃত্যু ভিন্ন আর কি প্রত্যাশা করতে পারি?

আলা। তা হ'লে সকলে ভীষণ মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হও।

১ম ওম। প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

আলা। আলমাস্! এই এক এক জন বিজ্ঞ ওমরাওকে এক এক লক্ষ মোহর খেলাত দিতে রাজাজ্ঞীর প্রতি আদেশ কর।

আলমাস্ ও আলাউদ্দীনের প্রস্থান

১ম ওম। এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! এর কাছে এরূপ আচরণ ত আমরা কখনও প্রত্যাশা করিনি!

২য় ওম। তাই ত, এ কি?

৩য় ওম। আমরা যে ওর চিরশত্রু! এ কি স্বপ্ন?

১ম ওম। এই কি পিতৃব্যঘাতী নির্মম আলাউদ্দীন?

২য় ওম। এখন দেখছি সম্রাটের দোষ!

১ম ওম। নিশ্চয়! বুড়ো ভীমরতি নিজের দোষে প্রাণ হারিয়েছে।

২য় ওম। আমি ত তোমায় আগেই বলেছিলুম যে, আলাউদ্দীন নীচ, এ কথা বিশ্বাস ক'র না।

১ম ওম। আমিও কি বিশ্বাস করোছিলুম! বুড়োর ভেতরেই যত কুটিলতা ছিল।

সকলে। মবেছে, বেশ হয়েছে। চল, চল—শীগগির চল। স্তম্ভর
বাজা, স্তম্ভর সত্ৰাট !

আল্‌মাসের প্রবেশ

আল্‌। আসুন ওমরাওগণ। সত্ৰাটের খেলাত নেবেন আসুন।

সকলের প্রস্থান

উজীর ও আলাউদ্দীনের প্রবেশ

উ। কি কবলেন জনাব। এই বাঘগুলোকে হাত পেয়ে ছেড়ে দিলেন ?
আলা। হবিগগুলোকে এবাব থেকে পিঞ্জরে পুঁব, আর বাঘগুলোকে
ছেড়ে দেব।

উ। বেশ কববেন। এই ত বুজিব কাজ। হাবিগগুলো গুঁতোয়, সুবিধে
পেলেই পেট চিবে দেয়—আব বাঘগুলি কেমন হশদে হলদে ল্যাজ
নাড়ে।

নসীবনের প্রবেশ

নসী। জনাব। সেলাম।

আলা। কেও নসীবন ? তুমি যে এখানে ?

নসী। আমার সত্ৰাট স্বামীকে দেখতে এসুম।

আলা। বেশ, দেখা হ'ল—এইভাবে চ'লে যাও।

নসী। চ'লে যাব কোথায় ? আপনাব সৈন্ত আমার ঘবদোব সব চূর্ণ
কবেছে, আমার পিতাকে বন্দী কবেছে।

আলা। ভালই করেছে। তোমাব পিতার প্রাণদণ্ড হবে। তুমি কস্তা,
কেন তাব মৃত্যু চক্ষে দেখে মর্ষপীড়িত হবে ? এই বেলা এ স্থান
ত্যাগ কব।

নসী। স্বামীর কাছে আর কোনও অমুগ্রহ প্রত্যাশার অধিকারিণী না
হই, পিতার জীবনও কি ভিক্ষা করতে পারব না ?

আলা। এ সব রাজনীতির কথা ! তোমার পিতা আমার পরম শত্রু।
আমাকে নির্বিবাদে রাজ্যভোগ করতে হ'লে তার প্রাণ লওয়া
সর্বাগ্রে কর্তব্য।

নসী। (পদধাবণ) সম্রাট ! এক দিন ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে
আমাকে সর্বস্ব দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন ! ধর্ম সাক্ষী ক'রে
বিবাহ করেছেন। পত্নীর একটা প্রার্থনা পূরণ করুন।

আলা। তোমার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে আমি তোমাকে বিবাহ করি নি।'
বিবাহ করেছি, তোমার দাস্তিক পিতার আমার প্রতি আক্রোশের
প্রতিশোধ নিতে। নইলে তুমি গোলামের কত্তা কখন বাদশার
হারেমে স্থান পাবার যোগ্য্য নও !

নসী। সম্রাট ! তোমার যদি মানুষের চক্ষু থাকত, তা হ'লে দেখতে
পেতে যে, আমি তোমাকে বিবাহ ক'রে, তোমার নীচ খিলজী বংশের
মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছি। সম্রাট ! আমি সৈয়দ-কত্তা, গোলাম তুমি।

আলা। কি বলি কমবক্তি ? (পদাঘাত)

উজীরের প্রবেশ

উজীর। কি করিলি নরাধম ? সরলা বালিকাকে ছলনায় মুগ্ধ ক'রে
তার বংশমর্যাদা নষ্ট কবেছিস্, এখন তাকে অসহায়্য পেয়ে তার
ওপর অত্যাচার করলি ? কি বলব, আমি বন্দী, নইলে প্রতি-
পদাঘাতে আমি এই বালিকার অপমানের প্রতিশোধ নিতুম।
বেইমান ! ময়ূরের পাগকে সজ্জিত হ'লে কাক কখন ময়ূর হয় না।

আলা। এই কমবক্তকে নিয়ে গিয়ে কোতল কর।

করক উজীরকে লইয়া প্রস্থান

নসী। বেইমান! ~~কেন~~ সঙ্গে আমাকেও কোতল কবতে হুকুম

আলা। তোমাকে কোতল কবতে আমাব দায প'ড়ে গেছে।

নসী। ~~আমি~~ আমি প্রতিশোধ নিতে পাবি।

আলা। তুমি ক্ষুদ্র কীট। তুমি দিল্লীর সম্রাটের ওপব কি প্রতিশোধ
নেবে? তা যদি তুমি নিতে পাব, তা হ'লে আমি খুসী হব।

নসী। বেশ।

প্রস্থান

আলা। তোব যা রূপ, তাতে আমি তোকে ভালবাসতে পারতুম,
কিন্তু তোকে ভালবাসব না আমাব প্রতিজ্ঞা। মোজাফব, এক
কাজ কব। শীঘ্র ঘাতকের হাত থেকে বৃদ্ধ উজীবকে বক্ষা কব।
বৃদ্ধ অকর্ণণ্যকে মেবে আব হাতে দাগ কবব না, তাকে নির্বাসিত
ক'বে দাও।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির-প্রাঙ্গণ

পদ্মিনী, পুরোহিত ও মীরা

পদ্মিনী। ঠাকুর, পূজার কি কি সামগ্রী আনা হয়েছে দেখুন এবং আর
কি কি সামগ্রী আনতে হবে, অনুমতি করুন।

পুরো। মা! তোমরা শিশোদীয় কুলবধ। তোমার ঋতুরকুল যে মন্ড্রে
মায়ের আবাহন ক'বে এই মেওয়ার পর্বতের পাদদেশে মায়ের মন্দির
প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা ত তোমার অবিদিত নেই! মা! এই
অসিতাদ্বীপ পূজা করতে কি কি উপকরণের প্রয়োজন, তা আর
আমি তোমাকে কি বলব?

পদ্মিনী। কি জানি প্রভু! আমরা রমণী, শাস্ত্রে সম্যক দৃষ্টিহীন।
যদি কোন একটা সামান্য ক্রটি ক'রেও মায়ের পূজা পণ্ড করি,
তাই ভয় হয়। 'আপনি হচ্ছেন শিশোদীয় কুলের গুরু, যে পেটিকায়
অতি প্রাচীনকাল থেকে চিতোরের গৌরব-বিধায়িনী মন্ত্রমালা রক্ষিত,
তার চাবি আপনার হাতে। রাণা এখনও ছেলেমানুষ, রাণীও
ছেলেমানুষ। বাজ্যের সমস্ত ভার আমার স্বামীর উপর। আমার
ভাগ্যবতী ভগিনীর উপর এক সময় মায়ের পরিচর্যার ভার অর্পিত
ছিল। ভগিনী আমার সে ভারের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা ক'রে চ'লে
গেছেন। তাঁর সময়ে স্বামী পূর্ণবশে যশস্বী। চিতোরের সম্পদ
ভগিনীর ধর্ম-প্রভাবে আজও পর্যন্ত অক্ষুর। মা ভবানীর অলুকাপায়

তিনি বীৰপুত্রের জননী। এই সকল আমাকে দান ক'বে তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। কিসে আমি এই সামগ্রীগুলি অক্ষুণ্ণ বাঁতে পারি, সেই চিন্তা আমি সর্বদাই ব্যাকুল হয়ে আছি। বাণাব কুশল, আমার ওই বোমার পুত্রটিও কুশল, আমার পুত্রগণের কুশল, এ যাবৎকাল পর্যন্ত আমিও অক্ষুণ্ণ বশঃ এ সমস্ত বজায় রেখে মনোত পারি, তবেই না আমার বনগী জন্ম সার্থক।

পুত্রো। মা, তুমি যে মহাবংশ থেকে এসেছ, যে মহাবংশে প্রীতিমত হচ্ছে, তোমার কাছে মর্যাদা পূর্ণ আশা না করলে কার কাছে করব? কিছু ভাব নেই না। আমাদের ভাগ্যদোষে যদি চিত্তোত্তর হয় এমনি কখনও কোন অনিষ্ট হয়, তাবশঃ শরীবে ভগ্নী নিজের অস্ত্র ধরলেও কখন আঘাত করতে পারেন না—এ বিশ্বাস আমার। আর পাঠ্য তোমাকে সমস্ত কপজোতি দান ক'বে নিজের কাছাকাছি রাখা। তোমাতে আশ্রয় লাগবে জানবে, উদ্ভাদিনী নিজেরই অস্ত্রাঘাত করেছেন, তা কখন সম্ভব নয়। যদি পুত্রের কোনও সামগ্রীও অভাব আছে মনে কর, নিয়ে এস। ভাল কথা—তোমার স্বস্তি চায়ত কিছু পুষ্প মাঝে নিবেদন করতে হবে। আর বক্ষেও বিধিৎ দত্তদানে মাঝে আঘাতন করতে হবে।

পদ্মিনী। যথা আজ্ঞা।

পুত্রো। তুমি। যে ওয়ে ওয়ে আমি পূজায় নিযুক্ত হব। তুমি ৩০, ৩৩ না থাকলে মায়েব সংকল্পিত হবে না।

পদ্মিনী। আমার বত শীঘ্র পায় ফিরে আসবে

পুত্রো। আর দেখ মহারাণ, তুমি পুত্রবাসিনীদের এই সময়ের প্রস্তুত হসে থাকতে বল।

মীবা। যথা আজ্ঞা।

লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ

লক্ষ্মণ । গুড়ীমা ! বাজা সাহেব কোথায় ?

পদ্মিনী । তিনি বোধ হয়, আবার বাগেব নববচিত পুষ্পোচ্চানে কারু-
কর্যের কার্যেব তদ্বাবধান নিযুক্ত আছেন । যদি প্রয়োজন থাকে
ত বল, আমি সেইখানে যাব, মাগেব জন্ত আবও কিছু পুষ্পচয়ন
করব । প্রয়োজন থাক, আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ।

লক্ষ্মণ । তবে তাঁর দিন । তাঁর সঙ্গে আমার একটা বিশেষ প্রয়োজন
আছে ।

। মনী ও সীতেশ্বর প্রস্থান

এই যে, শুভদেব মার্জন ?

পুণ্ডা । আছি বাবা — তাঁর পূজার সময় অপেক্ষায় বসে আছি ।

লক্ষ্মণ । পূজার বিশেষ কত ?

পুণ্ডা । এখনও বাধ্য নাই । মায়ের চরকালই নিশীথ পূজার ব্যবস্থা ।
আমাবস্তার ঘোব অন্ধকার । এল সমস্ত সংসার নিদ্রিত হইল, এখনই মা
বনাভয় কর উদ্রোহন কর্বে জগৎবন্দ্য প্রহরীস্বরূপ উজ্জত কৃপাণে
শ্বরাচত মাথাকে হিন্ন করেন ।

লক্ষ্মণ । এখন ত সন্ধ্যা । নিশীথেব ত এতনও আরও বিলম্ব, কিয়ৎক্ষণেব
জন্ত আপনি কি একবার বাইবে আসতে পারবেন না ?

পুণ্ডা । কেন, বলবাব কি কিছু আছে ?

লক্ষ্মণ । আছে । দিল্লীর সংবাদ বিহু জানেন কি ?

পুণ্ডা । জানি । আমি তীর্থদর্শনার্থ সমস্ত আযাযবর্ত্ত ঘুরে এসেছি ।

লক্ষ্মণ । কি খবর জেনে এলেন ?

পুণ্ডা । আলাউদ্দীন খিলজী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেছে ।

লক্ষ্মণ । কি ক'বে করলে ?

পুৰো। তাব পিতৃব্যকে হত্যা ক'বে।

লক্ষণ। খুড়ো-বাজাও কি এ সংবাদ বেখেছেন ?

পুৰো। তিনি চাব চক্ষু—তিনি আব এ সংবাদ বাখেন নি ?

লক্ষণ। আমি সেই কথা জানবাব জন্তই তাঁব সন্ধান কবছিলুম।

পুৰো। অভিপ্রাযটা জান্তে পারি কি ?

লক্ষণ। হাঁ শুকদেব ! দিল্লীৰ অধিপতি পৃথ্বীবাজ যুদ্ধে জয়ী হয়েও বাজ্য হাবালে কি ক'বে ?

পুৰো। মহম্মদ ঘোবীৰ কূট নীতিতে। প্রথম যুদ্ধে পবাজিত হয়ে ঘোবী কোনও প্রকাৰে প্রাণ নিয়ে দেশে পালিয়ে যায়। তাব পববৎসল্প অগণ্য সেনা সংগ্রহ ক'বে পূৰ্ণ অপমানের প্রতিশোধ নিতে মহম্মদ ঘোবী আবাব পৃথ্বীবাজেব বাজ্য আক্রমণ কবে। পৃথ্বীবাজও অসংখ্য বীব সেনা সঙ্গে নিয়ে কাগাব ভাবে, শত্রুৰ গতিরোধার্থ উপস্থিত হন। দুই দলে ভীষণ সংগ্রাম, প্রাতঃকাল থেকে যুদ্ধ, সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধে জয় পবাজ্যেব মৌমাংসা হ'ল না। উভয় পক্ষেবই বহু সৈন্ত হাতাহত হ'ল ! ঘোবী তখন বুঝলে, ধর্মযুদ্ধে ক্ষত্রিয় পবাজ্য অসম্ভব। তখন সে বগে ক্ষান্ত দিয়ে, পৃথ্বীবাজেব কাছে সে বাজ্রিৰ মত বিশ্রাম প্রার্থনা ক'বছিল। ধর্মযুদ্ধেব চিবন্তনী নীতি, পৃথ্বীবাজ শত্রুৰ এ প্রার্থনায় 'না' বলতে পারলেন না। যুদ্ধ স্থগিত হ'ল। ক্ষত্রিয় বগক্ষেত্রে ও বিলাস-ভবনে কোনও পার্থক্য দেখে না। অস্ত্র-ঝনঝনা ও নৃত্যগীতের মধুর স্বব তাব কর্ণে একরূপ ঝঙ্কাবই উৎপাদন কবে। ভারতীয় যুদ্ধে তখনও কূটনীতি প্রবেশ করে নি। বীৰ্য্যবান্ মানুদ, আৰ্য্য সম্মানেব উদ্দাম বিলাসিতার শান্তিস্বরূপ যে কষবার ভারত আক্রমণ কবেছিল, তাব একটি বাবেও সে যুদ্ধে রণনীতি পবিত্যাগ ক'রে নি। শুধু বীৰ্য্যে, শুধু বাহুবলে সে ভারতীয় রাজাদের পরাস্ত

কবেছিল। পৃথ্বীবাজেব সন্তুখে তখন সেই ইতিহাসেব জাজ্জল্যমান অক্ষব—তিনি মনেব কোণেও স্থান দিতে পাবেন নি যে, বীব মহম্মদ ঘোবী যুদ্ধেব নীতি বিসৰ্জন কববে, স্মৃতবাং বণক্ষেত্রে তাব সমস্ত সৈন্ত, বণসাজ ত্যাগ ক'বে আমোদ প্রমোদে মত্ত ছিল। এমন সময়ে ঘোবী বাত্রিব অন্ধকাবেব সতায়তায় কাগাব নদী পাব হয়ে ভীমবেগে পৃথ্বীবাজেব ছাউনী আক্রমণ কবে। যুদ্ধেব জন্ত প্রস্তুত হ'তে না হ'তে তাব সমস্ত সৈন্ত বিধ্বস্ত হয়, পৃথ্বীবাজও বণক্ষেত্রে বন্দী হন।

লক্ষণ। এখন ত আমবা দেখে শিখেছি, কাৰ্য্যে বুঝেছি—আমাদেবও সে নীতি অবলম্বনে দোষ কি ?

ভীমসিংহেব প্রবেশ

ভীম। বাণা। এ ক্ষল্লিগ শ্রেষ্ঠ, অগ্নিকূলেব মুখপাত্র চিতোব পতিব যোগ্য কথা নয়।

লক্ষণ। কেন খুল্লতাত ? মা'ভূমি বক্ষাই প্রত্যেক সন্তানেব একমাত্র উদ্দেশ্য, আব সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে যখন শাস্ত্রবিহিত অক্ষয় স্বৰ্গ পুৰস্কাৰ, তখন একুপ মহৎকাৰ্য্যেব জন্তে কুট নীতি অবলম্বনে দোষ কি ?

পুৰো। ক্ষল্লিব নীতিবক্ষার্থ স্বৰ্গেব প্রলোভনও তুচ্ছ জ্ঞান কবে। আব স্বৰ্গস্থ—কত দিনেব জন্ত ? অক্ষয় স্বৰ্গও কালেব সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু নীতিবক্ষায যে ধৰ্ম্ম, তাহা কল্লান্তহাযী। বাণা! তাব আব বিনাশ নাই।

ভীম। বাণা! যদি আমবা নীতি-পথ পবিত্যাগ ক'বেও দেশেব উদ্ধাৰ না কবতে পাৰি, তা হ'লে দেশও গেল—ধৰ্ম্মও গেল। নীতিমাৰ্গে চলতে পাবলে, এক দিন না এক দিন আশা আছে—দু বৎসরে হ'ক,

সকলে তার অনুসরণ করে। আর এ পোড়া ভারতের ভাগ্যে এত ঘোল আনার বুদ্ধি একত্র হয়েছে যে, সমধর্মী তড়িতের পরস্পর-বিরোধী শক্তির ত্রায় এরা কেউ কারও কাছে অবস্থিতি করতে পারে না। ভাল বৎস! পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত প্রাণ নিয়ে, মহাত্মা বাঙ্গালার ওয়ের তেজস্বিতার স্বত্বাধিকারী! তোমার হৃদয় যদি দেশের দুঃখে এতই বিগলিত, তা হ'লে এস, দু'জন নিভতে ব'সে কিয়ৎক্ষণের জন্য একটা ভবিষ্যৎ কর্তব্য স্থির করি। ঠাকুর! আপনার মাতৃ-অর্চনার জন্য একাগ্রচিন্তার ব্যাঘাত করলুম— ক্ষমা করুন।

ভীমসিংহ ও লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

উত্তান

গোরা

গোরা। মেবারের লোকগুলোর একটা মজা দেখি, এরা বেশ স্মৃতি, করতে জানে। চ'টো মিষ্টি কথা কও, তাতেও স্মৃতি। সুখের সময়েও স্মৃতি, দুঃখের সময়েও স্মৃতি। বাড়ীতে চুপটি ক'রে ব'সে থাকা, কারও যেন কোণ্ঠীতে লেখে নি—বাড়ীতে রইল ত 'এ রামা—এ বামা'—খচমচ খচমচ চব্বিশ ঘণ্টাই গান জুড়ে দিয়েছে। আর যুদ্ধক্ষেত্রে গেল ত 'হর হব শঙ্কর'—দামামা, ডুগডুগি, ভেরী, তুরী যেন বেটারা চিত্রশুল্পের বাপের শ্রাদ্ধ খেতে চলেছে, কি যমরাজের পিসের বিয়ে বরষাত্রী হয়েছ। এরা বেশ আছে। আমি কিছু বেশ থাকতে পারছি না। বেশ থাকবার এত চেষ্টা করছি, মনে মনে স্মৃতি জমিয়ে তুলছি, কিন্তু কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। একটি হাই তুললুম ত সব জমান স্মৃতি ছস ক'রে বেরিয়ে গেল, 'কোন্ বাতাসে মিশে, কোন্ আকাশে যে মিলিয়ে গেল, আর তাব সন্ধান কবতে পারলুম না। কেন,—আমারই বা স্মৃতির অভাব কেন? এ আনন্দময়দের দেশে এসে আমিই বা মিছি মিছি আনন্দে বঞ্চিত থাকি কেন? জন্মভূমি সিংহল ত্যাগ ক'রে এসেছি বঙাল? না, হিন্দুর সন্তান যখন হিন্দুস্থানে—রাজপুত যখন রাজপুতানায়—তখন সে ত মায়ে'র কোল ছাড়া নয়। হিন্দুর সিংহলে আর হিন্দুস্থানে প্রভেদ কি? মা'কে

খানিকটে লবণাক্ত জল। আবে বাম বাম। তাতে কি? এই
 দু'ঘেব মধ্যে এই লবণান্ধিতে এমন একটা প্রীতিব প্রান্তর ভেসে
 আছে যে, তা'র ওপর দিয়ে চ'লে এলে এক বিন্দু জলেও চরণ সিক্ত
 হয় না—শত যোজন দূর হ'লেও হ'ত না। তবে মনে সুখ পাই না
 কেন? এ'বার চেষ্টা ক'বে আমাদের স্মৃতি গেতেই হবে!

নন্দিনীর প্রবেশ

নন্দী। শাবতে গেলে ড কু-কিনারা থাকে না দেখতে পাচ্ছি। তা
 হলে এক এমনি ক'ব সেই বেটনা'র চিন্তা নিয়ে সমস্ত শ্রমস্তান
 ও'য়া'। হ'য় যুগ বেড়া'ব?

দৃষ্ট

নিবিদ্বিৎসুদাং জন এ'। বিধি
 কেন যা'লি চ'হি কাহারও কাছে।
 চোখের ঘা'লি হ'রা'য়ে ত'লি
 ত'লি কেন চ'লি দা'র প'র ॥
 • মি'য় • নি প'থ চ'লি বা'য়,
 • মি'য় • প'ডি গ'য়
 স'র • থা'ক স'র
 দ'র না দ'র গ'র,
 হে'লি • • • • •
 এ'লি • • • • •
 সে স'র ঘ'রে দে'লি কি ক'রে,
 থা'র নিরা'লি • • • • •

গোনা। বা! বা! স্মৃতিস্রবণের প্রাবল্যে—এ নির্জন দেশে একটা
 স্তম্ভ অক্ষণ দেখা যাচ্ছে না?

নসী। দেওয়ানা হয়ে লাভ কি? কিছুসংখ্যেব জন্ম স্বপ্নেব একটা
দোভনীয দৃশ্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলুম—একটা স্বপ্নে ঘেবা স্নেহেব আশ্বাদ
দু'দিন কি ত'দণ্ড অস্ত্র-ব বর্বেছিলুম, এ জাগ্রদস্থায় তা আঁব
অস্থান কবণে পারি না—অন্তগত স্মরণ করব—বেথান ছায়া তীব
যন দুই একটা ক্ষীণ স্মৃতি আঁখার দিগন্তপ্রসারিত তু দৃষ্ট গগনেব
এক প্রান্তে প'রে আঁছ!

গোবা। হবো, ঠিক হয়েছে। এও দেখছি, আঁখার মত স্নেহেব
অঙ্গোণে দু'বেতাই। মা'টা তো বকম গণাশ ও পাশ ব'সেছ,
তাতে বিনয় দেখে, স্নেহভাব-মাথাব মগন—এও ঘনিষ্ঠভাবে
বাঁশ বাঁশি শু' বাবও হয়েছে। তাব পানকটে হেঁড় গেলে দিতে
না পারব বা—। ১৮ ২২ ৩০।। তা'লে লোকটার বাঁহ
থেকে পানকটে হেঁড় তন গ্রহণ ক'লে বোব হয়, কাবও কিছু
অভিবুদ্ধি হবে না।

নসী। পাঁচ বৎসর পূর্বে আশ্বত্থীন পিতাব সঙ্গে দব বস্ত্রদশ থেকে
মা'টা পথ হেঁটে গিয়াছে এসেছিলুম। এসে গিয়া আঁদুঠেব সঙ্গে,
কিসংখ্যেব তোপাং তোপাং উঠে, একেবারে উভাব-বস্ত্রাব
সৌভাগ্য পেয়েছ-ম। সেই অবস্থাতেই দিনাব নিঃসংখ্যেব এক
প্রান্তে আঁতি মন্যবান্ হুঁম ম'মেবান স্বত্বে ক্রম বর্বেছিলুম।
নগাবেব দোমে মে জনন আঁব আঁমাব দবলে এ'না না। লাভব
মধ্যে সি'ব চব-আঁতিথ্য উদার আশ্রয় থেকে জন্ম মত বঞ্চিত
হলুম। ~~আঁদুঠে~~ আঁদুঠে মন্যবান্ হুঁম পিতা একদিন আঁমাবও পর্যন্ত
মুখ্যক'র ব'ব'ছি—। ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০।।
এ'খান বাজ্যেব মীমাত হ'তে বহুদূবে তর্কস্থত। এ স্থান আলো-
আঁধাবেব সন্ধিস্থল। ইচ্ছা ক'লে এই দণ্ডেই নিবাসাব আলোকে

আপনাকে স্মনাত করতে পাবি, অথবা চিরদিনেব মতন স্চিভেজ্ঞ
অন্ধকাবে আপনাকে ডুবিয়ে ফেলতে পাবি ।

গোবা । লোকটা দেখছি বেজায় কুংসিত । না না কুংসিত ত নয়—
বেজায় স্তম্ভব ! ছোঁড়া যেন কোন বাজপুতুব—না না, ছোঁড়া কেন
—এ যে ছুঁড়ী । ও বাবা । যেটা ধবছি, সেটাই উল্টে যাচ্ছে ।
তা হ'লে ত লক্ষণ শুভ নয়—আমি আজন্ম অবিবাহিত পুরুষ—আব
সম্মুখে একটা অথও অপবিচিতা স্ত্রী । আকাশে তাবা, বাগানে
ফুল, আব মাঝখানে আমার অর্ধ কম্পিত, না, না অর্ধ কেন—
পূর্ণ-কম্পিত—প্রাণটা ! ও বাবা ! ছুঁড়ী যতই এগিয়ে আসছে,
ততই যে প্রাণ ধবধবিত—হ'ল না, সুখাঘেষণে দ্রাস্ত দিয়ে আমাকে
ক্ষিয়ৎক্ষণেব জন্ম মাথা শুভ্রে বসতে হ'ল ।

নন্দী । সুখ-দুঃখ ভোগ আমার নিজেব হাতে । এখন যেটাকে ইচ্ছা
ফেলে দিতে পাবি, যেটাকে ইচ্ছা গ্রহণ কবতে পাবি । দুনিয়াব
আমার কেউ নেই, আমি কিন্তু দুনিয়াব সবাব, এটা মনে কবলেই ত
সব লেঠা চুকে যায় ।

গোবা । আসছে—আসছে ।

নন্দী । কিন্তু কৈ, তা মনে কংতে পাবছি কৈ—অপমানিত, লাঞ্চিত,
পদাঘাতে তাড়িত হয়েছি । নিবীহ ধাম্মিক পিতাকে নিম্নম ঘাতকে
টেনে দিয়ে গেল, তাও দেখেছি—এ দেখে, মন্ম বেদনা স্মরণ কবলে
আমি কি আব তাব হ'তে পারি ? প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি সে অবস্থা
স্মরণ মাত্র—বিনা কুংকাবে জ'লে গুঠ । সুখ—কৈ ? কোথায়
এলো ? দুঃখ—কৈ ইচ্ছা কবলে কৈ ফেলতে পারি ? আলাউদ্দীন
বহুদিনে নিজে গুজরাট ভ্রম কবতে চলেছে । কেন ? সেখানে এক
নববৈধব্য নিপীড়িতা বমণীব হাতে বাজ্যভাব । আলাউদ্দীন এ

সুখোগ ছাড়তে পারলে না ! তাই সেই অসহায়ার সর্বনাশ করতে
সে আজ বহুসৈন্ত নিয়ে গুজরাটে ছুটেছে, অভাগিনীকে দুদিন মন
খুলে কাঁদতেও অবকাশ দেবে না। আমি ছদ্মবেশে বরাবর বাদশার
সৈন্তের সঙ্গে সঙ্গে এসেছি। কিন্তু রমণী আমি, তাদের সঙ্গে সঙ্গে
কতদূর চলব ! বড়ই ক্লান্ত, আর পারলুম না। দূর থেকে এই
দেশটার একটা বিচিত্র শোভায় আকৃষ্ট হয়ে এ স্থান দেখবার লোভ
সংবরণ করতে পারলুম না !

গোরা । এলো এলো--বঁসে এলো ।

নসী । এই পার্বত্য অধিত্যকায়—এমন চারুশিল্পের আশ্রয়—শিলায়
ক্ষোদিত চিত্রের ভায়, এ কি শোভাময় উদ্যান !

গোরা । উঃ ! এভাবে আকাশ পানে চেয়ে আসছে ! তা হ'লে বুঝতে
পাবছি, ঘাড়ে পড়লো—পড়লো । গোবাচাঁদ ! সুখ সুখ ক'রে
পাগল হয়েছিলে—এই দেখ সুখ একেবারে একটি দেড়মণি তুলোর
বস্তা হয়ে তোমার ঘাড়ে পড়তে আসছে । যাক, আর মাথা তোলা
উচিত নয় ! গোলমাল হয়ে যাবে ।

নসী । তাই ত ! কে এক জন ব'সে রয়েছে না ! এ কি, অমন ক'রে ব'সে
কেন ? আমাকে দেখেছে না কি ? দেখে কোন ভূরাভগ্নি পোষণ
করেছে না কি ? কাজ নেই—আমি একা রমণী—তাগ বিদেশিনী—
এ নির্জজন দেশ—সাহায্যের প্রয়োজন হ'লে সাহায্য পাব কি না, তার
ঠিক নেই । তা হ'লে এ স্থান থেকে স'রে যাওয়াই কর্তব্য ।

গোরা । মাথা গুঁজে ব'সে আছি, হাত-পাগুলো পেটের ভেতর ঢুকিয়ে
রেখেছি ! ও ঠিক ঠাউবেছে, পঙ্কের মাঝে একটা বিলাতী কুমড়ো
প'ড়ে আছে । লোভে লোভে যেমন ও হাত বাড়াবে, আমিও
অমনি কঁাক ক'রে হাতটা গ্রেপ্তার ক'রে ফেলব ।

হাসিংএব প্রবেশ

হব। তাই ত, হুজুব গো কোথা? এই বাগানে আসতে আমায়
হুকুম ক'বে এসো - ঠাকুর বোখাও ত তাকে দেখতে পাচ্ছ না!
এই যে—এই যে—হুজুব। ব'সে ব'সে দুম'চ্ছ? 'আকি' পানিও
শী ক'বে উড়িয়েছ, বোব ময়, দেওয়া যিমন এ স'চ্ছ।

গোবা। স্তম্ভবী নিন্দাসেব চেউ এনে গায়ে লাগছে, ধবলে আন কি,
কুমডোটা ঢুকী কবলে শাব কি।

হব। ব'সে ব'সে কি হচ্ছে হুজুব?

গোবা। কুমডো চোপকে পাকডান হচ্ছে হুজুব। ঠাক স্তম্ভবি। চাঁদ-
মুখখানি শুকিয়ে গেলো। আমি বাণ নেবার বাজাব সহব কোটাল
—একটা হাট হুজুব চোপাই চোপাই গন্ধ পাই—আমাব বাজে
চালাকী?

হব। নো কি হুজুব। স্তম্ভবী পেলে কোথা?

গোবা। এই হাতেব মুঠাবা ভাব পেয়েছি বাবা! আমি কি বোকা,
না গজচোখ, দাবব মানগ্রী দেখতে পাই না? আসতে আসতে
পপেল মায়ে সস্ত্রাস্ত্রনী অন্য গে চ জোড়াটি কোথা পেলে ধন?
গোঁচ ফোটা টৌ বদনাহস—দলী চোব।

হব। হুজুব গোবা চোপা না হুজুব! আনি ম'বে গেলে তোমাব
পরিচয়্য ক'বে দে?

গোবা। সভাই ক্রিম তা ও'লে বাপ কবধন?

হব। কেন, হুজুব কি গোলাবকে তিনতে পাচ্ছেন না?

গোবা। ক্রমে ক্রমে পাবতে হচ্ছে বৈ কি! এ কি বকমটা হ'ল?

হব। কি হ'ল হুজুব?

গোবা। এই দেখলুম, একটি কুৎসিত কদাকাব মিন্বে—তাব পদেই দেখলুম, সুন্দর মনোহর একটি চন্দ্রমায়াসেব বাডেব মত ছোকরা, আব একটু এগুতেই ছুঁবনী—আব বেনা হাতখানি ধরেছি, অর্মানি হবা হয়ে গেলে ধন!

হব। দেখুন হুজুব, অত কড়া আফিং খাবেন না—ওতে মাথা খাবাপ হয়ে যায়।

গোবা। মাথা খাবাপ হবে কি নে বেটা? আমি যে মাথা থেকে আবস্ত ক'রে হস্ত পদাদি যেখানে বা ছিল, সব গুটিয়ে একটি কুমডো হযোঁছলুন।

হব। তা হলেই ঠিক হয়েছে, ঐ কুমডোব বোটাটা আপনাব চোখে ঢুকে গিয়েছিল।”

গোবা। তাহ ত। সাগ সত্যি কি চোখদুটো আমার এত খাবাপ, হ'ল যে, তোমাব মতা এণ্টা বর্দব কর্কশ এবণ্ড বৃক্ষ তৃণ্য জন্তে! আমার বমণীভ্রম হয়ে গেল?!

হব। তা হবাব আব আশ্চর্য্য কি? এই যে বললুম হুজুব! চব্বিশ ঘণ্টাই নেশায় বোদ হয়ে থাকলে চোখের কি আর জুত থাকে!

গোবা। না, তুই মথ্যে কথা বলছিস—আনাকে হয় ত খুঁজতে এসেছিল। হয় ত কোন বমণী আমার গুণগবিমায় মুগ্ধ হয়ে আমার অশেষণ করছিল। তোকে দেখে সে লজ্জিতা ভয়চকিতা হয়ে সংবে পাডেছে।

হব। এ চিন্তাবে আপনাক দেখে মুগ্ধ হবাব মধ্যে এক আছি আমি। আব দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। তা স্ত্রীজাতিব মধ্যেই কি, আব পুংষেব মধ্যেই কি!।

গোবা। বটে!

হব। সত্যি কথা বলতে কি হজুর, চিতোবাসী সকলেই আপনাকে মনে মনে ঘৃণা কবে। তবে বাণীর মামা ব'লে মুখে আপনাকে কেউ

কিছু বলতে পাবে না।

গোবা। তা আমি জানি।

হর। তাবা জানে, আপনি নেশাখোর, অকর্মণ্য, ভীকু; অথচ আপনাতে সিংহলীব অভিমান। আপনি তাদেব সঙ্গে কোন আমোদে যোগ দেন না—মুগষায় যান না, অস্ত্র-খেলা খেলতে চান না—পার্ব্ববর্তী রাজাদেব মধ্যে কারো সঙ্গে যুদ্ধ কববাব প্রয়োজন হ'লে সবাই 'আনন্দে বাণীব মর্যাদা বাধতে অগ্রসব হয়, কিন্তু আপনি মরণেব ভয়ে আত্মগোপন কবেন। সে দিন গুজবাটের বাজাব সঙ্গে অতবড় যুদ্ধ হ'ল—চিতোবের বালক পর্য্যন্ত সে যুদ্ধে যোগ দিতে ছুটলো, আপনি চুপ ক'ণেব কোন লোক-অগোচরে ব'সে বইলেন। বাণী পর্য্যন্ত আপনাব আচরণে মম্মাহত হয়ে গেলেন।

গোবা। তা মাঝখান থেকে তোমাব নেকনজবটা আমাব ওপব প'ড়ে গেল কেন?

হর। কেন, তা বলতে পারি না হজুব। কতবাব মনকে জিজ্ঞাসা ক'বে দেখেছি—উত্তব পাইনি। এব জন্ত আত্মীয় বন্ধুব ভিবন্ধাব খেয়েছি, তবু তোমাব সঙ্গ ছাড়তে পারি না। আমাকে কে ঘেন বলে, আপনাতে একটা পদার্থ আছে।

গোবা। ঠাঁ—দেখ—এক ছিলিম গাঁজা সাজ।

হব। হজুব! আব নেশা ক'বেন না।

গোবা। নেশা কি রে বেটা—নেশা কি? স্ববিতানন্দ কি নেশা?

নেশা তোদের চিতোরের চোদপুরুষের। নেশা কি খেয়ে হয়? সে শুধু একটু আধটু চোখ পিটপিট করে, একটু আধটু ঘুম পাষ—জগে

উঠলেই সব ফরসা !, নেশা অজ্ঞানে, নেশা অভিমানে—মাছুষ যখন তাতে ডুবে থাকে, তখন ঘোব নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েও সে মনে করে, আমি জেগে আছি। এইটুকু যা প্রভেদ ! তবে যখন বলি হক্, তখন সরলভাবে বলি—নেশা দুই-ই—দুই-ই মাছুষের বিনাশ করে, শক্তির প্রতিবোধ ক'বে মাছুষকে হিতাহিত-জানহীন পশুব তুল্য কবে। তবে এই দুই নেশাখোবের মধ্যে একজন নিজেকে নষ্ট করে, আঁব এক জন আপনাব মৃত্যু-পথে আঁব পাঁচ জনকে সঙ্গে নেব। বুরলি হক্—যখন মাছুষ মাছুষের সৰ্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু, তখন বস্ত্রপশু-বধেব বীবত্ব দেখিয়ে লাভ কি ? বল দেখি, একটা বিকট অভিমানবশে মাছুষ যত মাছুষের অনিষ্ট কবে, বস্ত্র জন্তু হ'তে কি তার শতাংশেব একাংশও অনিষ্ট হয় ?

হব। কথাটা যা বলছ, তা বড় মিথ্যে নয়।

গোঁবা। কার ওপব অর্থাৎ বৎব ? তোর বড় ভাবতেব বড় বাব—বীরত্বেব অভিমান বজাব বাথতে যুদ্ধ করবাব লোক না পেলে আপনাব আপনাব ভেতব মারামাবি করিস্।—আমরা ছোট সিংহলেব ছোট বীব, এ বকম লড়ায়ে আপনাব আপনিকে মারতে দেখলে কাঁদি। আমবাও এক দিন আপনাব আপনাব ভেতব বলেব ওপাবৎব দিইয়াছ। শৃগুর দিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের বন্ধু-কাঠিন্ত পরীক্ষা কবেছি। গ্রামে কখন ব্যাজ্র হস্তাব উৎপাত হ'লে, সেই সব জন্তু বধ ক'রে অস্ত্রবলেব পরীক্ষা দিযেছি—আর শত্রুব আক্রমণে সকলে একসঙ্গে মিলে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেশের শক্তি পরীক্ষা করেছি। চিতোর এখন আপনাব বীরত্বগর্বে অশিনি উন্নত। অহঙ্কাবী আনহাল-ওয়ারা-রাজ তোমাদের কাছে পরাভূত হয়েছে। সেই পুরাতন খাররাজ্য, অবস্তী, মন্দোর, দেবগিরি, সেই সোলাঙ্কি প্রমার পরিহার

সমস্ত অগ্নিকুলের অধিষ্ঠানভূমি চিতোবেব কাছে মস্তক অবনত কবেছে। তোণা তাদেব গৰ্ব্ব অধিকার কবেছিস্, প্রাণ অধিকার কবতে পে'বাছিস্ কি ? তাণা শুধু নির্জনে দন্তনিষ্পেষণে মুখ বিকৃত ক'বে প্রতিহিংসাব অবকাশ খুঁজছে। আমণা হ'লে নাতৃদায়গ্রস্ত ভাগ্যহীনেব মত তাদেব দ্বারে দ্বাবে গিয়ে গলায় বস্ত্র দিয়ে শ্রীতি ভিক্ষা কবতুম, আ'ব সকলে মিলে এক জনকে কর্তা ক'বে, তা'ব আদেশে অস্ত্র ধ'বে—পৃথ্বীসাজেব হত্যাও, সোমনাথ বিগ্রহ-নাশেব, নগবকোট ধ্বংসেব প্রতিশোধ নিতুম। বিধব্রীবা মিশতে চাইলে তাদেব ভাইয়েব মত স্থান দিয়ে আপনাব ক'বে নিতুম, নইলে এক একটিকে ধ'বে সলেমান পাহাডেব ওপাশে ছুড়ে ফেলে দিতাম।

হব। তাই ত হুজুব। আপনি যা বলছেন, এ ত বড় চমৎকার কথা।

গোরা। এব মধ্যে একটা প্রধান বাজ্য দেবগিবি—সেটা'ব কি দুর্দশা হয়েছে জানিস্ ? আলাউদ্দীনের বিষম অস্বাধাতে তা'ব বাজধানী বজ্রপ্রবাহে পূর্ণ, দেবমন্দির চূর্ণ, আ'ব মণিমানিক্যপূর্ণ বাজ্রকোষ কপর্দকশূন্য। ঈশ্ব'ব না ককন, তোমাব চিতোবেবও এক দিন এই পবিণাম হবাব সম্ভাবনা। কেন না, সে দুষ্টিম এলে কেউ চিতোবকে বক্ষা কবতে আস্তুলটি পর্যাস্ত বাড়াবে না। অবশ্য তাদেবও সেই এক পরিণাম। তবে এ হয়েছে কি জান, এখন ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা হয়, তখন উকীল-মোক্তাবে বিষয় থাক্, তাও স্বীকার, নীলেমে বিষয় বিকিয়ে থাক্, তাও স্বীকার, তবু এক ভাই আর এক ভাইয়ের চেয়ে একটু বেশী ভোগ করবে, এ প্রাণে সহ্য হয় না, গুজরাটের রাজা আছে না মরেছে ?

হব। যুদ্ধে বিষম আহত হয়েছিলেন। শুনলুম, মাসখানেক আগে তিনি দেহত্যাগ কবেছেন।

গোবা। আব মাসখানেক পবেই শুনবে, আলাউদ্দীন তাব বাজ্য আক্রমণ কবেছে।

নসীবনের পুনঃপ্রবেশ

নসী। অত বিলম্ব সগনি—আজই আলাউদ্দীন সৈন্য নিয়ে গুজবাট অভিযুখে চলেছে।

গোবা। তবে বে বেটা হবা! আমাব না কি চোখ খাবাপ হয়েছে? তুমি আমাকে ৭৭ ঝড়ী খেংবা-গোঁফ দেখিয়ে ভুলিয়ে দিতে চাও? বেটা! পাজী বেটা।

হব। দোহাই ছড়ুব! আমি দেখি নি।

গোবা। তুই দেখাব কি বে বেটা, এ সামগ্রী তুই দেখবি কি? এ সব জিনিস সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নক্ষ, কিল্লব,—এবা দেখবে—তোব এ বেরালেব চোখ, তুই কেবল ইঁদুব বাচ্ছা দেখবি!

হব। তাই ত ছড়ুব! এ ৩ বড মুলব জীলোক—কিন্তু আমাদের দেশেব মতন নয়! †

নসী। আপনাকে প্রথমে দেখে আমি লুকিয়েছিলুম। লুকিয়ে লুকিয়ে আপনাব সমস্ত কথা শুনে আপনাব ওপব আমাব ভক্তি হয়েছে।

গোবা। হে-হে হে, ভক্তি হয়েছে?

নসী। বিশেষ ভক্তি হয়েছে।

গোরা। হে-হে-হে, হক! তা হ'লে আব বিলম্ব করছ কেন, ভক্তিরসে একটু রসান দাও। এই নাও, টিপতে শুরু কব।

হর। জীলোকটি কি বলছে, আগে শোনই না ছড়ুব!

গোরা। ও শোনাও হবে, টানাও হবে—এক-সঙ্গে লাগিয়ে দাও—
লাগিয়ে দাও।

নসী। চিতোরে আপনাকে কেউ ভালবাসে না—তাইতে আপনার
দুঃখ? আমি আপনাকে ভালবাসনুম—

গোরা। হে-হে-হে—হরু—হরু—এক টিপ বাড়িয়ে নাও।

নসী। কিন্তু আমার স্বামী আছে।

গোরা। হরু হরু—টিপ কমিয়ে দাও—টিপ কমিয়ে দাও। যাক—এ
রহস্যের কথা রেখে, গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করি—সুন্দরি! তুমি কে?

নসী। আগে আমার ভালবাসার প্রতিদান দিতে স্বীকৃত হ'ন।

গোরা। এ যে বড়ই গোলমালে কথা হ'ল সুন্দরি!

হর। হজুরের কথা শুনে—শুনে হজুরের প্রকৃতি বুঝতে পারলে না?

নসী। পেরেছি—আর পেরেছি ব'লে তোমার হজুরের ভালবাসা চাচ্ছি।

হর। যদি বুঝতেই পেরেছ, তা হ'লে এক জনের জ্বী হয়ে কেমন ক'রে
পরপুরুষের ভালবাসা চাচ্ছ?

নসী। কেন, জ্বীলোক বিবাহিত হ'লে কি সহোদর প্রেমেও বঞ্চিত
হয়?

গোরা। না, তা হয় না, আমি সহোদর, তুমি ভগিনী! কিন্তু ভগিনী!
আমি যে আজীবন সংসারে বীতস্পৃহ। ভালবাসার মধুময় স্পর্শ এ
হৃদয় কখন অম্লভব করবার অবকাশ পায় নি। এ কঠোর নিষ্কর্ম
সংসারে বান্ধবশূন্য ত্রাতার নীরস হৃদয় তোমার এ অগাধ রমণী-স্নেহের
কি প্রতিদান দিতে পারবে?

নসী। আপনার কাছে যতটুকু পাই—যদি পাই, তাই এ সংসারে
পতিপরিত্যক্তা বান্ধবহীনার পক্ষে যথেষ্ট। আপনি আমাকে নিরাশ
করবেন না। আমি মুসলমানী, মোসলনগরে আমার ঘর।

হর। মুসলমানী !

গোরা। মুসলমানী ! বেশ বেশ—তা হ'লে আমি তোমার হিন্দুস্থানী
ভাই, আর তুমি আমার মুসলমানী ভগিনী । সেই প্রথম মানব-
দম্পতি থেকে তোমারও উদ্ভব—আমারও উদ্ভব । শুধু নিজে নিজে
আমাদের উপাধি ভেদ ক'রে চক্ষে নানা বর্ণের আবরণ দিয়ে ভিন্ন
ভিন্ন রূপ দেখে আমরা যে যাকে পৃথক্ ক'বে ফেলেছি । বেশ হয়েছে
—আজ নিতান্ত কাতর হয়ে ভগবানের কাছে ক্ষুতি চেয়েছিলুম—সে
ক্ষুতি পেয়েছি । এস ভগিনী ! তোমাকে সাদরে আমার স্নেহ-
পুষ্পাধারে স্থান দান করি । দে হর, গাঁজা ফেলে দে । এ এক নতুন
রকমের নেশা । আমি বোঁদ হয়ে গেছি ।

বাদলের প্রবেশ

বাদল । পিতামহ !

গোরা । কে ও, ভাই বাদল !—কি দাদা ?

বাদল । তুমি এখানে ?

গোরা । নিশ্চয়—এ কথা কেউ না বলতে পারে না ।

বাদল । কিন্তু আমি পারি । তুমি এখানে থাকলে দু'তিন জন অচেনা
লোক তোমার চোখের সামনে দিয়ে আরামবাগে প্রবেশ করে ?

গোরা । সে কি ?

বাদল । এই এমন এমন চোখ—গায়ে কাব্বা, পায়ে পায়জামা—লম্বা
দাড়ী, গৌরব নেই - নেড়া মাথা—লম্বা টুপী, অন্ধকারে মাথা গুঁজে
—পা-টিপে ঢুকেছ ।

নসী । তা হ'লে নিশ্চয় সম্রাট প্রেরিত গুপ্তচর চিত্তোরে প্রবেশ
করেছে ।

গোবা। কোন্ দিকে গেল—কোন্ দিকে গেল ?

বাদল। দেখবে এস—

গোরা। বাগানে কেউ আছে ?

নসী। আমি দূব থেকে দেখেছি—হু'জন স্ত্রীলোক বাগানে ফুলচষন
করছেন।

হর। আমি জানি, খুড়ীবাণী।

গোবা। চল্ চল্—শীগ্গিব চল্—এস ভগিনি! সঙ্গে এস।

পঞ্চম দৃশ্য

উজ্জানের অপর পার্শ্ব

পদ্মিনী ও মীরা

পদ্মিনী। আর নয়, অন্ধকার হয়ে এলো। যা ফুল তোলা হয়েছে, এই যথেষ্ট! এস মা, মন্দিবে যাই।

মীরা। চতুর্দিকে গ্রহরী, চিত্তোবের দুর্গমধ্যে বাগান, এখানে আমাদের ভয় করবার কি আছে খুড়ীমা?

পদ্মিনী। ভয়, অগ্নি কাউকে নয়, ভয় আমাকে। আজকের রাত্রে ভবানী-মন্দিবে এই যে সমাবোধের সঙ্গে স্বস্ত্যয়নের আয়োজন হচ্ছে, তার কাবণ কি জান?

মীরা। অমাবস্ত্যাব নিশাথে চিরকাল যেমন ভবানী-পূজার ব্যবস্থা আছে, আমি জানি, তাইই আয়োজন হচ্ছে? অন্য কারণ ত জানি না।

পদ্মিনী। সে নৈমিষিক পূজায় এত আয়োজন হয় না—তার পুষ্পচয়ন আমাকে করতে হয় না। মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে মেবারের সমস্ত সর্দার আজ চিত্তোরে সমবেত হয়েছে।

মীরা। কারণ কি খুড়ীমা?

পদ্মিনী। কারণ আমি নিজে—অথবা আমি কেন, আমার দুর্ভাগ্য।

মীরা। আপনি চিত্তোরের সর্বপূজ্য রাজা ভীমসিংহের মহিষী—আপনার দুর্ভাগ্য—এ আপনি কি বলছেন রাণি? রূপে আপনি বিধিকল্পনার ভাণ্ডার শূন্য করে মর্ত্যে এসেছেন। স্ত্রীলোকের এ হ'তে ভাগ্য আর কি হ'তে পারে?

পদ্মিনী। রূপ হয় ত পেয়েছি; কিন্তু ভাগ্য পেয়েছি কি, এখনও বলতে পারি নি। বলব আজ স্বস্ত্যয়নের পর—ভবানীর মুখ দেখে। ভাগ্য

স্বভ্র। রূপ তাকে সর্বদা আকৃষ্ট ক'বে রাখতে পাবে না। বরং অধিকাংশ সময় রূপ ভাগ্যেব আসবাব পথে প্রতিরোধক হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় দেখবে, যাব যত রূপ, তা'ব ততই দুর্ভাগ্য।

মীরা। কথা শুনে কিছুই বুঝতে পাবলুম না—কিন্তু ভীত হলুম বাণি!

পদ্মিনী। বেশ, বুঝিয়েই বলছি—কেন না, মনটা আমার বড়ই উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তোমায় বললেও বুঝি মনে'ব যাতনাব কতকটা লাঘব হয়। আমি সিংহলবাজ হামিবংশের একমাত্র কন্যা। পিতা আমার ঐশ্ব্যাবান। তা'ব ওপ'ব তুমি নিজেই বললে, আমি রূপসী। কাজেত হিন্দুস্থানে'ব বহুদেশ থেকে বহু বাজা আমার পাণি-গ্রহণাভিলাষী হয়ে পিতৃবাজ্যে উপস্থিত হন। কিন্তু আমার কোম্বাতে লেখা আছে যে, আমি যে স-পাটে স-বংশ ক'ব, সে সংসারই বিপন্ন হবে—যদি কোন গৃহস্থ আমার গ্রহণ কবে, তা হ'লে গৃহ ছাবখাব হবে, যদি কোন বাজা আমাকে গ্রহণ কবে তা'ব বাজ্য ধ্বংস হবে। পিতা আমার সত্য নষ্ঠ—কোম্বিব ফল গোপন ক'বে আমার বিবাহ দিতে তাঁ'ব প্রবৃত্তি হ'ল না। তাই তিনি নিমন্ত্রিত বাজাদেব এক দিন সভায় আহ্বান ক'বে তাঁদে'ব কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করেন। এ কথা শুনে কেহই আমাকে বিবাহ কবতে সাহসী হ'ল না। বাজা ভীমসিংহও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সে সময় অসুস্থ বলে তোমার স্বামীকে নিমন্ত্রণ-বক্ষাব জ্ঞাত প্রেবণ কবেন। বাণা তখন বাণে বংসবে'ব বালক। সভামধ্যে কোন বাজাই আমাকে গ্রহণ করতে সাহসী হ'ল না বলে সেই বালক দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল, “বিপদই যদি এ কন্যা-গ্রহণের পণ, তা হ'লে আমার পিতৃব্য বী'ব ভীমসিংহে'ব নামে এ কন্যা গ্রহণ কবতে আমি প্রস্তুত আছি।” পিতা চিতো'ব-বাণাব গর্ববাক্য নিবর্থক বোধ করলেন না। তিনি

বালক রাণার সঙ্গে আমাকে চিতোরে পাঠিয়ে দিবেছিলেন। রাজা ভীমসিংহ সমস্ত ঘটনা শুনে প্রথমে আমাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হন নি। শেষে আমার সপত্নীর অহুবোধে রাণার মর্যাদা রাখতে অনিচ্ছায় আমাকে গ্রহণ কবেছিলেন।

মীরা। কৈ, এরূপ কথা ত কোন দিন কারো কাছে শুনি নি?

পদ্মিনী। জানেন রাণা, জানেন আমার স্বামী, জানেন আমার সপত্নী, -শুনছেন শুধু পুর্বোহিত, আব শুনবে কে? মনে কেমন একটা আতঙ্ক হচ্ছে বলে এত কাল পবে আজ আমি তোমাকে বললাম।

মীরা। কিসের আতঙ্ক? আমরা রাজপুত্ৰী। মর্যাদার গর্বই আমাদের ঐশ্বর্য। মর্যাদা হানিই আমাদের সর্বাপেক্ষা বিপদ। ধনসম্পত্তি আমাদের ঐশ্বর্য নয়, রাজ্যনাশ আমাদের বিপদ নয়।

মুসলমান সৈনিকত্রয়ের প্রবেশ

১ম। সকলেব নিশ্চিন্ত হয়ে—কি একটা হলো কচ্ছে।

২য়। একটা কি কাল কুচকুচে পুতুল-পুজোয় নেতেছে।

৩য়। এই এতখানি লাল টকটকে জিব—গলায় কতকগুলো মুগু—এই সময় জাঁহাপনা গুজরাটে না গিয়ে যদি এখানে হানা দিতেন, তা হ'লে বোধ হয় এক দিনেই কাজ হাসিল হয়ে যেত। তা জাঁহাপনা ত কার্যব পরামর্শ নেবেন না। নিজে যা খুসী, তাই করবেন।

১ম। অ্যা, কি বাগান!

২য়। ওরে এ কি বে?

১ম। তাই ত, এ কি? এ কোন্ জহন্নতের পরী!

২য়। ঠিক হয়েছে—একে যদি কোনও ক্রমে বাদশানামদাবের কাছে

নিযে যেতে পাবি, তা হ'লে এক এক জনেব এক একটা জাবগীয়া, এ
আব কেউ বদ কবতে পাবে না।

৩৬। পাবি কি, যেমন ক'বে হ'ক পাবতেই হবে।

১ম। আস্তে, আস্তে।

মীবা। তা হ'লে আব বিলম্ব কববার প্রযোজন নেই। ওদিকে কি
দেখছেন বাণি ?

২ম। কি বলছে—চুপ চুপ।

পদ্মিনী। বাগানে অন্ধকাব—কোথাও আব সন্ধ্যাব ছায়া পর্যাস্ত নেই,
বিন্দু ঐ দুবেব শৈলশিখব এখনও পর্যাস্ত যেন কত আগ্রাহ বিদায়
প্রার্থী প্রণয়ীব মত সন্ধ্যা প্ররতিকে ব'বে বেথেছে। কল্পিত অধরেব
কত চুখনতবঙ্গ যেন এ ওবগায়ে ঢ'লে পড়ছে। সন্ধ্যা যেন কত ক্ষুণ্ণ মনে
শৈল্যেব আনিঙ্গন থেকে বীণ বীণ আপনাকে বিচ্ছিন্ন কবছে।

মীবা। গুড়ীনা। যে বাজ্যেব বাণী এত ভাবমণী, সে বাজ্যেব কি কখন
অকল্যাণ হয় ?

১ম। তাহ'লে আব বিলম্ব কেন ?

২ম। কি ক'বে বাইবে নিয়ে যাব ?

৩ম। এই স্তম্ভে পাহাড়, ভাবহাস কি ?, এই বাগানেব উত্তব প্রান্ত
একেবাবে পাগাডেব তলায় গিয়ে ঠেকেছে। ওদিকে এখনও পাঁচাল
সব গাথা হয়ে ওঠে নি—এখনও অনেক ফাঁক। তাব ওপর সবলে
উৎসবে মত্ত। একবাব কোনওক্রমে ঘোড়াব উপব হুতে পাবলে
হব। ওবে, যাবাব উদযোগ কবছে।

পদ্মিনী। এস মা।—প্রণয়ি প্রণয়িনীব বিচ্ছেদ দাঁড়িয়ে দেখতে নেই, চল যাই।

১ম। তাহ'ত—মানুষেব কাঁধে উঠে দেখতে হয়।

পদ্মিনী। কে তোমরা ?

মীরা । এখানে কে তোরা ?

২য় । আজ্ঞে বিবি ! আমরা সব কাঁধ ।

গোরা, বাদল, হর ও নসীবনের প্রবেশ

গোরা । ও কাঁধে কি আর বিবি ওঠেন—ও কাঁধে বাবা চাপেন ।

সকলে । ওরে ভাই, পালা পালা—

১ম, ২ ও ৩য় পলায়ন

নসী । মারো—মারো—সৈনিক হয়ে যে শিয়ালকুকুরের মত চুর করতে আসে, তাকে হত্যা কর ।

গোরা । সে তোনাশ বলতে হবে না দাঁদি !

হব । ঠিক আছি ছজুব !

গোবা । একটা বুঝি পালাল ।

বাদল । সে আমি দেখা ছ দাদা । পালাবে কোথা ?

নসী । তুমি শিশু—বোথা যাও ?

বাদল । এসে বলব বিবি সাহেব !

নসী ওরা সব তাতারী সেপাই—

গোরা, হর ও বাদলের প্রস্থান

কি কর বালক, ফের—ফের ।

নগণ্যে । সাবধান ! যেন কেউ না ফিরে খবর দিতে পাবে ।

পদ্মিনী । এ সব কি ব্যাপার ?

মসী । আর ব্যাপার বোঝবার সময় নেই রাণী ! এখানে আর একদণ্ড বিলম্ব করবেন না ।

পদ্মিনী ও মীরার প্রস্থান

এত রূপ ! রাণি ! এত নিখুঁত রূপ নিয়ে ছনিয়ায় আসা আপনার ভাল হয় নি ।

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

শিবির

আলাউদ্দীন ও আলমাস

আল্। বেশ নিশ্চিত হয়ে একা বেড়াচ্ছ—কেন না, তুমি জান যে, আমি তোমার শবীববক্ষী। আজ গভীর নিশীথে যখন নিশ্চিত মনে নিদ্রা যাবে, তখন তোমাকে শবীববক্ষী কাজেব হিসেব নিকেশ কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দেব।

আলা। কে ও—আলমাস্?

আল্। জাঁহাপনা। এ বাত্রে কি ফৌজকে আর অগ্রসব হ'তে বলব?

আলা। না, আজ বাত্রেব মতন বিশ্রাম। গুজরাট যাব আর কবতলগত কবব। তুমি নিশ্চিত থাক। এইমাত্র সংবাদ পেলুম, গুজরাটেব বাজ্র নবেছে। এখন তা'ব বিধবার হাতে রাজ্য। বিধবার রাজ্য দিনহুপু'ব কেড়ে নেওয়াই ভাণ নয়?

আল্। তা হ'লে গোলানেব প্রাণ জাঁহাপনাব কি হুকুম?

আলা। তুমিও বাত্রেব মত বিশ্রাম কব।

আল্। কিন্তু আমবা চিতো'ব থেকে আঁত অল্পদূবে।

আলা। আলমাস্। আমি দেশজয় কবতে চলেছি। আজ গুজরাটেব পবিবর্তে যদি চিতো'ব জয় কবতে আসতুম, তা হ'লে বোধ হয়, এতক্ষণ চিতো'রেব আরও সন্নিকটে উপস্থিত হতুম—হয় ত এতক্ষণ আমাদেব চিতো'বেব অঙ্গে মাথা বেখে নিদ্রা যেতে হ'ত। তখন বোধ হয়, চিতো'রের সান্নিধ্যে অবস্থানে তোমাব কোনও আপত্তি থাকত না?

আল্। তা এই কাজটাই আগে করুন না কেন জাঁহাপনা ? কেন না, সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার নীতি—

আলা। নীতি আমাকে শেখাতে হবে না। তুমি বলবে যে, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে, আগে নিকটবর্তী রাজাকে বশীভূত ক'রে, তবে দূরস্থ রাজ্য সব বশে আনতে হয়।

আল্। আজ্ঞে, এই কথাই বলতে বাচ্ছিলুম জাঁহাপনা !

আলা। বেশ ত, একটু বিপরীত ক'বে দেখা যাক না।

আল্। আমি সংবাদ নিয়েছি, গুজরাট জয় ক'রে চিতোর উৎসবে মত্ত হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল, এই সুযোগে চিতোর আক্রমণ করি।

আলা। আমার মতন দিগ্বিজয়ী সুযোগে দেশ আক্রমণ করতে পছন্দ করে না। দুনিয়ায় অনেকে দেশ জয় করেছে, কিন্তু গ্রীক-সম্রাট সেকেন্দরের মতন কে নাম কিনতে পেবেছে ? তুমিও তাই জেনে বেখো, আমি সেকেন্দর সানি ! আমি দুর্বোধ্য চিতোর আক্রমণ করব !

আল্। যো হুকুম। কিন্তু আপনি এ বনের ধারে একা বিচরণ করবেন না। এ শত্রুর দেশ।

আলা। কিছু ভয় নেই—দিবারাত্রি শত্রুর দেশে একা বাস ক'রে অভ্যাস হয়ে গেছে।

আল্। কৈ জনাব ? কবে আপনি শত্রুমধ্যে একা বাস করেছেন ?

আলা। বাস করেছি কি, করছি—রোজ—দিবা ও রাত্রি।

আল্। কি সর্বনাশ ! এ কি মনের কথা জানতে পারে না কি ? এখানে কে আপনার শত্রু জাঁহাপনা ?

আলা। কেন ভাহ সে প্রশ্ন করছ ! আমি ত কাউকেও প্রীতির চক্ষে দেখতে বিরত নই। সম্রাটের শত্রুর অভাব কি ? জালালউদ্দীনের

সর্বপ্রধান শত্রু কে ছিল?—তাব ভ্রাতৃপুত্র আলাউদ্দীন। সম্রাটের ঐশ্বর্য্য শত্রু, তাব দেহ শত্রু—সবাব চেয়ে তাব মন শত্রু। তুচ্ছ যাও, কাগ অনেক কাজ, আজ বিশ্রাম কব গে।

আলমাসের প্রস্থান

খোদা যে দেশকে মেবেছে, সে দেশ জয় কবাত সুষোগ খুঁজতে হয় না। এমন কি অস্ত্রেও প্রয়োগ কবতে হয় না। এব এক প্রদেশবে মাবতে, আব এক প্রদেশই অস্ত্র। যেখানে এক ভাইকে দি'য আব এক ভাইয়ের সর্বনাশ কবা অল্লায়াস সাধ্য, সেখানে যুদ্ধেব আযোজন, একটা বাহাডর্য্য মাত্র।

মোজাহরর প্রবেশ

মোজা। জনাব।

আলা। বল দোখ, কুমারী বিয়ে কবা ভাল, না বিধবা বিয়ে কবা ভাল?

মোজা। সর্বনাশ কবনে। কি উত্তর কবব, ঠিক হবে কি না—একট বিপদ বাধিয়ে বসব?

আলা। শীগুগিব বল।

মোজা। আজ্ঞে—বিয়ে হ'লে ত আব কুমারী থাকে না—কিন্তু জনাব।

বিয়ে হ'লে স্ত্রীলোকে সবাব ও হয়, বিধবাও হয়।

আলা। লোকে সাধারণতঃ কি কবে?

মোজা। আজ্ঞে লোকে মূর্থ—তাবা সধবাই বিবাহ কবে।

আলা। স্ত্রীরাং আমাব বিবাহ, বিবাহ করা উচিত।

মোজা। আজ্ঞে জনাব। সর্বাগ্রে কর্তব্য।

আলা। বেণ, নাসিকায় তৈল প্রয়োগে আজকেব মতন নিদ্রা বাও।

মোজাহরর প্রস্থান

তিনটে লোককে আমি চিত্তোবে চব প্রেরণ করলুম, কই তা'বা এখনও
ত ফিরল না। ধরা পড়ল না কি ?

২য় সৈনিকের প্রবেশ

২য় সৈ। জনাব !

আনা। কি খবর ?

২য় সৈ। তিন জনেব ভেতব এক জন ফিরেছি—এক অপূর্ব শুভ সংবাদ
— দু'জনেব অমূল্য প্রাণেব বিনিময়ে এই অমূল্য সংবাদ—

আনা। শীগ গিব বল।

২য় সৈ। ছদ্মবেশে চিত্তো'ব প্রবেশ ক'রে, আমবা সেখানে এক বাগানে
উপস্থিত হই।

আনা। তা'ব পর ?

২য় সৈ। সেই বাগানেব মধ্যে (পশ্চাৎ হইতে বাদলেব প্রবেশ ও
অজ্ঞাঘাত) বা—বা—বা (মৃগ্য)

হালুমানের পুনঃ প্রবেশ

আনা। জনাব, হুঁসিয়াব—স'বে যান, স'বে যান। (বাদলকে আক্রমণ
ও উভয়েব পতন) জাঁহাপনা ! বালক নয়—বিচ্ছু—আমি আহত
হয়েছি। শুধু আহত নয়, আঘাত হৃদয়ে।

আনা। কি কথলে ভাই ? যে বালক শত্রুব গৃহে প্রবেশ ক'বে শত্রু
হত্যা কবতে সাহস কবে, তা'ব সঙ্গে এত অগ্রাহ ক'বে লড়াই
কবে ?

আনা। তা'নয়, এ আমাব পাপেব প্রায়শ্চিত্ত। আমি সঙ্কল্প করেছিলুম,
আজ বাত্রে আপনাকে হত্যা কবব। এখন বুঝলুম, খোলা থাকে

বক্ষা করেন, সেই বেঁচে থাকে, তিনি যাকে মাবেন, সেই মরে।
জাঁহাঙ্গনা, আমায় ক্ষমা করুন। এই ক্ষুদ্র বালক আমায় মৃত্যু
মুর্তিতে এসে আপনাব দেহবক্ষীর কার্য্য করবে। বালককে বক্ষা
করুন। (মৃত্যু)

আলা। কে তুমি বালক ?

বাদল। বলব না।

আলা। কোথায় তোমার ঘর ?

বাদল। বলব না।

আলা। আমি তোমায় কাঁধে ক'বে বেথে আসব। বন ? বললে না ?
বেশ, কোথায় আঘাত লেগেছে বল ?

বাদল। বলব না।

আলা। কেন, তা বলতে দোষ কি ? আমি নিজ হাতে তোমার
শুশ্রূষা করি।

বাদল। ক'বে লাভ ?

আলা। তুমি সুস্থ হবে।

বাদল। তাব পৰ যখন জিজ্ঞাসা করবে—“কে তুমি ?” তখন
আমায় বলতে হবে।

আলা। নাই বা বললে।

বাদল। তা কি হয়—তোমাব কাছে যে আমি ধর্ম্মে বাঁধা পড়ব।

আলা। আমি বুঝেছি, তুমি চিতোরী।

বাদল। না।

আলা। তা হ'লে বুঝলুম, তুমি আমাকে সব বকমে পথান্ত করলে।
সুনিপুণ চব নিষুক্ত ক'বেও আমি কিছু বুঝতে পাবলু
না।

নসীবনের প্রবেশ

নসী। বালক !

আলা। কেও—নসীবন ! তুমি এ বালককে চেন ?

নসী। চিনি।

আলা। কে এ ?—উঠো না বালক, উঠো না।

নসী। ভয় নেই ভাই ! আমাকে তোমার ভগিনী ব'লেই জান—যে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে তুমি মন্ত্র গোপন করেছ, আমি কি বিশ্বাসঘাতিনী হয়ে সেই মন্ত্র প্রকাশ করব ? কে এ, শোন জ'হাপনা ! এই বালক পাপিষ্ঠ খিলিজী-বংশের মহাপাপের শাস্তি বিধাতা।

আলা। বেশ, তুমিই কাঁধে ক'রে এর মায়েব কাছে নিয়ে যাও।

নসী। আর তুমিও অমনি চর পাঠিয়ে, কোথা যাই সন্ধান নাও।

আলা। প্রতিজ্ঞা করছি।

নসী। বেইমান ! আবার আমার স্মৃথে প্রতিজ্ঞার কথা ?

আলা। দোহাই নসীবন ! আঘাত সামান্ত—এখনও শুশ্রূষা করলে বালক বাঁচে। বেশ, যদি আমাকে অবিশ্বাস কর, এই অস্ত্রে পদ ছিন্ন ক'রে, আমাকে চলতে অপারগ করছি। (অস্ত্র উত্তোলন ও নসীবন কর্তৃক ধারণ)

নসী। ক্ষান্ত হ'ন সম্রাট ! বালককে আমি নিয়ে বাচ্ছি, আপনি কেবল দয়া ক'রে এ স্থান ত্যাগ করুন।

আলা। আর, এই নাও,—বালক যদি বাঁচে, তা হ'লে আমার পরাভবের চিহ্নস্বরূপ তাকে আমার এই অসি উপহার দিও।

প্রস্থান

নসী । বাদল—বাদল—ভাই !

বাদল । দিদি !

নসী । আমাব কোলে ওঠ ।

বাদল । কথা প্রকাশ পায় নি ?

নসী । না ।

বাদল । পাবে না ?

নসী । না ।

বাদলের হস্ত প্রসারণ নদীবনের গা বেেষ্টন

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অন্তঃপুরস্থ উद्याন

অজয়সিংহ ও অকণসিংহ

অজয় । কি লজ্জাব কথা অকণসিংহ ! এতকাল ধ'রে আমরা মিছে মেবারীর গর্ষ ক'রে এলুম ; আর কাজ করলে কি না সিংহলী !

অকণ । তাই ত পিতৃব্য ! কি লজ্জার কথা ! আর সেই সিংহলীকে কি না এতকাল সমস্ত মেবারী কাপুরুষ ব'লে ঘৃণা ক'রে আসছে ?

অজয় । অল্প কেউ নয়, স্বয়ং রাণা লক্ষ্মণসিংহ ও ভীমসিংহের মহিষী দু'জনকে অপহরণ করতে, দু'রাত্রে দস্যু সমস্ত জাগরিত প্রহরীর চক্ষের উপরে চিতোরের পবিত্র বক্ষ পদদলিত ক'রে গেল !

অকণ । যা হবার তা হয়েছে । এখন যাতে একুপ ঘটনা আর না ঘটে, তার উপায় করুন ।

অজয় । আমাদের মত নিষ্ক্রিয় অলস হ'তে আর কি উপায় হ'তে পারে ? আমরা শুধু জাতির গর্ষ জানি, জাতির কার্য জানি না ।

অকণ । এবার থেকে আসুন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কার্য করি ।

লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ

লক্ষ্মণ । তাই কর বালক ! নইলে রাণাবংশধর ব'লে আর আপনাদের পরিচয় দিও না । তোমরা যখন সর্কলে আমোদে উন্মত্ত, তখন এক কিশোর-বয়স্ক বালক, প্রহরীর কার্য ক'রে, চিতোরবাসীর মুখ মসীলিপ্ত করেছে ! তোমরা না সবাই তাদের ঘৃণা করতে ?

অরুণ। পিতা! তার জন্ত যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি! এখন থেকে আমরা কি করব আদেশ করুন!

লক্ষ্মণ। যদি অপহৃত মর্যাদা আবার ফিবে আনতে চাও, তা হ'লে তোমরা সকলে আজ থেকে দীন প্রহরী বশে চিতোরের ফটক রক্ষা কর।

উভয়ে। যথা আজ্ঞা!

লক্ষ্মণ। যাও, আর বিলম্ব ক'ব না, মুহূর্তমাত্র সময়ের জন্তও অসতর্ক থেকে না।

অরুণ ও অজয়ের গ্রহান

কি করলি মা ভবানি! তোব পূজার প্রাবল্যেই এ বিভীষিকা দেখালি কেন? কুমারিকা থেকে হিমালয়, দ্বাবকা থেকে চন্দ্রশেখর, ভারতের সর্বস্থানে তোব বহুবদেব ছায়া মহা বাহু বিস্তার ক'রে সমস্ত দেশবাসীকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছে! স্বপ্নাবৃত শিশু যেমন মশকাদির পীড়নে হস্তপদাদিব ক্ষীণ চাঞ্চল্য দেখিবে, আবার গভীরতম ঘুমে আচ্ছন্ন হয়, আমাদের হিন্দুব আজ সেই অবস্থা। সমস্ত উপায় থাকতে ব্যবহারে প্রয়োগ না জেনে আমরা ক্রিয়াহীন! তাই মা চৈতন্যময়ী! তোব কাছে চৈতন্য-ভিক্ষার্থী হয়ে, দেশের লোকের ঘুম ভাঙাতে বিরাট পূজার আয়োজন করেছিলাম। সমস্ত সর্দারদের চিত্তোবে নিমজ্জন ক'বে আনিয়েছিলুম! সংকল্প ছিল, তোর অমরনাশী নন্দবদেব সবাইকেই একসঙ্গে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা কবব! কিন্তু প্রাবল্যেই এ কি বিয়? এ কি অপমান?

বাদলের প্রবেশ

বাদল । রাণা !

লক্ষ্মণ । কেও—বাদল ! ভাই, সুস্থ হযেছ ?

বাদল । আমার কি হযেছিল ?

লক্ষ্মণ । চিত্তোবেব সর্বস্ব বক্ষা কবতে তুমি যে পায়ে গভীর অস্ত্রের
আঘাত পেয়েছিলে !

বাদল । তাতে অসুস্থ হ'তে যাব কেন বাণা ? আমি যে পিতৃস্বসাকে
বাঁচিয়েছি, মহাবাণীকে বাঁচিয়েছি, চিত্তোরের গুট রহস্য রক্ষা করেছি,
সেই আমার বখেপ্ত ! আমি ত আঘাতের বজ্রণা কিছু পাই নি রাণা !

লক্ষ্মণ । বালক ! তোমার ঋণ চিত্তোব জীবনে শুধতে পারবে না ! তুমি
এখন থেকে মেবাবী সৈন্তের ক্ষুদ্র সেনাপতি ।

বাদল । আমি আপনাব কাছে এসেছি ।

লক্ষ্মণ । কিছু কি প্রয়োজন আছে ?

বাদল । আছে ।

লক্ষ্মণ । কি প্রয়োজন বল । কিছু চাও ত বল । তোমাকে আমার
অদেয় কি আছে ভাই ?

বাদল । এক জন লোক আপনাব সঙ্গে দেখা করতে চায় ।

লক্ষ্মণ । বেশ, তাকে বাঞ্ছসভায় অপেক্ষা কবতে বল । আমি যাচ্ছি ।

বাদল । সেখানে তিনি যাবেন না ।

লক্ষ্মণ । এটা যে অন্তঃপুৰুষ উত্তান ভাই ?

বাদল । তিনি স্ত্রীলোক ।

লক্ষ্মণ । স্ত্রীলোক ! আমার সঙ্গে দেখা কবতে চান ? বেশ, তুমি
আমার কাছে নিয়ে এস ।

বাদল । দ্বাররক্ষক আমার আনুতে দেবে কেন ?

মীরার প্রবেশ

লক্ষ্মণ । রাণি ! দেখ দেখি কে এক জন মহিলা, উজ্জানদ্বারে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্ত অপেক্ষা করছেন ! তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস ।

মীরা । তা এখানে কেন, তাঁকে একেবারে অন্তঃপুরেই নিয়ে যাই না যা কিছু তাঁর বলবার থাকে, তিনি সেইখানেই আপনাকে বলবেন এখন ।

বাদল । তিনি সেখানে যাবেন না ।

মীরা । বেশ, তা হ'লে তাঁকে নিয়ে আসি ।

মীরার প্রস্থান

লক্ষ্মণ । অন্তঃপুরে যেতে অনিচ্ছুক কেন ?

বাদল । তিনি বলেন, রাণার অন্তঃপুর দেবতার ঘর । সেখানে আমার প্রবেশ নিষেধ ।

লক্ষ্মণ । তিনি কে ?

বাদল । তিনিও দেবতা । তবে তিনি এ মন্দিরের নন । তিনি মুসলমানী ।°

লক্ষ্মণ । মুসলমানী ! আমার সঙ্গে দেখা করতে কোথা থেকে আসছেন জান কি ?

বাদল । জানি—দিল্লী থেকে ।

লক্ষ্মণ । দিল্লী থেকে ? বালক যাও । তাঁকে এ উজ্জানে আনতে রাণীকে নিষেধ ক'রে এস । কুট-বুদ্ধি দিল্লীর বাদশা চিতোরের সমস্ত গুপ্ত রহস্য জানবার জন্ত সেই জ্বালোককে পাঠিয়েছে । শীঘ্র যাও, নিষেধ কর, নিশ্চয়ই সে দিল্লীস্বর-প্রেরিত চর ।

দীপা ও নসীবনের প্রবেশ

নসী। কি করব জনাব! যেখানে লোকসকল এত নিশ্চিন্ত, সেখানে চরের ব্যবসা আর চোরের ব্যবসাই সবার চেয়ে সুবিধার ব্যবসা!

দীপা। মহারাজ! এই ইনিই সে দিন আমাদের অমর্যাদার হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

লক্ষণ। আপনি? সুন্দরি! আপনা হ'তেই পবিত্র চিতোরবংশ কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে? আপনাকে কি ব'লে অভিবাদন করব, বুঝতে পাচ্ছি না যে!

নসী। প্রয়োজন নাই রাণা! আমি মুসলমানী। আমি আপনাদের কি কবেছি জানি না, করেছে এই বাবক—আর বাবকের পিতামহ। আমি ভাগ্যক্রমে সেখানে সে সময় উপস্থিত হয়েছিলুম।

বাবল। না রাণা! উনি না থাকলে আমরা রক্ষা করতে পারতুম না।
উনি না থাকলে আমিও আব চিতোরে ফিরতুম না।

দীপা। মহারাজ! ইনি কি করেছেন, নিজের না জানলেও আমরা জেনেছি! এ জানা আমবা জীবনে কখনও ভুলতে পারব না।

নসী। বেশ, তাই যদি আপনাদের বোধ হয়ে থাকে, তা হ'লে শুধুন রাণা, আমি নিঃস্বার্থ হয়ে সে কার্য্য করি নি। নইলে চিতোরের মর্য্যাদানাশে আমার কোন ইষ্টানিষ্ট ছিল না।

লক্ষণ। কি স্বার্থ বলুন?

নসী। প্রতিশ্রুত হ'ন, পূরণ করবেন।

লক্ষণ। ক্ষমতায় থাকে—করব।

নসী। আপনি হিন্দুস্থানের মধ্যে অসীম ক্ষমতাশালী। আপনি ইচ্ছা করলে বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয় আমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারেন।

লক্ষণ। সে কি সুন্দরী? দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীন যে আমা হ'তে শতগুণে ক্ষমতাশালী! তার ধন-বলের সৈন্ত-বলের তুলনায় আমি যে অতি ক্ষুদ্র!

নসী। তা হ'লে আসি, সেলাম। আমি ভুল বুঝে চিত্তোরে এসেছিলাম! যখন চিত্তোবেব বাণাকে দেখি নি, তখন মনে করতুম, তাঁর শক্তির বুঝি তুলনা নাই! আপনি এত ক্ষুদ্র জানলে কি ক্রেশ স্বীকার ক'বে অন্তঃপুরচারিণী আমি ঘর ছেড়ে এত দূর আসতুম? তা হ'লে আসি জনাব!

লক্ষণ। সুন্দরি! উন্নততায় শক্তির প্রতিষ্ঠা হয় না। আমি শক্তিব অভিমান রাখি সত্য, কিন্তু উন্নত নই।

নসী। কিন্তু জনাব! আমি আমার পিতার কাছে শুনিছি, যে আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করে, কালে ক্ষুদ্র পিপীলিকাও তার চক্ষে বড় দেখায়—একটা বস্ত্র শশককে দেখে ব্যাঘ্রজ্ঞানে ভয়ে মৃতপ্রায় হয়। আর নিজের মহত্ব প্রতিষ্ঠাই বাব সাধনা, সে ইচ্ছা কবলে একদিন পৃথিবীকে পর্য্যন্ত অঙ্গুলি-নিষ্পেষণে চূর্ণ করতে পারে। শোনে নি রাণা, এতটুকু মাসিডনেব অধীশ্বব সেকেন্দার একদিন পৃথিবী গ্রাস করতে উগ্গত হয়েছিলেন? কেবল ঈশ্বর তাঁকে দুনিয়া-গ্রাসের সময় দেন নি। পৃথিবীসব সঙ্গে তুলনায় মাসিডন যতটুকু স্থান, দিল্লী-সাম্রাজ্যের তুলনায় চিত্তোর কি তত ক্ষুদ্র?

লক্ষণ। এ অসম্ভব অভিলাষ কেন সুন্দরী? দিল্লীপতিব ওপর তোমার ছায় পথচাৰিণীর এত আক্ৰোশ কেন? এমন প্রতিহিংসা মনে পোষণ করেছ, যা উন্নত স্বপ্নাবিস্থাতেও মনে আনতে ভয় কবে!

নসী। অবশ্য আক্ৰোশের কারণ না থাকলে চিত্তোরপতিকে এত চিন্তিত করব কেন? জনাব! চিন্তার প্রয়োজন নেই, আমি চলুম।

লক্ষণ । বাদশার মৃত দেহ যদি পেতে ইচ্ছে কর—

নসী । না রাণা ! আমি তা পেতে ইচ্ছা করি না । 'সে ইচ্ছা পূরণের' জন্ত আমার চিতোরপতির কাছে আসবার প্রয়োজন ছিল না । ইচ্ছা করলে সে কার্য আমি নিজের হাতে করতে পারতুম । আমার পিতার কাছে শুনেছি, আপনাদের কে এক রাজা পরীক্ষিৎ একটা পুষ্প-কীটের দংশনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন । আমি সেই কীটের গর্বে নিজেকে গর্ব্বিণী দেখতে চাই না । আমি তুচ্ছ পথচাবিণী রমণী বটে, কিন্তু আমারেও বীরত্বের অভিমান আছে । হাঁ ভাই ! তুমি সাক্ষী ! আমি সে দিন ইচ্ছা করলে কি নিরস্ত্র সম্রাটের প্রাণ নিতে পারতুম না ?

বাদল । খুব পারতে ।”

নসী । স্মৃতরাং এমন সহজ কার্যের জন্ত আমি আপনাকে নিবেদন করতে আসি নি । সম্রাটের মৃত্যু দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে, আরও সহজে তার মৃত দেহের অধিকারী হওয়া যায় । আমি মৃত দেহের ভিক্ষা করতে রাণার কাছে আসি নি । আমি 'এসেছিলুম, তাঁর স্নহ ও সৎ দেহ প্রার্থনার জন্ত । তা যখন পেলুম না, তখন আমি চল্লুম । জনাব ! এ অপরিচিতার ধৃষ্টতা মাপ করবেন ! সেলাম জনাব ! সেলাম রাণী ! সেলাম ভাই সাহেব !

মীরা । স্মন্দরি ! আব একটু অপেক্ষা কর । মহারাজ ! এ অপরিচিতার প্রার্থনা পূরণ কি একেবারে অসম্ভব ?

লক্ষণ । এ সংসারে মানুষের পক্ষে অসম্ভব কি আছে রাণী ? অসম্ভব নয়, তবে কষ্ট-সম্ভব ।

বাদল । যদি সে দিন মহারাণীই চুরি হয়ে যেত, তা হ'লে কি করতেন রাণা ?

লক্ষণ। বেশ সুন্দরী, আপনি ক্ষণেকের জন্য অপেক্ষা করুন। আমি একবার খুল্লতাতে সঙ্গ পরামর্শ করব। তার পর আপনাকে উত্তর দেব। রাণী! ততক্ষণ এঁকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে এঁর যথাযোগ্য সৎকার কর।

নসী। কতক্ষণ অপেক্ষা করব মহারাজ?

লক্ষণ। সুন্দরি! মহা কোন কার্য্য কবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। বিশেষতঃ যে প্রার্থনা নিয়ে অপারচিতা তুমি মেবার রাজগৃহে অতিথি হয়েছ, তার পূর্ব্বের আয়োজনেই সমস্ত মেবার যেন বিষম ভূমিকম্পে আন্দোলিত হয়ে উঠবে। এই এক অতিথি-সৎকার করতে মেবারের অনেক প্রিয় সন্তানকে মৃত্যুর দ্বাবে অতিথি হ'তে হবে। অনেক প্রস্তুটনোন্মুখ মেবাবকুসুম নিয়তির কঠোর কর-নিষ্পেষিত ছিন্ন দল হয়ে ভূতলে বিক্ষিপ্ত হবে! অতঃপর ক'বে চিন্তার কিছু সময় দাও সুন্দরি!

নসী। যো হকুম খোদাবন্দ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পার্বত্য পথ

গোবা

গোবা। বেটা বা চিতোবে আব আমাকে থাকতে দিলে না। আর বেটাদেবই বা অপবাদ কি। নিজেই নিজের কাল ক'বে বসেছি। চব ছ'বেটা ব মুণ্ড যদি ভবানী-মন্দিরে উপস্থিত ক'রে মাযেব পায়ে অঞ্জলি না দিতুম, যদি পাহাডেব গর্ভে পু'তে বেখে দিতুম, তা হ'লে আব দুর্দশা হ'ত না। একটু 'আমি' ভাব প্রাণেব ভিতর ঢুকেই দে মর মা'টা ক'রে দিয়ে। গোৱে আমাব বাঁধুটা টেব গেলে, আব অমনি ছেকা বেকা ক'বে ধবলে। এখন আব শালাদেব জন্ত পথ চলবাব বো নেই, ক্ষুধি ক'বে এক জায়গায় ব'সে মাযেব নাম কববার যো নেই, অমনি মুখ থেকে দাদা, পেছন থেকে মামা, ডাঠিনে থুডো, মাযে পিসে। আব বাম! বাম!—এত সম্পর্কও আমাব কঙ্কল পা ছিল। বেটা বা কি বাজুত ভাত। বাণীকে বক্ষা ক'লে হ'লে আমাকে কি না একেবাবে দেবতা ক'বে তুললে! তা যা হ'ক, এখন এ সম্পর্কেব হাত থেকে এড়াই কি ক'বে? তখন সব বেটা আমাকে দেখে ঘুণা করত, দেখলে পাশ কাটিয়ে চ'লে যেত, ডাকলে সাড়া দিত না, আমি একা ব'সে মজা কবতুম। এ যে ছাই বিষম জালা হ'ল, তিন দিনেব ভেতর একলা হ'তে পাবলুম না!! নাক বাবা! আজকে আব কোন বেটাকে ঘেস'তে দিচ্চিনে, অঙ্ককাবে, মাথা গুঁজে বাগানেব ভেতর এসে পড়েছি, কেউ আমাকে ঠাওব

করতে পারে নি ! এখন পা টিপে টিপে ঐ ষোপটার ভেতর বসতে পারলে হয় !

গীত

কে রে নিবিড় নীল কাদম্বিনী হর-সমাজে,
রক্তোৎপল চরণ-গুগল হর-উরষে বিরাজে ॥
ত্রিশূলী হুংগত ভূজঙ্গ কুচকুস্ত-ভার-জিনি মাতঙ্গ,
নয়নাপাঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ হেরি কুরঙ্গ লাজে ॥
জগজীবন জীবনে মাগু ভবে সে জীবন ধনু
ধনু দীন হীন, যদি রূপ-লাবণ্য হেরয়ে হৃদয় মাঝে ॥

নাগরিকগণের প্রবেশ

১ম নাগ । অ্যা, পা টিপে—পা টিপে ! আমরা বেঁচে থাকতে দাদার পা টেপবার লোকের অভাব !

গোরা । এসেছ ?

১ম নাগ । আসব না ? আমবা দাস রয়েছি, তোমার কাছে আসব না ?

২য় নাগ । তুমি আমাদের ধর্ম, কর্ম, যাগ, যজ্ঞ ! তোমার কাছে আসব না ?

১ম নাগ । নে নে দেরী করিস্ নি ! দাদার পায়ে বড় ব্যথা !

২য় নাগ । কি দাদা ! পা বার ক'বে দাও । আমরা সবাই মিলে তোমার পদসেবা করি ।

গোরা । তা ত দেব । কিন্তু দাদা, পা দুখানা খুঁজে পাচ্চি না যে !
ভাই সব ! আজ আর তোমাদের কষ্ট করতে হবে না, তোমরা আজ সব ফিরে যাও ।

১ম নাগ। তাও কি কখন হয় ? তোমার পায়ের ব্যথার কথা শুনে
আমরা ঘরে ফিরে যাব ? নে নে, হতভাগারা, দাঁড়িয়ে দেখছিস
কি ? দাদার পা ধর ।

গোরা। তার চেয়ে এক কাজ কর না দাদা ! পা দুটো কোমর থেকে
খিল খুলে নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে টেপো না কেন ? তার পর টেপাটিপি
সেরে মেরামত ক'রে, আবার খিল এঁটে পরিয়ে দিয়ে যেও !

সকলে। রহস্য—রহস্য ! (পদক্ষেপ)

গোরা। উঃ—

১ম নাগ। সে কি দাদা ! উঃ করলে যে ?

গোরা। অতি আরামে ক'রে ফেলেছি দাদা !—বাপ !

২য় নাগ। সে কি দাদা ! উঃ করলে যে ?

গোরা। অতি আরামে ক'রে ফেলেছি দাদা !—বাপ !

২য় নাগ। সে কি দাদা ? বাপ্ করলে যে !

গোরা। অতি আরামে ক'রে ফেলেছি দাদা !—বাপ !

২য় নাগ। সে কি দাদা ? বাপ্ কবলে যে ?

গোরা। বাল্যেই বাপহারা হয়েছি কি না, ছেলের এত স্নেহ তিনি ত
দেখতে পেলেন না, তাই তাঁকে শ্রবণ করছি !

১ম নাগ। আহা ! দাদার কথা কি মিষ্টি !

গোরা। মিছে কথা দাদা ! তোমার টিপের কাছে কিছু নয় ! একটি
একটি টিপ দিচ্ছ, যেন একটি একটি ইক্ষুদণ্ড আমার প্রাণের ভেতর
পরিচালন কবছ । প্রাণদণ্ড দ্বারা যতই দণ্ডটি চিবুচ্ছে, ততই আমার
চক্ষু দিয়ে রসক্ষরণ হচ্ছে ! দাদা বৃষ্টি আজ না-ত-বউয়ের চিবুক ধাবণ
করেছিলে ?

১ম নাগ। দাদা আমার অন্তর্যামী ।

গোরা। আর সেই হাত না ধুয়েই বুঝি আমার পায়ে হাত দিয়ে ফেলেছ।

১ম নাগ। দাদা! আর আমাকে লজ্জা দিও না!

গোরা। আচ্ছা দাদা, তুমি নাভ-বউয়ের কাছে থেকে একটু জল নিয়ে এস। আর তুমি দাদা একটি পান।

১ম ও ২য় নাগ। আচ্ছা দাদা!

৩য় নাগ। আর আমি?

গোরা। তুমি ওদের সঙ্গে গঙ্গে গিয়ে কেবল তাড়া লাগাও।

৩য় নাগ। বেশ বলেছ দাদা, বেশ বলেছ! নে চল চল, জলুদি চল।

নাগরিকগণের শ্রবণ

গোরা। বা বেটারা, আমিও এদিক থেকে লম্বা দিই! প্রাণটা গিয়েছিল আর কি। জগতে শত্রু বেশী অত্যাচারী, না মিত্র বেশী অত্যাচারী? আদরের পীড়নে কি না শরীরটা একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল! বাবু, পালিয়ে বাঁচি।

ভীমসিংহ ও লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ

ভীম। মাতুল!

গোরা। যা বাবা! পালান হয়ে গেল! এরা আর আমাকে বাঁচতে দিলে না!

ভীম। মাতুল!

গোরা। কি রাণা?

ভীম। আপনার ঋণ পরিশোধ হবার নয়।

গোরা। আঞ্জে, সেটা বেশ বুঝতে পাচ্ছি, অস্থিতে-অস্থিতে, মজ্জায়-

মজ্জায়, দীর্ঘনিশ্বাসে, দমবন্ধে—সব রকমে বুঝেছি, এ ঋণ শোধ
হবার নয়।

ভীম। তথাপি আমি আপনার কাছে আরও ঋণগ্রহণের অভিলাষ
করি।

গোরা। যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, শোধবার নামও আর মুখে আনবেন
না, তা হ'লে গ্রহণ করুন, নতুবা আমাকে ছেড়ে দিন, আমি চিতোর
ছেড়ে পালাই!

লক্ষ্মণ। কেন, কেউ কি আপনার ওপর অত্যাচার করেছে?

গোরা। অত্যাচার! বাম! রাম! কোন পাপিষ্ঠ এমন কথা বলতে
পারে! ঋণ শোধ! এই দেখ না রাণা! হাতে দিয়ে পরিশোধের
সুবিধা পায়নি ব'লে, শবীবের কত প্রদেশ দিবে দিবেছে!

লক্ষ্মণ। তাই ত! শবীব যে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিবেছে!

ভীম। সত্য!

লক্ষ্মণ। কোন নরাধম আপনার ওপর এ অত্যাচার করলে?

গোরা। রাম! রাম! অত্যাচার কেন—আদব!

লক্ষ্মণ। আদর!

ভীম। বুঝতে পেরেছি। লোকে মাতুলের সেবায় কিছু আগ্রহ
দেখিয়েছে।

গোরা। বাপ! সে কি আগ্রহ! সে যেন ব্যাঘ্র-দন্ত! এইখানে
প্রিয় সজ্জাষণ—এইখানে আলেখ্য-দর্শন—এইখানে সীমন্তোন্নয়ন!

লক্ষ্মণ। বটে! এত আগ্রহ!

গোরা। বসো—রাণা, রসো! আগ্রহের এখনও দেখছ কি! এইখানে
দ্বিরাগমন।

লক্ষ্মণ। আর এখানে?

গোবা। এখানে! বাণা! তুমি যখন জিজ্ঞাসা কবছ, তখন সলজ্জ- ভাবেই বলি, এখানে এক বৃদ্ধা নবোঢ়াব প্রীতির প্রথম চুসন! আব কোনটাতে আমাব তত অনিষ্ট হয় নি, কিন্তু এইটেতেই আমাকে নেয়েছে!

ভীম। বুঝেছি, আপনাকে সকলে কিছু প্রীতিব আধিক্য দেখিয়েছে!

গোরা। আজ্ঞে, আব তাব জন্তু আমার কিঞ্চিৎ জবভাব হয়েছে।

ভীম। এখন আপনাকে কি নিবেদন কবি শুনুন। আমবা ইচ্ছা কবেছি, দিল্লীখবাব বিকল্পে যুদ্ধযাত্রা কবব।

গোবা। তাব আব নিবেদন কি? আমি যাত্রা ক'বে ব'সে আছি, কোন দিকে যেতে হবে বলুন, আমি উর্দ্ধ্বাসে বওনা হই।

ভীম। আপনাকে কোথাও যেতে হবে না! আপনি আমাদের অন্তপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত চিতোব বন্ধাব ভাব গ্রহণ করুন।

গোরা। আমাকে কেন—আমাকে কেন?—বড বড সর্দাব আছেন, তাঁবা থাকতে আমাকে ভাব দেওয়া কি ভাল দেখায়?

ভীম। চিতোবেব সর্দাবেবা আনন্দেব সহিত আমাব মতেব অন্তমোদন কবেছেন।

গোবা। তা হ'লে বাজাব আদেশ কেমন ক'বে লজ্জন কবব!

লক্ষণ। আপনি অগ্রসব হ'ন, আমবা গিয়ে আপনাব হাতে দুর্গেব চাবি প্রদান কবব ও আপনাব ওপব শাসন-ক্ষমতা দিয়ে যাব।

গোরার প্রস্থান

ভীম। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দান, চিতোবপতিব বংশগত ধর্ম্ম। তাব উপব সে বমণীব কাছে আমবা সকলেই কৃতজ্ঞ। যতই অসম্ভব হোক, তার প্রার্থনাপূরণেব চেষ্টা লবা আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়! তা হ'লে আব বিলম্ব কববাব প্রযোজন নেই, এস আমবা সকলে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হই।

লক্ষণ। পিতৃব্য ! আজ আমি যথার্থই সুখী। খুড়ীমার সঙ্গে চিতোরে
বিপদকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে-ছিলুম, কিন্তু তখন এটা মনে করি নি,
নিষ্ক্রিয় অলস-ভাবে চিতোরে ব'সে বিপদের আগমন প্রতীক্ষা করব।
তখন ভেবেছিলুম, বিপদকে যদি আসতেই হয়, তা হ'লে চিতোরের
বাটরে ভারত-প্রাস্ত-প্রসারী প্রান্তরে তাকে প্রত্যাগমন করব।
আপনার কৃপায় আমার আজ সে শুভদিন উপস্থিত।

ভীম। তা হ'লে আমরা যে অবকাশ পেয়েছি, তা ছাড়ি কেন ?
আলাউদ্দীন গুজরাট জয় করতে গেছে, এস, আমরা তাব দিল্লী
ফেরবার পথ অববোধ করি।

নগরপালের প্রবেশ

নগরপাল। মহারাজ ! ভৃত্যকে তলব করেছেন কেন ?

লক্ষণ। সমস্ত চিতোবে ঘোষণা প্রচার কব, সর্বত্র সন্ধ্যায় বেন সমস্ত
চিতোরী বীর ভবানী-মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। যে না আসবে,
সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

নগরপাল। যথা আজ্ঞা।

প্রস্থান

ভূতীয়া দৃশ্য

তোরণসম্মুখ

অরুণসিংহ ও সহদেব

সহ। নগরপাল কি ঘোষণা ক'রে গেল যুবরাজ ?

অরুণ। ব'লে গেল, যে যেখানে মেবারী সর্দার আছে, সবাইকে আজ সন্ধ্যায় অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে ভবানী-মন্দিরে উপস্থিত হ'তে হবে।

সহ। যদি যেতে একটু বিলম্ব হয় ?

অরুণ। রাজ্যদেশ, তখনি তার প্রাণদণ্ড হবে।

সহ। আপনার যদি যেতে বিলম্ব হয় ?

অরুণ। রাজার আইন কি তাঁর প্রজার পক্ষে এক, আর তাঁর পুত্রের পক্ষে আর ? আমি যদি সে সময় উপস্থিত হ'তে না পারি, তা হ'লে আমারও প্রাণদণ্ড হবে। দুখতে পেলে না, সেই জন্ত প্রহরীর কার্য থেকে রেহা হুঁ পেলাম।

সহ। তা হ'লে বা মনে ক'রে এলুম, তা আর করা হ'ল না।

অরুণ। কি মনে ক'রে এসেছিলে ?

সহ। মনে ক'রে এসেছিলুম, অনেক দিন শিকারে যাই নি, আজ ছুটো একটা বরা শিকার ক'রে আনবো। কিন্তু ইস্তাহার শুনে আর কেমন ক'রে যেতে সাহস হয় ? যদি পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটে, সময়ে না এসে পৌছতে পারি, তা হ'লে বিষোরে প্রাণটা দেব ?

অরুণ। না ভাই, আজ আর হয় না।

সহ। তা হ'লে চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে লাভ কি? এই বেলা
হাতিরারগুলো সব ঠিক ক'বে রাখি।

অরুণ। এই সব প্রভাত। এরি মধ্যে এত তাড়া কেন?

সহ। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আর লাভ কি?

অরুণ। এই ক'দিন ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এ জায়গাটার
ওপর কিছু মমতা হয়ে গেছে। তুমি একটু এগোও, আমি পরে
যাচ্ছি।

সহ। বেশ, তা হ'লে আমি চল্লুম, কিন্তু সময় আছে মনে ক'রে আপনি
যেন নিশ্চিত হয়ে থাকবেন না! সময় থাকতে কাজ সেরে নিতে
পারলে নিশ্চিত।

অরুণ। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

সহ। এখানে অপেক্ষা ক'বো? এত আগ্রহ কেন? এখানে রাণাউংকে
আকর্ষণ ক'রে পাখবাব কি আছে? যুবরাজ দেখছি আমার
কাছে মনের কথা গোপন ক'বছেন।

অরুণ। সত্য কথা বলতে গেলে এককটা ক'বেছি। ফটকের কাছে
দাঁড়িয়ে লাভ কি? তা হ'লে আমিও বুঝতে পারি না, কিন্তু তবু
দাঁড়িয়ে আছি। নিজেকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখলুম, উত্তর পেলুম না।

সহ। ব্যাপার কি আমাদের খুঁজে ব'লুন।

অরুণ। ক'দিন ধ'বে ফটকে পাহারা দিতে দিতে দেখি, প্রতি প্রভাতে
একটি বুনোদের মেয়ে এই রাস্তা দিয়ে একটা কলসী মাথায় ক'রে
কোথায় যায়। যে ক'দিন পাহারা দিচ্ছি, তাব একটি দিনের জন্তও
তাকে কামাই করতে দেখি নি। আজও সে যায় কি না, তাই
দেখবার জন্ত দাঁড়িয়ে আছি।

সহ। কখন যায়?

অরুণ । সময় হয়ে এল ব'লে ।

সহ । ঠিক সময়ে আসে ?

অরুণ । যেমন চতুর্থ প্রহরের ঘড়ি বাজে, আব সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতী নহবৎ বেজে ওঠে, অমনি ঐ হবিদ্বর্ণ মাঠের আডাল থেকে আকাশে একবাশ সিঁদু' মাখিয়ে, প্রভাত অকণেব মত বাগিকা জেগে ওঠে । 'সমস্ত' পাখী'ব গান 'মাথা'ব কলসী'টিতে পূবে, সমস্ত প্রান্তবে ছড়া'ব জন্ত যেন হবিৎসাগবে ভেসে ওঠে ! দেখতে দেখতে আপনা'ব সমস্ত বর্গসম্পত্তি আব স্ববসম্পত্তি নিয়ে আবাব পশ্চিম প্রান্তবে ডুবে যায় ।

সহ । তা'ব পব ।

অরুণ । ঐ পর্য্যন্ত । ও'ব আব পব নেই ।

সহ । আব কেবে না ?

অরুণ । ফিরতে ত একদিনও দোখ নি ।

সহ । আপনি কি কখন কথা ক'যোছিলেন ?

অরুণ । কেমন ক'বে ক'ব ? ফটক আগলে দাঁড়িয়ে থাক, ছেড়ে যাবার ত আধকা'ব নেই ! আজ ফাঁক পেয়েছি—পথ আগলে দাঁড়িয়েছি, দেখা পাই ত কথা ক'ব ।

সহ । বুনো'ব মেয়ে, তা'ব সঙ্গে কথা ক'যে লাভ কি ?

অরুণ । লাভ-অলাভ কিছুই জ্ঞান না, তবু চ'লে যেতে পারছি না ।

সহ । দেখতে কেমন ?

অরুণ । বুনো'ব মেয়ে আবাব দেখতে কেমন হয় ? এ'লই দেখতে পাবে ।

নেপথ্যে ঘণ্টা ও নহবৎ

অরুণ । এই আশ্চর্য্য দেখ, এখনি দেখতে পাবে !

সহ । দেখতে পাব কি, দেখিতে পারছি ! এ কি বুনো'র মেয়ে ? ছি

স্ববরাজ ! আপনি আমার সঙ্গে বহুত্ব করেন ? এ যে পূর্বদিগ-বধু
চিত্রলেখা উষাব অঙ্গে রঙ মাখিয়ে, আবার সন্ধ্যাব অঙ্গ রঞ্জিন
করবার জন্ত রঙ্গের কলসী মাখায় ক'বে চলেছে ।

অরুণ । এখন বল দেখি ভাই ! এখানে দাঁড়িয়ে লাভ আছে কি না ?

সহ । শুধু দেখাই ভাল । মনে বাগ্ম্য, আপনি বাণী-বংশধর ।

অরুণ । তুমি একটু আড়ালে যাও, আমি ওব সঙ্গে দুটো কথা ক'ব ।

সহ । আব কথা ক'বাব প্রয়োজন কি ? চলুন সহবে যাই ।

অরুণ । ভয় নেই ভাই ! আমিও জানি, আমি বাণী-বংশধর ।

সহ । সেইটে মনে রাখলেই হ'ল ।

এ স্থান

কল্পাব পবেশ

অরুণ । তাই ত, কথা ফটেছে না' যে ! কি বলব ? কি ন'লে সম্বোধন
কবব ? ভয় নেই বলনুম, কিন্তু এ যে দেখছি, ভয়েও এত বুক
কাঁপে না ! কাজ নেই, আমি কি কবছি, বুঝতে পাবছি না । বন্ধ
আমাকে নিষেধ ক'বলে, আমার প্রাণ নিষেধ ক'বছে, তবু ত মন
মানছে না । এ কি হ'ল ? সে কি ? আমি বাণী-বংশধর !
ভবিষ্যতে অগণ্য নবনাবীর স্বপ্ন-হৃৎপের ভাব আমার হাতে, আমার
একুপ দুর্বলতা ত মঙ্গলেব নয় !

গমনোচ্ছত

কল্পা । কি গো, চললে যে !

অরুণ । জ্যা—

কল্পা । জ্যা—বলি, দাঁড়িয়েই বা ছিলে কেন, চ'লেই বা যাচ্ছ কেন ?

অকণ। তুমি কি আমায় চেন ?

কল্পা। চিনি।

অকণ। কে আমি বল দেখি ?

কল্পা। পাহাবাওয়ালা—আবাব কে ! বোজ তুমি ত ফটকে বল্লম
হাতে ক'বে দাঁড়িয়ে থাক।

অকণ। তা হ'লে তুমি ঠিক চিনেছ। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকি কেন জান ?

কল্পা। পাহাবা দেবাব জ্ঞাত।

অকণ। না। তোমাকে দেখবাব জ্ঞাত।

কল্পা। হি ! ও কথা কয়ো না। বাণাব মাইনে খাও, তুমি ফটকে
দাঁড়িয়ে থাক, আমাকে দেখবাব জ্ঞাত ! আমাকে যদি দেখ ত
পাহাবা দাঁও কখন ?

অকণ। পাহাবাও দি, আবাব তোমাকেও দেখি।

কল্পা। তা হ'লে পাহাবাও দেওয়া হয় না, আমাকেও দেখা হয় না।

অকণ। তুমি ঠিক বলেছ। ঢ'কাজ একসঙ্গে হয় না ব'লে আমি
পাহাবাব কাজ ছেড়ে দিয়েছি। এবাব থেক শুধু তোমাকেই দেখব।

কল্পা। আমাকে কতকক্ষণ দেখবে, কতকক্ষণেব জহুই বা আমি এখানে
থাকি !

অকণ। আজ একটু না হয় বেশী ক্ষণেব জ্ঞাত থাক না।

কল্পা। না গো। তা কি পাবি ? একটু দেবী হলে বলা এসে সব
ভুট্টা গাছ খেবে যাবে।

অকণ। বেশ, চল, কিছু দূর তোমাব সঙ্গে সঙ্গে খাই।

কল্পা। তোমায় দেবী আমাব দুঃখ হয়। বাজাব কি আব সেগাই
নেই, তাই তোমাকে দিয়ে ফটক পাহাবা দেওয়ায় ?

অকণ। কি কবব—গণীব !

কল্যা। সহব পাহারা দিচ্ছ—শত্রু যদি আসে, সে ত আঁব গবীব বললে
শুনবে না ! তুমি বল্লম ধবতে জান না ।

অকণ। তুমি জান ?

কল্যা। আমাব না জানলে কি চলে ? দিবাবাদ্রি বাব-বাব মধ্যে বাস
কবি ।

অকণ। বেশ, আমাকে একটু শিখিয়ে দাও ।

বল্যা। বেশ, চল । তুমি বল্লম ধবতে শিখলে শ্রেষ্ঠ বল্লমধাবী হবে ।
তোমাব স্তন্দব :হাত । স্তন্দব চক্ষু ! তুমি যদি দৃষ্টি স্থিব কবতে
পার, তা হ'লে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ শিকাবী হও ।

স্তন্দব প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বাজ অন্তঃপুৰ

নদীবন

নদী। কি কবলুম ? নিজেব একটা প্ৰতিহিংসা নিতে একটা বিবাটি
জাতিব ধ্বংস কবতে উগত হলুম। ছনিষায় এসে একটা প্ৰকাণ্ড
অপকাৰ্য্যেব সন্ধান ক'বে দিলুম। উন্নত্বেব ত্ৰায় চিতৌবীব। যুদ্ধসজ্জা
কৰছে। উন্নত্বেব ত্ৰায় নাণা নানা স্থানে ছোটোছোটো ক'বে উত্তেজনা
আহ্বানে, নেওচাবেব সন্মত শক্তিমান পুৰুষকে সংসাৰ থেকে — জী-
পুল্ল গিলা না গাব আদৰ থেকে — বিচ্ছিন্ন ক'বে আনছেন। প্ৰভাতে
নিদ্ৰা-শ্ৰেণী শয্যাখিত শিশুব ত্ৰায় সমস্ত চিতৌববাসী উল্লাসে মগ্ন !
এ কিসে ? উন্নাস ? মৃত্যু গৃহে যেন বিবাটি ভোজ্যেব আয়োজন।
গৃহস্থানী মৃত্যুকৃত্তক যেন সমস্ত মেবাবীব নিগজ্ঞণ ! সবাই যেন সেই
আত্মাঘেদ গৃহে সমবেত হলে বাহুপাশে চিবজীবনেব জন্তু পৰম্পৰকে
আলিঙ্গন কবতে চলেছে। কি কবলুম ? স্বামীব অপমাণে যতটা বখন
শত খণ্ডে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তখনই আমাব মৃত্যু হ'ল না কেন ?
বৈচিত্ৰ যদি বইলুম, তখন একটা অন্ধকাৰময় বিজন স্থানে দুখ ঢোক,
আত্মাৰ নিদ্ৰা ত্যাগ ক'বে একান্তমনে মৃত্যুৰ আগমন প্ৰতীক্ষা কবলুম
না কেন ? দিলী থেকে এতটা পথ চলে এলুম — এসে গিৰিতিকাপিনী
হলে এক শান্তিময় জনপদেব সমস্ত অধিবাসীকে মৃত্যুৰ বাজ্য আবাঞ্ছন
কবলুম।

গীত

আমারি কঠোর শ্রাণ আমারে দলিতে চায় ।
 আমারি রচিত ছবি ছলে মোরে ছলনায ॥
 আমারি রোপিত লতা ধরেছে কণ্টক ফুল ।
 আমারি আর্দ্র নদী টপলিয়া উঠে কল ॥
 চুটেছে আকুত মোর হৃদয়ের তুলনায ।
 আমারি স্রব লয়ে, ঢলেছি অকলে বঁধে,
 আমারে বলিত যিখে ভাসায়েছি আপনায় ।
 আমাবি আশার ডোবে বেঁধেছি আমার পায় ।

২. গান্ধেব প্রণে

লক্ষ্মণ । বাণি !

নসী । তিনি এখানে নেই বাণা ।

লক্ষ্মণ । কে ও—আপনি ? আপান নির্ভুলে দাঁড়িয়ে কি বুঝছেন ?

এ কি ? আপনাব চক্ষে জন ? বুঝেছি স্তম্ভবি ! দানিদা বুঝে
 শক্তিমান্ সম্রাট আপনাব ওপব এত অত্যাচার কবেছে যে, তা'র
 খাতনায় কুলকামিনী আপনি দিলী ছেলে, কোথা'র ক'ত দুবে—যেন
 নিজে'র অস্ত্রা'হসাবে এসে পড়েছেন । “এসে মনে সুখ পাচ্ছেন না ।
 অপবিচিত দেশ, এখানে আত্মীয়, বন্ধু, সান্ত্বনাদাতার অভাব । কি
 কবব—বাণীকে আপনাব পবিচর্য্যাব জন্ত নিযুক্ত কবেছিলুম, কিন্তু
 সকলেই এই যুদ্ধের আযোজনে ব্যস্ত । আজই আমবা সকলে বগুন
 হব, তখন পুর্ব্বাসিনীবা সকলেই আগনাব সঙ্গে দেখা-শোনা
 কববার অবকাশ পাবে ।

নসী । জনাব ! আত্মীয়স্বজন কে কি ছিল, জানি না । এক পিতাকে

দেখেছিলুম, পিতাকে চিনতুম, অন্ততঃ চেনবাব অভিমান বাখতুম। কিন্তু এখন দেখছি, ভুল কবেছিলুম। আমার পিতা কোথায়, কে তিনি—এত দিন পবে জানতে পেবেছি! পিতা আমার চিত্তাবে— পিতা আমার লক্ষণসিংহ। আমি মমতাব অভাব অনুভব ক'বে বোদন কবছি না! মমতা! যুদ্ধবাবসাথী কঠোব বাজপুত এত মমতা হৃদয়ে লুকিয়ে বাথে—তা ত জানতুম না! বোদন কবছি কেন শুকুন বাণা! এক তীব্র জ্বালাব সাহায্যে ক্ষীণ জ্বালা নিবাবণ কবতে গিয়ে, প্রাণে আমার মৃত্যু-যাতনা উপস্থিত। বাণা! একটা অপরিচিতা প্রতিহিংসাপনায়ণা হীন বমণীব জন্ত এত বীবব অমূল্য প্রাণে মমতাহীন হবেন না! শাপনি বণে ক্ষান্ত দিন।

লক্ষণ। আব বে তা হয় না মা!

নন্দী। জনাব! উন্নতব মত সন্দেহ পুনবাসী যুদ্ধ কবতে ছুটেছে, এ আমি সহ কবতে পাবছি না!

লক্ষণ। অগ্নিবোধ কবাব আগে একবাব ভাব নি কেন? এখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আমবা সকলে চলেছি। তাই আমাদের বিপদ ভেবে তুমি চক্ষুঙ্কল ফেলছ! যে দিন ক্ষত্রিয়-গৃহে জন্মেছি, সেই দিন থেকেই বিপদের উপাধান মাথাব দিয়ে, মা জন্মভূমিব কোলে শয়ন কনেছি। যে দিন ক্ষত্রিয় অত্যাচাবীব দমনে অগ্রসব হ'তে বিবত হবে, যে কোন কর্তব্যাপালনে পবানুধ্য হবে, সেই দিনই জানবে ধবণী স্বর্গীয় কুন্তল-সৌবভ শৃঙ্গা হবেছেন। আমবা অনেক দূব চ'লে গোছি, আব ফেববাব কথা যুগে এনো না!—(নেপথ্যে বট্টাধবনি) আব আমি থাকতে পাবলুম না। তৃতীয় প্রহর হয়ে গেল, সন্ধ্যায় সকলকেই ভবানী মন্দিবে সমবেত হ'তে হবে। সন্ধ্যাব পদ বণক্ষন কোন রাজপুতকেই আব কেহ গৃহে দেখতে পাবে না।

অজয়সিংহের প্রবেশ

অজয় । মহাবাজ ! অরুণজীকে কি কোন কার্যসাধনের জন্ত প্রেরণ করেছেন ?

লক্ষ্মণ । কৈ, না ভাই—কোথাও ত তাকে পাঠাই নি !

অজয় । তা হ'লে সে গেল কোথা ?

লক্ষ্মণ । তা আমি কেমন ক'রে জানব ?

শীবার প্রবেশ

বাণী । অক কোথায় ?

শীবা । আমিও ত তাই আপনার কাছে জানতে এসেছি ।

গান্ধার প্রবেশ

অজয় । কোন সন্ধান পেলে ?

গান্ধার । না, পেলুম না ! তবে এবার এক জন সঙ্গীত মুখে শুভ্রম, বাণাউৎ কে একটা বুনিব মেঘের সঙ্গ মুণ্ডি পাহাড়ের দিকে চ'লে গেছে ।

লক্ষ্মণ । সে যেখানে ইচ্ছা যাক । তোমরা ভাই সন্তোষ প্রস্তুত হয়ে থাক ।

তৃতীয় প্রহর অতীত হ'য়ে গেল, আমাদের পুত্রের চিন্তায় তোমরা বেন কতব্য ভুলে যেও না ।

শীবা । সে যেখানেই থাক, সময়ে এসে উপস্থিত হবে এখন ।

লক্ষ্মণ । যদি না আসে ?

শীবা । তা হ'লে—সাধারণ প্রজার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেছেন, তাই সম্বন্ধেও তাই । আমার পুত্র ব'লে কি ত ঐ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিধি হবে ? সন্ধ্যার পব মুহূর্ত্তমাত্র সময়ও যদি বিলম্ব হয়, আমরা তাই প্রাণদণ্ড করবেন ।

নসী। সে কি ? প্রাণদণ্ড ?

অজয়। মহাবাজ ! তা হ'লে আমি আঁব একবার তা'ব সন্ধান ক'বে আসি।

লক্ষ্মণ। জান ত ভাই, অতি সানাত্ন মাত্র সময় অবশিষ্ট। যদি দৈববিপাকে সময়ে না উপস্থিত হ'তে পাব, তা হ'লে সে অভাগ্যেব জহু হুঁমি প্রাণ দিতে বাবে কেন ?

বাদল। তা হ'লে আমি বাই।

লক্ষ্মণ। কেন, তোমাব প্রাণটা কি এত ভুচ্ছ ?

মীবা। তোমা'য় গিয়ে তাকে যদি ডেকে আন'তে হয়, তা হ'লে তা'ব আসবাব কোন প্রয়োজন নেই। এমন কর্তব্যাহীন সন্ধান থাকা'র চেয়ে পুত্রহীনা হওয়া শতগুণ ভাল।

লক্ষ্মণ। বাণি। পুত্র যদি সময়ে উপস্থিত না হয়, তা হ'লে তা'ব দণ্ডে'র ভাব আমি তোমাকেই প্রদান ক'বলুম।

নসীবন ও বাদল ব্যতীত সকলের প্রস্থান

নসী। বাদল ! বাজপুত্র'র ক'র দন্ড ক'বতে পাব না ?

বাদল। কেনন, ক'বে বক্ষ' ক'বব ?

নসী। বেশ, তবে যাও—

চরিত্রাধার

বাদল। হুঁমি কাঁদলে ?

নসী। নাবী হয়ে জন্মেছি, শুধু চোপেব জল সঞ্চল ক'বে এসেছি বে ভাই।

বাদল। কৈ, তা'ব মা ত কাঁদলে না।

নসী। কাঁদছে বৈ কি ভাই, তুমি দেখতে পাও নি।

বাদল। আমি বেশ দেখেছি! চক্ষে তার এক ফোঁটাও জল নেই।

নসী। চক্ষে নেই, হৃদয়ে কিন্তু তার শোকের দরিয়া ছুটে চলেছে! সেই
মর্ষবেদনার তরঙ্গাবাত আমার চক্ষে এসে লেগেছে। এই দুই ফোঁটা
অশ্রুবিন্দু সেই উচ্ছ্বসিত সিদ্ধুতবজ্রের ক্ষুদ্র অংশ! ভাই! উন্মাদ
বাসনায় অন্ধ হয়ে আমি কি সর্পনাশ করলুম!

বাদল। দিদি! আমি চল্লম।

নসী। তার পর?

বাদল। তার পব নেই—আমি চল্লম।

এস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

কানন

কৃষ্ণ ও অৰুণ

কৃষ্ণ। দেবী ক'বা না। বলম হানো—বলম জানো। যা—ক'বে কি?

আমাব এতটা মেতনং মাটি ক'বে?

অৰুণ। কি ক'বলুম ক'য়া?

কল্পা। কি ক'বে, আবার জিজ্ঞাসা ক'বছ? আনি এত কষ্ট ক'বে

তাড়িয়ে তাড়িয়ে বনাটা তোমাব কাছে এনে দি'লুম, আৰ তুমি বহন
হাতে চুপটি ক'বে দা'ড়য়ে বইলে?

অৰুণ। তা ত ব'ল'লুম।

কল্পা। তা হ'লে শিখতে এনে কি?

অৰুণ। কি শিখতে এলুম, বল ত?

কল্পা। তুমি পাগল না কি?

অৰুণ। তোমাব কি বোধ হয়?

কল্পা। পাগল ছাড়া ত আমাব আৰ কিছু বোধ হয় না। বলম দেখ

শেখাব জন্ত বনে এলে, না খাওয়া, না দাওয়া—সাবা দিনটা আমা'র
সঙ্গে সঙ্গে শিকাব খুঁজে খুঁজে বনে বনে ঘুরলে, আৰ যেই শিকাব
কাছে এনে দিলুম, অমনি হাত গুটিয়ে বইলে! অত বড় ব'বা চোখেব
ওপ'ব দিয়ে চ'লে গেল!

অৰুণ। সেটা আমার দোষ, না তোমাব দোষ?

কল্পা। আমার দোষ?

অরুণ। তোমার দোষ। এই যে বরাটা পালিয়ে গেলে, এ কেবল তোমার দোষ। তুমি যদি শিকারের সঙ্গে না আসতে, তা হ'লে বরাহ শাণ নিয়ে আমার কাছ দিয়ে যেতে পারত না। রুক্মা! শিকার কাছে এসে আর কখনও আমার কাছ থেকে জীবিত ফিরে যায় নি! কিন্তু আজ গেল।

রুক্মা। আমার জ্ঞান গেল?

অরুণ। এই ত বললুম।

রুক্মা। তা হ'লে তুমি মিছিমিছি বল্লম শিখতে এসেছিলে!

অরুণ। আমি মেবারের—মেবারের কেন, সমস্ত হিন্দুস্থানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বল্লমধারীর কাছে বল্লম ধরা শিখেছি। রুক্মা! আমার সন্ধান অব্যর্থ।

রুক্মা। তবে ত তোমার কাছে এসে বড়ই অন্তায় করেছি।

অরুণ। অতঃপর অদর্শনের পর শিকার সঙ্গে নিয়ে কাছে এসে অন্তায় করেছে। আমি তোমাকে রেখে শিকারের দিকে চাইতে সাহস করি নি।

রুক্মা। কেন?

অরুণ। পাছে পলকে আবার তোমাকে হারিয়ে ফেলি! আমি রাজধানী ছেড়ে এ গভীর বনে বল্লম খেলা শিখতে আসি নি—আমি এসেছি শুধু তোমাকে দেখতে।

রুক্মা। তা এ কথা আমাকে আগে বল নি কেন? আমি না হয় আরও কিছুক্ষণ তোমার কাছে থাকতুম!

অরুণ। কখন রুক্মা?

রুক্মা। কেন, সহরের ফটকের কাছে—যে সময় তোমাতে আমাতে আজ প্রথম দেখা হয়েছিল।

অরুণ । বললে কি তুমি থাকতে ?

রুক্মা । তুমি ব'লে দেখলে না কেন ?

অরুণ । বেশ, এখন যদি বলি ?

রুক্মা । এখন আমি ত তোমাব কাছেই আছি !

অরুণ । কিন্তু কতক্ষণ আছে রুক্মা ? যখন তুমি চোখেব অন্তবাল হও,

তখন যন্ত্রণা । যখন তুমি কাছে এস, তখন আবও যন্ত্রণা ।

তোমাকে দেখলেই ভয় হয়—বুঝি এখনই চোখেব অন্তবাল হবে ।

আব বুঝি তোমাকে দেখতে পাব না ।

রুক্মা । তোমাব কে আছে ?

অরুণ । কেন এ কথা জিজ্ঞাসা কবছ রুক্মা ?

রুক্মা । তুমি আমাদের ঘবে থাকতে পাববে ?

অরুণ । তুমি যদি রাখ, তা হ'লে থাকতে পারব না কেন ?

রাহুলের প্রবেশ

রুক্মা । 'হাঁ বাবা ! এই ছেলোটিকে আমাদের বাড়ী থাকতে দিবি ?

রাহুল । কেন থাকতে দেব না ? কবে থাকতে দিই নি ? যে কেউ

পথ হারিয়ে বনে চুকেছে, সেই ত আমাব ঘরে ঠাই পেয়েছে । তুমি

আমাব অপেক্ষা রাখাল কেন—একেবাবে আমাদের ঘবে নিয়ে।

গেলি নি কেন ?

রুক্মা । সে রকম রাখা নয়, বরাবরের জন্ত রাখা ।

রাহুল । বরাবরের জন্ত রাখা ? কেন, তোমার কি ঘর নেই ?

অরুণ । তোমার কাছে কথা গোপন কবতে আমাব ভয় করছে ।

আমাব মনে হচ্ছে, যেন তোমাব কাছে আত্মগোপন কবলে, বনদেবত

আমার গলায় হাত দিয়ে, এ বন থেকে আমায় ভাড়িয়ে দেবে ।

আমার ঘর আছে। সে ঘরে আমার মা, বাপ, ভাই, আত্মীয়স্বজন
সব আছে।

বাহুল্য। তবে বনে থাকতে এত ইচ্ছা কেন ?

অৰুণ। ইচ্ছা কেন? কি বলব? তোমার ঘরে থাকলে যত সুখ পাব, বঝি নিজের ঘরে থাকলে সে সুখের কণাও পাব না।

বাহুল্য। এত বড় তামাসার কথা!

কমা। থাকতে চাচ্ছে, তুই রাখনা বাবা! বত দিন ভাল লাগবে, তত দিন থাকবে। ভাল না লাগে, চলে যাবে।

রাহুল। রোস্‌না! এক জন অজানা, অচেনা—ঘরে রাখব, তা তেবে চিন্তে রাখব না? কেমন লোক; আগে ভাস ক'বে বয়ে দেখি।

কল্পা। তবে তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোঝ, আমি একে ধরে নিয়ে
চললাম।

বাহুল্য। আরে না না শোন—এতে অনেক আপত্তি আছে।

১১ ঘ্রাব মাতার প্রবেশ

১-মা। কি কি—ব্যাপার কি ?

বলল। এই ঠিক হয়েছে। তোর মা এসেছে, ওকে বল। ও যদি মত দেয়, তবে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তুই মজা দেখ। আমার যা মত, তোর মায়েরও সেই মত! বলি ওরে! এই ছেলেটাকে ঘরে ঠাঁহ দিবি?

ক-মা। কে তুমি ?—পথ হারিয়েছ ?

অরুণ । এক বকম হারিয়েছি বৈ কি ।•

কু-মা। তা হ'লে তুইও এক রকম ঠাই দে। আমাদের যে গোয়াল আছে, আজ রাত্রির মতন সেইখানে এর থাকবার ব্যবস্থা কর।

রাহুল । তা নয়—ববাববের জন্ত ঠাই দিতে পাববি ?

ক-মা । ও মা, সে কি কথা ? ববাববের জন্ত ? তা কেমন ক'বে পাবব ?

অরুণ । আমি তোমাব বাড়ীতে দাস হ'য়ে থাকব ।

ক-মা । না বাপু, আমাব ঘবে সোমন্ত মেয়ে । পাড়াব লোক শুনলে জাতে ঠেলবে । আজকের মত থাকতে চাও, চল । আমাদের যেমন ক্ষমতা, সেইমত তোমাব সেবা কবব ।

অরুণ । না মা—তা হ'লে আমি থাকব না ।

বাহুল । মজাব কথা শুনবি ? ছোকবাব ঘব আছে, দোব আছে, মা আছে, বাপ আছে । ও সে সব ছেড়ে আমাব ঘবে থাকতে চায় ।

ক-মা । তোমাব মা বাপ আছে ?

অরুণ । আছে ।

ক-মা । কেন, তা'বা কি তোমা'য় দেখতে পাবে না ?

অরুণ । এক দণ্ড না দেখলে থাকতে পাবেন না । বহুক্ষণ তাঁদের কাছ-ছাড়া হয়েছি, এতক্ষণ বোধ হয় আমাকে খুঁজতে চাবদিকে লোক ছুটেছে ।

ক-মা । তাই 'বস হায বে আমাব কপাল ! মেষেব ববাত আ' আনাব ববাত কি এক হ'ল ?

রাহুল । কি বুঝলি ?

ক-মা । বুঝব কি আব মাথা । আমাব ববাতে যত পাগল জুটেছে । আব কি বুঝব ? নাও, এস বাপ, আমাব ঘবে এস ।

রাহুল । আবে ম' ! কি বুঝি ? কি বুঝে ঘরে নিয়ে যাচ্ছি' ।

ক-মা । মা বাপ ঘব বাড়ী ছেড়ে আমা'ঘ ঘবে আসছে, এতেও বুঝতে পারছ না ?

রাহুল । না ।

রু-মা । তুমি মা-বাপ ঘর-বাড়ী ছেড়ে, আমার বাড়ীর কানাচে কানাচে
ঘুবতে কেন ?

রাহুল । ও !—ভালবাসা !

রু-মা । থাম গুণপুরুষ ! আর ব'ল না ! মেয়ের আবার লজ্জা হোক !
নাও বাপ, সঙ্গে এস ।

রাহুল । ভালবাসা ! এতক্ষণ বেড়ব বেড়ব ক'রে শেষে হ'ল কি না
ভালবাসা ।

রু-মা । চললি যে ?

রাহুল । আবার কি কবব ? আমার ঘর, ওর দোর, তোর
কানাচ, তার গোয়াল—বত বাজে কথা—একেবারে বল বাপু যে
ভালবাসা ।

রু-মা । তা হ'লে আমি নিয়ে যাই ?

রাহুল । তুমি কোন্ কুলের রাজপুত ?

অরুণ । অগ্নিকুল ।

রাহুল । অগ্নিকুল ? মেবারের ভেতর এক অগ্নিকুল আমি—আর
অগ্নিকুল রাণা । আমি গবীব চাষা, আর রাণা মেবারের মালিক ।
আর অগ্নিকুল আমি জানি না ।

অরুণ । আমি রাণার পুত্র ।

রাহুল । ওরে ! রু-মাকে এখনই এখান থেকে নিয়ে যা ।

অরুণ । কেন বৃদ্ধ ?

রাহুল । যা মাগী—নিয়ে যা !

রু-মা । রাণার পুত্র শুনে চ'টে উঠলি কেন ?

রাহুল । দেখ, আর একবারমাত্র বলব । তার পরও যদি দাঁটি

থাকিস্ ত এই ভোজালী দিয়ে তোকে আব মেয়েকে এখনই যমের
বাড়ী পাঠিয়ে দেব।

ক-মা। আঁষ কক্সা! দেখছি মিনষে ক্ষেপেছে?

কক্সা ও মাযের প্রহান

বাহুল। নাও, চল ছোকবা, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

অকর্ণ। এ অসম্ভব দয়া কেন হ'ল?

বাহুল। স্তম্ভে সন্ধ্যা, এ বনে বড বণা সিঙ্গিব ভয, তুমি ছেলেমানুষ।

অকর্ণ। তা হ'লে দেখছি, তুমি আপনাব মিথ্যা পবিচয় দিয়েছ। তুমি
অগ্নিকুল নও। অগ্নিকুলেব কেউ কখন নিজেব প্রাণবক্ষাব জন্ত
পবেব সাহায্য ভিক্ষা চায় না। যদি সে আপনাকে বক্ষা ক'বে
থাকতে পাবে, তবে থাকে—নহলে মবে।

বাহুল। ছোকবা। তুমি আনাব তেজ ভাঙলে, আমাব পণ ভাঙলে।
তোমাব কথায় আমি বডই খুসী হগেছি। দেখ, আমি গবীব, কিন্তু
বংশে আমি বাণাব চেয়ে কম নব। দেশ ছেড়ে বনবাসী হয়ে আছি
বটে, কিন্তু অগ্নিকুলেব অহঙ্কাব ছাডতে পাবি নি। তোমাব কাছ
মাথা হেঁট ক'বে তোমাকে মোষ দেব, এটা কিছুতেই মনে আন
পাবনি।

অকর্ণ। আমি যে তোমাব গৃহে দাস হ'তে চেয়েছিলুম বন্ধ!

বাহুল। দাস! তুমি বাজ্রাব পুত্র। আমি তোমাব প্রজা। তুমি দাস
কেন হবে? অগ্নিকুলে জন্মেছি বটে, কিন্তু আজন্ম বনে থেকে আছি
মুখ'চাষা,—সেই জন্ত আমি ভাল কথা কইতে শিখি নি, তুমি কিছু
মনে ক'ব না। আমি তোমাকে আজ এই সন্ধ্যায় আমাব প্রাণে
রক্তাক্তে দান কবব। দেবী কবলে পাছে মন ফিবে বাঘ, তাই এখনই
দান কবব।

প্রহান

অরুণ । তবু যেন কেমন ভয় হচ্ছে ! অগ্নিকুলোদ্ভবের প্রতিজ্ঞা, সন্ধ্যা হ'তে আর অল্পমাত্র বিলম্ব, মন বলছে, রুম্মা আমার হয়েছে, হৃদয় রুম্মার উষ্ণ হৃদয়ের তরঙ্গ পূর্ব্ব হ'তেই যেন অনুভব করছে ! সে নীলনলিনাভ চক্ষু যেন অবকাশ পেয়ে, অবসাদে স্থির হয়ে আমার পিপাসিত চোখের উপর বিশ্রাম করছে ! সে দৃষ্টিসুধা অজস্র পান ক'রেও যেন সাধ ক'রে পিপাসাতে আমাকে ডুবিয়ে রেখেছি ! সব যেন আমি অনুভব করছি, তবু আমার প্রাণটাতে কেমন একটা ভয় হচ্ছে কেন ? তাই ত, তাই ত ! কি যেন একটা ভুলে যাচ্ছি যে ! তাব সঙ্গে আমার প্রাণের সম্বন্ধ ! তাই ত ! কি ভুলেছি ? কি একটা কর্তব্য আমি অবহেলা করেছি ! মনে আস্তে আস্তে আসে না যে !—(নেপথ্যে দণ্টাপ্রবনি) বা ! কি কবলুম ! মৃত্যু ! স্ত্রের উচ্চ শিখরে উঠতে যখন একটিমাত্র সোপান অবশিষ্ট, তখন একেবারে দুর্ভাগ্যের সর্ব্ব-নিম্নস্তরে প'ড়ে গেলুম ! হীন অপরাধীর স্থায় রাজদণ্ডে দণ্ডিত হলুম !—কে ও, বাদল ?

গদনের প্রবেশ

বাদল । এই যে ! খোঁজা মিছে হ'ল ! তুমিও গেলে, আমিও গেলুম !
বা হোক, তবু খুঁজে পেলুম, মরবার আর আক্ষেপ থাকবে না ।

অরুণ । বাদল, ফিরে যাও ।

বাদল । ইস, বাদলের প্রতি তোমার কি ভালবাসা ! “বাদল ফিরে যাও !” ফিরে যাও, না এখনই ম'রে যাও ! শেষ বণ্টা বেজে গেছে, এখন সহরে ফেরা আর মরা দুই-ই সমান ।

অরুণ । তুমি মরবে কেন ?

বাদল । তা তোমায় বলব কেন ? তবে দুজনেরই যখন এক দশা, তখন

এস, হুজনে সুবিধে ক'বে মবি। আলাউদ্দীন গুজবাট জয় কবতে গেছে, এস, গুজবাট সৈন্তেব সঙ্গে মিশে বাদসাব সৈন্তেব সঙ্গে যুদ্ধ করি। গুজবাট বক্ষা কবতে পাৰি ভালই, নইলে হুজনেই সুদে প্রাণ দেব।

অকণ। এ পবামশ মন্দ নয়।

বাদল। তা হ'লে আ'ব বিলম্ব নয়, চল।

অকণ। চল।

গুজবাট দূতের প্রবেশ

দূত। কে আপনাবা মহাশয় ?

অকণ। তুমি কে ভাই ?

দূত। আমাকে চিত্তোৎপন্ন প্রবেশের পথটা ব'লে দিতে পাবেন ?

অকণ। কোথা থেকে আসছ ?

দূত। সে কথা আমি এখানে বলতে পাবব না। আমাকে দবা ক'বে কেউ পথটা ব'লে দিন, আমি বনেব ভিতর ঢুকে পথ হাবিয়েছি, এব পব অন্ধকার যেনে আসবে, আ'ব বন থেকে বেরতে পাবব না।

সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ

১ম সৈ। আর বেরবাব দবকাব কি ? গুব ফাঁকিটে দিয়ে পালিয়ে এষেছ !

২য় সৈ। ববাবব পেছন নিয়েছি, তবু তোমায ধবতে পাৰি নি।

দূত। মা'বলে—মা'বলে—আমায বক্ষা কবন।

১ম সৈ। ছুনিয়ার কেউ আ'ব ত্ৰৈমায বক্ষা কবতে পাববে না।

বাদল। তা ত বটেই, তুমি ছুনিয়াব মালিক এলে কি না ?

অকণ। তুমি একটাকে—আমি একটাকে।

১ম সৈ। তাই ত রে! এরা কে?

বাদল। এই যে পরিচয় হচ্ছে!

যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ

অরুণ। কাজ শেষ, ছটোকেই পেড়েছি। ভাই! তুমি একে

চিতোরের পথ দেখিয়ে দাও।

বাদল। যদি ধবা পড়ি?

অরুণ। তা হ'লে আমি একা যাব।

বাদল। বাঃ! কি মজার কথাই বল্লে! নাও, দুজনই যাই চল!

বা ফল পাব, দুজনই ভোগ করব।

দূত। আপনারা যখন জীবন-দাতা, তখন আপনাদের কাছে গোপন করব না। আমি গুজরাটের অধিবাসী, দিল্লীর বাদশা গুজরাট আক্রমণ করছে। দেশের হিন্দু সর্দারেরা বেইমানী ক'রে দেশটাকে তার হাতে ধ'রে দেবার মতলব করেছে। কেবল একজন মুসলমান সর্দার এখনও দেশের জন্ত প্রাণপণে লড়াই করছেন। তাঁর নাম কাফুর। কিন্তু তিনি বেইমানের ভেতর থেকে একা কদিন যুঝবেন? তাই তিনি চিতোরের সাহায্য-প্রত্যাশায় আমাকে রাণার কাছে পাঠিয়েছেন। বেইমানেরা পথে আমাকে হত্যা ক'রে কাফুর খাঁর উদ্দেশ্য বিফল করবার জন্ত এই দুজনকে পাঠিয়েছিল। শুধু আপনাদের রূপায় রক্ষা পেয়েছি।

সকলের প্রস্থান

রাহুল ও রক্তার প্রবেশ

রাহুল। কি হ'ল—কোথা গেল?

রক্তা। তাই ত বাবা, বিপদ ঘটল না ত?

বাহুল। আবে দূব বাঁদবী। আমাব বাডীর কানাচে বিপন্ন ঘটবে কি ?
পালিয়েছে—আমাব সর্বনাশ ক'বে, আমাকে ধর্মে পতিত ক'বে
পালিয়েছে। তাতেই ত আগি বাজা বাজডাব সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে চাই
নি! খোঁজ্ খোঁজ্ আবাগী—খোঁজ্। এখনও বেশী দূব যেতে
পাবে নি, এখনও বন থেকে বেকতে পাবে নি—খোঁজ্।

কল্পার মাথাব প্রশ্ন

দেখিলি মাগী—সর্বনাশ কবলি!

ক-মা। কি হ'ল?

বাহুল। আব কি হবে, আমাব সর্বনাশ হ'ল! জাত গেল, ধর্ম গেল,
কত্না বাগ্‌দান ক'বে দিতে পাবলুম না। সমাজে মাথা হেট হ'ল,
আর আমাব ঘবে কেউ জলগ্রহণ কববে না।

ক-মা। আবে মব, হ'ল কি?

বাহুল। ছোঁড়া পালিয়েছে।

ক-মা। বাগ্‌দান কবিয়ে পালাল?

বাহুল। এই দেখ্—আক্কেল দেখ্! বাজাবাজডাব ব্যবহার দেখ্।

ক-মা। আ-মব পোড়াবমুখে মেয়ে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছ কি?

ক-মা। কি ক'ব?

ক-মা। কোথায় পালাল, খোঁজ্।

ক-মা। কোথায় খুঁজব?

ক-মা। যেখানে পাবি, চুলেব মুটি ধ'বে নিয়ে আসবি। বলবি, বে ক'ব,
তবে চুলেব মুটি ছাড়বো। নইলে কিছুতেই ছাড়বি নি। এত বড়
আম্পর্ক, বে কবব ব'লে পালিয়ে গেল! হ'লই বা বাণাব ছেলে, তা
ব'লে কি আমাদের জাত নেই?

রাহুল। হায়, হায় !

রু-মা। আরে মব, দাঁড়িয়ে হায় হায় করলে কি হবে! ছেলেদের খবর দে!

রু-মা। ও বাবা! সেপাঠি ম'বে রয়েছে!

রু-মা। জ্যা—কৈ কৈ? ওগো, তাই ত গো! ব্যাপাবটা কি বল দেখি?

রাহুল। ব্যাপাব বোঝাব আমার সময় নেই। রু-মা, সন্ধান কর। এ বনের কোণাষ সে আছে, সন্ধান কর। বনে যদি না পাস্, সহরে সন্ধান কর।

রু-মা। সেখানে যদি না পাই?

রাহুল। ছুনিয়ার সন্ধান কর—ছুনিয়ায় না পাস্, আব আসিস্ নি! নে! আয় রাজপুতনী, চ'লে আগ! দেখছিস্ কি? যে চন্দাওনী বাজপুতনী, বংশমর্যাদা রাখতে জানে না, তার মায়া রাখতে নেই।

উজ্জয়ের গ্রন্থান

রু-মা। ভাল, এটি যদি ভগবানের ইচ্ছা, তা হ'লে এ অবস্থা আমার মন্দ কি! দেখলুম, শুনলুম, তাব সঙ্গে সঙ্গে সারাদিন রইলুম! দিনটে যে কি ক'রে কেটে গেল, বুঝতে পারলুম না! তাকে খুঁজব। এ আমার দুখ—না সুখ! সুখ সুখ! কত সুখ! মনটা কি করেছে। মন ত আমার এমন কখনও করে নি! তবে বাই, খুঁজতে বাই। যদি তাকে না পাই? আমার ঘর বা'র দুই-ই সমান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভবানী-মন্দির

লক্ষ্মণসিংহ

লক্ষ্মণ । আমার কি দুর্ভাগ্য ! একটা সঙ্কল্প ক'বে উদ্দেশ্য সিদ্ধি পথে
পা বাড়াতে না বাড়াতেই ব্যাবাত ! কর্তব্যনিষ্ঠ সকল মেবারীই গৃহ
পরিত্যাগ ক'রে আমাব আদেশ পালন কবতে, যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত
হ'য়ে নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হ'ল । কেবল আমার পুত্রই আমার
আদেশ অমান্য করলে ! আমিই বিধি-ব্যবহার প্রণেতা । স্মরণ্য
এ কর্তব্যে অবহেলাকাবী সন্তানকে শাস্তি না দলে যে কিছুতেই আমি
প্রাণে তৃপ্তি পাচ্ছি না । সমস্ত মেবারী আমার পুত্রের প্রতি দণ্ড-
বিধানের প্রতীক্ষা কবছে—নীববে আমার কর্তব্যনিষ্ঠার পানে চেবে
আছে । সর্কীলে যুদ্ধ কবতে চলেছে, কিন্তু অল্প সময়ে যুদ্ধের সংবাদে
তারা যেমন উল্লাসিত হয়, আজ ত তেমন হচ্ছে না ! কি আমার
দূরদৃষ্ট ! সমস্ত মেবারীর আশ্রয়স্থল হয়েও এক নরাধম কাপুরুষ
সন্তানের দুর্বোধ্য আচরণে আমি যেন আজ নিরাশ্রয় । সকলেব
করণাদৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে অক্ষম ভিখারীর স্তায়, আমার সমস্ত প্রজার
সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি ! এ প্রাণ নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হ'তে কেমন
ক'রে সঙ্কল্প করব ? হা ভগবান, কি করলে ? এ আমাকে কি
দুঃস্বপ্ন নিপাতিত করলে ?

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতি। মহারাজ ! গুজরাট থেকে এক দূত এসেছেন, তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষী।

লক্ষ্মণ। তাঁকে নিয়ে এস।

প্রতিহারীর প্রস্থান

বোধ হচ্ছে গুজরাটের রাণী সাহায্যপ্রার্থনার জন্য আমার কাছে লোক পাঠিয়েছেন। হতভাগ্য গুজরাটরাজ যদি প্রতিবেশী রাজাদের ওপর অবস্থা অত্যাচার না কবত, তা হ'লে তার রাজ্য আজ অপর রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হবে কেন? আমাকেই বা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে কেন? সকল উৎপীড়িত রাজার আবেদনে, আমাকে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'ল। যুদ্ধ-ফলে অভাগ্যকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হ'ল। কোথায় বটল তার বাজ্য, কোথায় বইল তার ক্ষমতার অহঙ্কার। শেষে সমুদ্রিশালী গুজরাট আলাউদ্দীন খিলজী কর্তৃক আক্রান্ত! তার সন্তোষবিধবা পত্নী মর্যাদানাশ, ধর্ম্যনাশ ভয়ে তাঁর স্বামীর শত্রুর শরণাপন্ন। যে আলাউদ্দীন আশ্রয়দাতা মেহময় বৃদ্ধ পিতৃব্যের মর্যাদা রাখলে না, তার কাছে কি অস্ত্র কেহ মর্যাদা-রক্ষার আশা করতে পারে? বিশেষতঃ গুজরাটের বিধবা মহিষী বিধাত রূপসী। সম্রাট যে সেই অসামান্য রূপশালিনীর লোভেই গুজরাট আক্রমণ করতে না এসেছে, এ কথা কে বলতে পারে?

দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ ! আপনার কৃপা ভিক্ষা করি

লক্ষ্মণ। কি প্রয়োজনে এসেছ বল!

দূত। এক দিন আপনি অত্যাচারী গুজরাটরাজাকে দমন করতে গুজরাট

আক্রমণ করেছিলেন। আজ আমি আর এক অত্যাচারীর হাত থেকে গুজরাট-রক্ষাব জন্ত গুজরাটবাসীর হয়ে আপনার সাহায্য ভিক্ষা করছি।

লক্ষ্মণ। আজও পর্য্যন্ত বাদশা গুজরাট দখল করিতে পারে নি ?

দূত। আজও পাবেনি, কিন্তু আর থাকে না। বাদশা সমস্ত স্থান অধিকার কবেছে। কেবল সহব দখল করতে পাবে নি। অন্ততঃ পোনেব দিনের ভেতর সাহায্য না পেসে গুজবাটের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হবে। সবেমাত্র পোনেব দিনের রসদ অবশিষ্ট আছে।

লক্ষ্মণ। এই অল্পসময়েব মধ্যে গুজবাটে পৌঁছে বাদশার অগণ্য সৈন্তের গতিবোধ করা মনুষ্য-শক্তির অসাধ্য। তোমাদেব আর কিছু দিন পূর্বে আসা উচিত ছিল।

দূত। তখন আসবার প্রয়োজন হয় নি মহারাজ ! তখন গুজরাটেব সমস্ত সর্দার একপ্রাণে স্বদেশ-রক্ষার জন্ত বদ্ধপরিকর ছিলেন। প্রাণপণে স্বদেশরক্ষায় এতী, তাঁরা বাদশাকে নগরপ্রাচীরের একটি ইট পর্য্যন্ত খসাতে দেন নি।

লক্ষ্মণ। এখন ?

দূত। এখন—কি বলব মহারাজ ! তাদের অধিকাংশই আপনা আপন্দির ভেতরে বিবাদ ক'বে গুজবাটকে শত্রুহস্তে সমর্পণের বড়যন্ত্র করেছে।

লক্ষ্মণ। তা হ'লে তোমায় পাঠালে কে ?—রাণী ?

দূত। রাণী ? না মহারাজ ! মিথ্যা কইব কেন—রাণীরও আপনার সাহায্য-গ্রহণ অভিপ্রায় নয়।

লক্ষ্মণ। রাণীও কি সর্দারদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ?

দূত। তাঁর মনে দুর্ভিতসন্ধি প্রবেশ করেছে।

লক্ষ্মণ। অর্থ কি ?

দূত । অর্থ কি বলব মহারাজ ! তিনি হিন্দু রমণীর একটি যে দেবতারও বাঞ্ছনীয় মর্যাদা আছে, তাই নাশ করতে উত্তত হয়েছেন । তিনি চিতোররাজ্যের উপর প্রতিহিংসা নিতে আলাউদ্দীনকে আত্মসমর্পণ করতে উত্তত !

লক্ষ্মণ । তা হ'লে তোমাকে পাঠালে কে ?

দূত । বিশ্বাসঘাতক স্বদেশদ্রোহী হিন্দু সর্দারেরা আপনার কাছে পাঠান নি—পাঠিয়েছেন এক মুসলমান ।

লক্ষ্মণ । মুসলমান ?

দূত । গুজরাটরাজ একজন মুসলমান দাস ক্রয় করেছিলেন । তাঁর নাম কাফুর । সঙ্গুণে প্রভুকে মুগ্ধ ক'রে তিনি অল্লাদিনের মধ্যেই সর্দারের পদ প্রাপ্ত হন । এখন কেবল সেই প্রভুভক্ত বীর মনিবের মর্যাদা বজায় রাখবার জন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রেছেন । তাঁর ভয়ে অস্ত্রাস্ত্র সর্দারেরা আজও পর্য্যন্ত প্রকাণ্ডে আলাউদ্দীনের সঙ্গে যোগদান করতে পারে নি । রাণীব অসদভিপ্রায় বুঝতে পেরে, কাফুর খা তাকে গৃহে আবদ্ধ ক'বে রেখেছেন । সেই মহাহুভব কর্তৃকই আমি মহারাজার কাছে প্রেরিত হয়েছি ।

লক্ষ্মণ । ভাল, কিছুক্ষণের জন্ত অপেক্ষা কর । আমি একবার খুল্লতাত রাজার অনুমতি গ্রহণ করব ।

দূত । আশ্বাস দিন ।

লক্ষ্মণ । আশ্বাস দিতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই । বিশেষতঃ আমরা অপর এক সংকল্পে এক বিরাট যুদ্ধের আয়োজন করছি । যদি তোমাদের সেই সাধু মুসলমান সর্দারের অভিলাষ পূর্ণ করতে আমাদের সে সকল অসিদ্ধ থেকে যায়, তা হ'লে গুজরাটরক্ষার চেষ্টায় কতদূর সমর্থ হব, সেটা এ সময়ে বলতে পারছি না । তবে তোমাদের

সেই মহাত্মভব সর্দারকে আমার সেলাম জানিয়ে ব'ল যে, যত দূর পারি, আমরা তাঁর মত সাধুব সাহায্যে চেষ্টার ক্রটি করব না। তার পর ঈশ্ববেব হাত।

দূত। এই আশ্বাসই আমাদের অভাগ্য গুজরাটের পক্ষে যথেষ্ট।

লক্ষণ। তবে বড় সুসময়ে এসে উপস্থিত হয়েছ। আর কিছুক্ষণ বিলম্ব হ'লে, আমাব দর্শনলাভ তোমার ঘটে উঠত না। অথবা ঘটলেও কোন উত্তর দিতে পারতুম না।

দূত। তা হ'লে দেখছি ভগবানই উপযুক্ত সময়ে আমাকে মহাবাজের কাছে পাঠিয়েছেন। আমি পথে শত্রুব সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলুম। তারা বাদশার লোক, কি আমাদের বিশ্বাসঘাতক সর্দাবদেব তা বলতে পারি না। দুটি বালক আমাকে বক্ষা না করলে, হয় তার! আমাকে বন্দী কবত, নয় মেরে ফেলত। শুধু দুটি বালকের রূপায় আমি মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনলাভে সমর্থ হয়েছি!

লক্ষণ। বালক?

দূত। আঁশ্বে হাঁ মহাবাজ! শুধু যৌবন-সীমায় ছুজনে পদার্পণ করেছে। দেখে মেবাবী ব'লেই বোধ হ'ল। কেবল তাই নয়, বোধ হ'ল ছু'জনেই সম্ভ্রান্তবংশীয়।

লক্ষণ। কোথায় দেখেছ?

দূত। এই নগবোপকর্থে যে পার্বত্য অরণ্য আছে, তার মধ্যে।

তাঁরাই আমাকে চিতোরের প্রবেশের সূচন পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

লক্ষণ। প্রতিহারী!

প্রতিহারীর প্রবেশ

যেখানে রাজা ভীমসিংহ অবস্থান করছেন, এঁকে সেইখানে নিয়ে যাও। (দূতের প্রতি) এই সকল কথা তুমি তাঁকে গিয়ে বল।

তিনি যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তা হ'লে বলবে, আমি অরুণসিংহের সন্ধান পেয়েছি।

প্রস্থান

দূত। হাঁ তাই, অরুণসিংহ কে ?

প্রতি। কে আর কি বলব ? আমাদের সর্বস্ব। আর সেই জন্তই আমাদের সর্বনাশ ! অরুণসিংহ রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র। রাণা তাকে কাটিতে চলেছেন।

দূত। সে কি ? আমার জীবনদাতার আমিই সর্বনাশ করলুম। কি করলুম ? কি করলুম ? কি কবলে ভাই, তাঁর জীবন রক্ষা হয় ?

প্রতি। স্বয়ং রাণা বখন শাস্তিদাতা, তখন আর কে তাকে রক্ষা করতে পারে ?

দূত। কোনও উপায় নাই ?

প্রতি। এক উপায় আছে। যদি খুড়ীবাণীকে কোনও রকমে খবর দিতে পাবেন, তা হ'লে গোধ হয় বাণাউং রক্ষা পেতে পারেন। রাণা কেবল তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারেন না। কিন্তু তিনিও এমন রাণী ন'ন, কখন রাণাকে কোনও অস্ত্রায় অহুবোধ করেন না। যদি তাঁকে দিয়ে আপনি রাণাকে এ নির্দয় কার্য হ'তে নিবৃত্ত করতে পারেন, তা হ'লে রাজকুমার রক্ষা পেতে পারেন।

দূত। ভাই ! আমাকে সেখানে কে নিয়ে যাবে ?

প্রতি। খুড়ো-রাজাব কাছে আপনাকে নিয়ে যাই। তার পর আপনি চেষ্টা করুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভীমসিংহের কক্ষ

পদ্মিনী ও ভীমসিংহ

পদ্মিনী। হাঁ বাজা!

ভীম। কি বাণী।

পদ্মিনী। ঠাণ্ডা চিতোবে এমন সমব আয়োজন হচ্ছে কেন?

ভীম। কেন, এ কথাষ উত্তর নিজেই ত দিতে পাব। চিতোবেব কোন বাজা দুঃখবেননিভ শয্যায় নিশ্চিন্ত হয়ে এক দিনেব জন্তু নিদ্রা গিয়েছে? সমবক্ষেত্রই চিবদিন তাব শয়নেব উপযুক্ত আশ্রয়-ভূমি।

পদ্মিনী। তা জানি, অত্যাচারীব হাত থেকে দুর্ব্বলকে বক্ষা কববাব জন্তু, হিন্দুব দেবতা ও ধর্ম্মবক্ষা কববাব জন্তু চিতোবপতিবা সিংহাসন গ্রহণ কবেন।

ভীম। তবে আব সমব আয়োজনেব কথা জিজ্ঞাসা কবছ কেন?

পদ্মিনী। এ ক্ষেত্রেও কি তাই হচ্ছে?

ভীম। অবশ্য, নতুবা এমন অসময়ে আয়োজন কেন।

পদ্মিনী। কোন্ দুর্ব্বলেব বক্ষাব জন্তু এত আয়োজন?

ভীম। কাব নাম কবব? কাল দিল্লীব সম্রাট প্রেবিত লোকে তোমাদেব উপব আক্রমণেব উদ্যোগ কবেছিল।

পদ্মিনী। আমি কি দুর্ব্বল? চুপ ক'বে বইলেন কেন বাজা?

ভীম। অবশ্য শাস্ত্রে বাকে অবলা বলে, তাকে আমি কেমন ক'বে সবল বলি।

পদ্মিনী। যার পুত্র রাণা লক্ষ্মণসিংহ, যার স্বামী ভীমভূলা বলশালী রাজা
ভীমসিংহ, অবলা হ'লেও কি সে দুর্বল !

ভীম। তা হ'লে তুমি কি বুঝেছ, বল।

পদ্মিনী। তা নয় রাজা—আমি ছেলেব কাছে সমস্ত শুনেছি। অজয়সিংহ
আমাকে সমস্ত বলেছে। শুনেছি, এক অপরিচিতা রমণীর আবেদন
রক্ষার জন্ত আপনারা দিল্লীর সম্রাটকে জীবন্ত বন্দী ক'রে আনতে
সমরের আয়োজন করছেন।

ভাম। অতিথির প্রার্থনা পূরণ করতে তুমি কি নিষেধ কর ?

পদ্মিনী। অবশ্য অতিথিব দ্বায্য প্রার্থনা পূরণ গৃহস্থেব সর্বতোভাবে
কর্তব্য। কিন্তু তা ব'লে যে তার উদ্ভাদ বাসনা পূরণ করতে হবে, এ
কথা কোন রাজনীতি, সমাজনীতিতে ত বলে না।

ভীম। অতিথি নাবাযণ। রাণী ! একটা পক্ষি-অতিথির প্রার্থনা
পূর্ণ করতে শিবী বাজা আহুদেহ দান করেছিলেন।

পদ্মিনী। তাই কি, আতাথর প্রার্থনা পূরণের প্রারম্ভেই, আপনারা
চিতোরের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন, মেবারের ভবিষ্যৎ রাণাকে বলি দিতে
চলেছেন ?

সীম। তোমায় এ-কথা কে বললে ?

পদ্মিনী। আপনি কি বলতে চান, আমি যা শুনাচ্ছি, তা মিথ্যা ?

ভীম। রাণী সে-কথা আর জিজ্ঞাসা ক'র না—আমি রাণার আদেশ
শুনে মর্ম্মাহত হ'য়ে ব'সে আছি।

পদ্মিনী। মর্ম্মাহত হয়ে ব'সে থাকলে ত চলবে না। আপনি উঠুন—
অরুণসিংহকে রক্ষা করুন। রাণা পুত্রহত্যা করবেন, কিন্তু সকল
প্রজা আপনাকেই দোষী জ্ঞান করবে ! হয় ত আপনার উপর
দুর্ভাগ্যবশত আরোপ করবে ! বলবে—আপনার পুত্রকে সিংহাসনে

বসাবাব জন্তু আপনি উদ্ধৃত বাণাকে এই নিষ্ঠুর কার্যে উত্তেজিত
কবেছেন, অন্ততঃ এ আত্মবিক কার্যে বাধা প্রদান কবেন নি।

ভীম। প্রজা আমাকে বিলক্ষণ চেনে।

পদ্মিনী। না মহাবাজ, চেনে না। প্রজাব মন বিশাল বাবিশিপৃষ্ঠেব ত্রায
চঞ্চল—এই আলোকপৃষ্ঠে অবস্থিত, দেখতে দেখতে আবাব অন্ধকাৰে
প্ৰবেশ কৰে। তা যদি না হ'ত, তা হ'লে প্ৰজাবজ্ঞক বাজা শ্ৰীৰামচন্দ্ৰকে
জানকীব নিৰ্বাসন দিতে হ'ত না।

প্ৰতীহাৰীৰ প্ৰবেশ

প্ৰতি। মহাবাজ। বাণাজী এক জন লোককে আপনাব কাছে প্ৰেৰণ
কৰেছেন, সে ব্যক্তি গুজৰাট থেকে এসেছে—

ভীম। বেশ, তাক অপেক্ষা কৰতে বস, আমি যাচ্ছি।

প্ৰতীহাৰীৰ প্ৰস্থান

বাণি। বাণা লক্ষণ সিং যখন বালক ছিল, এখনই আমি বাজাব
নামে মেবাব শাসন কৰেছিলুম। সে শাসনে আমি নিজেব বুদ্ধি
চালিত হয়ে কার্য্য কৰেছিলুম। নিজেব যশ অযশ, প্ৰজাব শ্ৰী
বিবাহেব দৈব দৃষ্টি বাণি নি। প্ৰজাব মঙ্গলেব জন্তু, বাণাব মঙ্গলেব
জন্তু আমি বশন যে কাৰ্য্য কৰেছি, সে কাৰ্য্যেব জন্তু আমি কেব
ভগবানেব কাছে দায়ী। এখন বাজ্যভাব বাণাব হাতে। তাঁব
ভাৰমন্ড কাৰ্য্যেব জন্তু তিনিই এখন ঈশ্বৰেব কাছে দায়ী—আমি
তাঁব প্ৰজাব স্বৰূপ তাঁব আদেশ গালনে বাধ্য—তাঁকে হুকুম কৰে
আমাৰ আব কোন অধিকাৰ নাই।

পদ্মিনী। বেশ, আমাকে অল্পমতি ককন—আমি অল্পবোধ কবি।

ভীম। সে ভোমাব ইচ্ছা।

পদ্মিনী । আপনি অহুমতি না করলে পারি কেমন ক'রে ? বাণা মনে করতে পারেন, পিতৃব্য পুত্রের জন্ত নিজে অহুরোধ করতে না পেরে, আমাদের দিয়ে অহুরোধ করিযেছেন ।

ভীম । সে ভয় আমার নেই রাণী । বাণা আমাকে বিলক্ষণ জানে ।

দূত ও অতিহারীর প্রবেশ

প্রতি । এই এই—এখানে ঢুকো না—এখানে ঢুকো না—

ভীম । কে তুমি—কে তুমি—

দূত । আহা ! কি দেখলুম ! মা জগদ্ধাত্রী ! সন্তানকে চরণে স্থান দাও মা !

ভীম । কে তুমি—কি চাও ?

প্রতি । ঠা হাঁ, চ'লে এস—চ'লে এস—

পদ্মিনী । অপেক্ষা কর—কেন বাছা, এমন ক'রে এসে পড়লে ?

দূত । করুণাময়ী মা ! আগে অঙ্গ দাও ! আমি বিপন্ন অতিথি । আপনার কাছে আমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে জেনে, আমি রীতি লঙ্ঘন ক'রে আপনার পবিত্র গৃহে প্রবেশ করেছি । প্রহরী বাধা গ্রাহ্য করি নি—প্রাণেব মনতা রাখি নি, এতেই বুঝুন, আপনার কাছে বা চাইব, তা প্রাণ অপেক্ষাও মূল্যবান্ ।

পদ্মিনী । কি সে ?

দূত । ধর্ম ! আমি নরকে ডুবতে চলেছি, তুমি না হ'লে কেউ সে নরক থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পাববে না । মা, আর সময় নেই—দণ্ডমাত্র দেবী হ'লে, আর ধর্ম রক্ষা হবে না ।

পদ্মিনী । তা হ'লে বলতে বিলম্ব কবছ কেন বাছা !

দূত । আমি শুজরাট থেকে আসছি—সে যে কেন আসছি, তা এখন

আব আমি আপনাকে বলব না—অবশ্য বলবাব প্রয়োজন ছিল—
কিন্তু বলবাব আব সময় নেই—বলতে আব ইচ্ছাও নেই। পথে
আসতে এক বনে আমি দহ্য কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলুম। দু'টি
বালক আমাকে সে বিপদে বক্ষা করেন। এখানে এসে শুনলুম, তাঁরা
বাজুকুমার—কিন্তু বাজদণ্ডে দণ্ডিত। আমি না জেনে বাণাব কাছে
তাঁদের কথা প্রকাশ করেছি—গাণা শুনেই তাঁদের হত্যা করতে ছুটে
গেছেন। আব কি বলব মা? আব কি বলবাব আছে মা?—

পদ্মিনী। প্রহরী! আমার পাল্কি আনতে বলে দাও—

ভীমসিংহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

ভীম। বাক, এই উপায়ে যদি বাসকটা বক্ষা পায়, তা হ'লে মঙ্গল।
বালকটাব ভ্রাতৃ আমার প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়েছে। তাব
শৌচনীয় পরিণাম শোনবাব আগে যদি আমার মৃত্যু হয়, তবেই এ
যন্ত্রণা থেকে নিবৃত্তি পাই। কেউ স্ত্রী নয়—চিত্তোব মর্মান্বিত,
বধূরাগী মনস্তাপে লজ্জায় শয্যাশায়িনী। ভগবান্! বক্ষা কব—
ভগবান্! অরুণকে বক্ষা কব।

তৃতীয় দৃশ্য

পার্কত্যাগ

অকণ ও বাদল

অকণ। দেখ তাই! প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে গুজবাটে যেতে আমার
প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

বাদল। তা হ'লে কি করবে চাও, বল ?

অকণ। চল, চিত্তোবে যাই—পিতাকে ধবা দিই।

বাদল। তা হ'লে ত মিছামিছাই প্রাণটা যাবে !

অকণ। অপরাধী হায বেঁচে থেকেই বা সুখ কি ?

বাদল। তা যা বলেছ মন্দ নয়—তা হ'লে চল ধবা দিই।

কল্লব প্রবেশ

বল্লা। কি গো! আমায় ফেনে চ'লে যাচ্ছ যে ?

অকণ। কে-ও—কল্লা ?

কল্লা। হাঁ—কেন আমাকে কি চিনতে পাবছ না ?

অকণ। কল্লা! তোমাদের কাছে আমি বড় অপবোধ কবেছি।

কল্লা। তা তো কবেইছ, কিন্তু তোমাব অপবাধে যে আমি মারা যাই।

তুমি এমন ধারা লোক জানলে কি আমি তোমার সঙ্গে কথা
কইতুম !

অকণ। কল্লা।

কল্লা। নাও, আর আদর ক'রে কল্লা বলতে হবে না। এখন একবার

আমাদের ঘরে চল। মা বাবাকে একবার দেখা দিয়ে এস। অনেক পাড়াপড়শী বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছে, তাদের একবার বুঝিয়ে এস। তারা সকলে একবাক্যে তোমাব নিন্দা করছে, শুনে আমাব বড়ই কষ্ট হচ্ছে। তুমি একবাব তাদের বুঝিয়ে যেথা ইচ্ছা সেথা যাও। আমি বুঝতে পারছি, তুমি একটা এমন বিষম দরকাবে পড়েছ যে, বার জন্ত আজকের বাস্তবটুকুও আমাদের বাড়ীতে থাকতে পারছ না। কিন্তু তারা বুঝছে না!

বাদল। এ মেয়েটা কে তাই?

অরুণ। পরে বলব।

রুক্ষা। কেন, এখনি বল না!

অরুণ। বলবার মুখ কই রুক্ষা? কোথায় মানন্দের সঙ্গে আজকের শুভাদৃষ্টের কথা আমার এই সঙ্গীকে শোনাতে শোনাতে ঘবে যাব, তা না ক'রে আমাকে মাথা হেঁট ক'বে চ'লে যেতে হচ্ছে।

রুক্ষা। তা হ'লে তুমি যাবে না?

অরুণ। আমায় ক্ষমা কর।

রুক্ষা। রাজার ছেলে তুমি—ছি ছি! তোমার এই নীচ ব্যবহার!

বাদল। দেখ ছুঁড়ী, গাল দিস্ নি।

অরুণ। তাই বাদল, চুপ কর।

বাদল। চুপ করব কি? আমার-স্বন্ধুথে এক বেটা চাষার মেয়ে তোমাকে যা খুসী তাই বলবে?

অরুণ। ওব কোন দোষ নেই ভাই। ওদের মনে আমি বড় কষ্ট দিয়েছি।

কিন্তু রুক্ষা! ভগবানের নাম ক'রে বলছি—আমাকে বিশ্বাস কর, আমি ইচ্ছাপূর্বক তোমাদের মনে এই কষ্ট দিচ্ছি না। প্রাতঃকালে এই সুখার আধার দেখে আমি পিপাসায় আকুল হয়েছিলুম। সন্ধ্যায়

যখন সেই ছরস্ত পিপাসা-শাস্তির স্রুযোগ উপস্থিত হ'ল, অমনি নিষ্ঠুর বিধাতা আমাকে সেখান থেকে টেনে এত দূরে নিক্ষেপ করেছে যে, এ জীবনে আর সে পিপাসার শাস্তি হ'ল না! রুক্মা! তোমা হ'তে আমি এখন বহু দূরে। তোমাদের এ মহত্বের আকর্ষণও আর আমাকে ফেরাতে পারে না। মাঝে মৃত্যুপ্রাচীরের ব্যবধান।

রুক্মা। কি বলছ, বুঝতে পারছি না।

অরুণ। বিবাহের পরক্ষণেই তুমি বিধবা হবে। জেনে শুনে তোমার প্রতি পিশাচের ব্যবহার কেমন ক'রে করি? তাই আমি তোমাদের না ব'লে পালিয়ে এসেছি।

রুক্মা। আগে বল নি কেন?

অরুণ। আগে ত আমার এ অবস্থা হয় নি। তবে শোন—আমার অবস্থার কথা শোন। শুনে তোমার বিচারে যা ভাল হয় কর। আমার পিতা মহাবাণা আদেশ দিয়েছিলেন যে, রাজপুত্র সর্দারদের যে কেউ আজ সন্ধ্যার দশটাবার পর একটি নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত না হবে, সে যদি অসুপস্থিতির সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারে, তা হ'লে তার প্রাণদণ্ড হবে। আমি সেখানে সময়ে উপস্থিত হ'তে পারি নি।

রুক্মা। প্রাণদণ্ড হবে?

অরুণ। আমি ত সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারব না। প্রাণের জন্ত মিথ্যা কহিতে পারব না!—সুতরাং রুক্মা আমাকে প্রাণ দিতেই হবে।

রুক্মা। তুমি ত রাণার ছেলে!

অরুণ। বিচারে তাঁর কাছে আত্মপর নেই। তিনি পুত্র-নির্কীর্ষণে প্রজাপালন করেন।

রুক্মা। এমন যদি জান, তা হ'লে সকাল সকাল গেলে না কেন?

অরুণ। গেলুম না কেন? তা তোমাকে কি বলব কল্পা? আর বললেই কি তুমি বুঝবে? তোমাকে দেখে অবধি, আমি কে, কোথায়, কি কবতে এসেছি, কিছুই আমার জ্ঞান ছিল না। শেষ ঘণ্টার শব্দ শুনে আব আমার এই সখাকে দেখে আমার জ্ঞান ফিবেছে। তখন দেখি, আমি আত্মহত্যা কবেছি।

কল্পা। এখন চলেছ কোথায়?

অরুণ। পিতার কাছে আত্মসমর্পণ কবতে।

কল্পা। তা হ'লে এক কাজ কব না কেন—একবার আমার বাবা মার সঙ্গে দেখা ক'বে ফিবে এস না কেন? দেখ, পাঁচ জন প্রতিবেশীও তোমার নিন্দে কবছে, এ আমি সহ কবতে পারছি না।

অরুণ। আমবা আব ও অন্ধকারে বনে ঢুকতে পারব না।

কল্পা। আমি স্নগম পথ দোখিয়ে নিয়ে যাব।

বাদল। এতট যদি বন্ধুব প্রতি তোমার দয়া, তা হ'লে বন্ধুব হয়ে তুমিই সব কথা বলগে যাও না কেন? এই ত সব কথা শুনলে।

কল্পা। তোমার বন্ধু কি আমার আব ঘবে ফেববার উপায় বেখেছে? তোমরা যাও, আমার মর্যাদা থাকে; না যাও, আমার ঘবের বাস উঠে গেল। পিণে পথে ঘুব, লোকেব দোবে দোবে ভিক্ষা মেগে খাব, ওব ঘবে ফিবতে পারব না।

অরুণ। কেন কল্পা?

কল্পা। কেন যদি তুমি বুঝতে পারবে, তা হ'লে তুমি আত্মহত্যা কব। আমার বাপকে তুমি অঙ্গীকার কবিয়ে এসেছ না? তোমার সঙ্গে সখ্য আমার আগেই ঠিক হয়ে গেছে—সুধু মন্ত্র ক'টা পড়তে বাকী। তা বাজপুতনীও সব সময় মন্ত্র ঘ'টে ওঠে না! এখন বুঝতে পারলে কেন?

অরুণ । সর্বনাশ ! তা হ'লে উপায় ?

রুদ্ৰা । যখন তোমার মুখে সব শুনলুম, তখন তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব !

তোমার অদৃষ্টে কি আছে স্বচক্ষে দেখব । তার পর নিজের অদৃষ্ট
আমি ঠিক ক'রে নেব ।

অরুণ । কি করলুম ভাই বাদল ?

বাদল । বেশ করেছে—যে মরতে স্মৃথ পাব, তাকে তুমি বাঁচাবার জন্ত
ব্যাকুল হচ্ছ কেন ?

রুদ্ৰা । আমি একা ফিরণে, বাপ আমাকে ঘরে নেবে না—তোমাকে সঙ্গে
না পেলে আমিও আব ঘবে ফিবব না । আমি চন্দাওনী রাজপুতনী ।
আমার কথাও যা, কাজও তা ।

বাদল । ভাই । এ মেটেটার ঘরে একবার ফিবে চল ।

অরুণ । চল রুদ্ৰা, তোমার পিতাব কাছে যাই ।

রুদ্ৰা । চল ।

গঙ্গাসিংহ ও সিপাহিগণের প্রবেশ

গঙ্গা । এই যে, এই যে নবাবম কাপুরুষ রাজপুত কুলজার ।

অরুণ । রুদ্ৰা ! আব যে আমার যাওয়া হ'ল না ।

গঙ্গা । কাপুরুষ ! তোমাকে পুত্র ব'লে মনোদন কবতেও আমার
ঘৃণা হচ্ছে । সমস্ত মেবারী আপন মর্যাদা রাখলে, আব তুমি কেবল
প্রজার সম্মুখে আমার মাথা হেঁট করালে ? তোমাকে জীবিত রেখে
আমি যুদ্ধে যেতে পারছি না । তুমি বেঁচে আছ জেনে রণক্ষেত্রে
শত্রুসংহারে স্মৃথ পাব না ব'লে, তোমাকে আমি আগেই যমভবনে
পাঠাবার জন্ত অহুসন্ধান করছিলুম । দেশের সৌভাগ্য, তোমাকে
পেতে আমার বিলম্ব হয় নি ।

কম্মা। (প্রণাম) বাণা।

লক্ষ্মণ। কে তুই?

কম্মা। তোমাব ছেলের কোন অপবাদ নেই—অপবাবী আমি। আমি তাকে বনে ধ'বে বেথেছি। ওব হয়ে আমাকে শাস্তি দাও।

অকণ। না পিতা। ওব কথা শুনবেন না। আমাকে কেউ ধ'বে বাথে নি।

লক্ষ্মণ। এ কে?

অকণ। এই বনের ভিতরের এক কৃষককম্মা।

লক্ষ্মণ। আমার পুত্রের সঙ্গে তোমাব সম্পর্ক কি?

অকণ। কোনও সম্পর্ক নেই।

কম্মা। সম্পর্ক আছে কি না, তুমি বাজা—তুমিই বিচাব কব। আমাকে বিয়ে কবাব জন্ত বাজপুত্র আমার বাপের কাছে আমাকে ভিলে চেয়েছিল। বাপ আমাকে দিত স্বীকার কবেছ। শুধু মাত্র পড়া বাকী। বাপ আমার আত্মীয় কুটুম্বদের নেমন্ত্রণ ক'বে এসেছে—বাত্রে বিয়ে হবাব কথা।

লক্ষ্মণ। তুমি শুধু কাপুরুষ নও প্রবৃত্তিও তোমাব কি এতই নীচ। মেবাবের বাজপুত্র তুমি কি না, একটা চাষাব মেয়েব জন্ত লালানিত হয়ে, তাব বাপের কাছে মাথা হেট কবেছ। তোমাব প্রবৃত্তিকে ধিক্, তোমার জীবনেও ধিক্। তোমাব বেঁচে থাকবাব কোন প্রয়োজন আমি দেখতে পাচ্ছি না। এই—একে নিয়ে জল্লাদের হাতে সমর্পণ কব।

কম্মা। আমার কথা?

লক্ষ্মণ। তোমাব আবাব কি কথা? তোমাব সঙ্গে ওব কোনও সখর নেই। তোমাব পিতাকে গিয়ে বল, তোমাকে অন্য স্থানে বিবাহ দিক্।

কল্পা। আমি সুখভোগের জন্য বলছি নি—ধর্মের জন্য বলছি—সুবিচার
কর রাজা, সুবিচার কর!

লক্ষ্মণ। সুবিচার ঠিক করেছি—

কল্পা। কোনও সম্পর্ক নেই?

লক্ষ্মণ। কই সম্পর্ক ত দেখতে পাচ্ছি না।

কল্পা। কিন্তু আমি যে দেখতে পাচ্ছি রাজা!

লক্ষ্মণ। দেখতে পাও, বৈধব্য ভোগ কর।

কল্পা। বেশ, তা হলে নিজ হাতে কাটো, জল্লাদকে দিও না!

লক্ষ্মণ। তোমার কথা শুনব কেন?

কল্পা। বেশ, কে নিয়ে যেতে পারে নিয়ে যাক।

৪ম চরিত্রা দাঁড়াইল

লক্ষ্মণ। তাই এ—এ কি দেখি! বন্যসবলতা, প্রকৃতিকমনীয়তা
ও নগেন্দ্রনন্দিনীর সুবনবশীকরণী শক্তি পরস্পরে বিজড়িত হয়ে,
এ কি অপূর্বমূর্তি সহসা আমার চোখের উপর প্রস্ফুটিত
হয়ে উঠল।

কল্পা। তুমি রাজা, তার ওপর আমার স্বপ্ন, তাই তোমাকে আমি
কিছু বলতে পারছি না। আমি বেঁচে থাকতে আমার চোখের
ওপরে অস্ত্রে আমার স্বামীর গায়ে হাত তুলবে? জান রাজা, সতীর
মনে কষ্ট দিলে কি হয়? তুমি রাজা, আমি গরীব চাষার মেয়ে,
মদগর্বে তুমি আমাকে যা খুশী তাই বলতে পার। কিন্তু শোন নি
কি রাজা—পুবাণে কি কখন শোন নি, সতীর শাপে দক্ষরাজার কি
হয়েছিল? তুমিও যদি আমাকে অবলা মনে করে জোর করে
আমার স্বামীকে নিয়ে যাও, তা হলে—

পদ্মিনীর প্রবেশ

পদ্মিনী। অভিসম্পাত দিও না মা। অভিসম্পাত দিও না। বক্ষা
কব সতী, বক্ষা কব—ক্রোধ ক'ব না।

লক্ষ্মণ। একি মা, তুমি এখানে?

পদ্মিনী। সতীব মনোবেদনা আমাব বুকে লেগেছে বাণা, তাই আমি
ছুটে এসেছি। যদি প্রজাব মঙ্গলসাধনই বাজাব কর্তব্য হয়, যদি
দীন নিবাস্রয়কে বক্ষা কবাই বাজপুত্রেব ধর্ম হয়, যদি সংগ্রামে
শত্রুদলন ক'বে, দিশিঞ্জয়ী নাম গ্রহণ কবাট তোমাব উদ্দেশ্য হয়, তা
হ'লে সতীকে কষ্ট দিয়ে অভিসম্পাত নিও না। তোমাব কর্তব্য ভ্রষ্ট
সন্তানের জন্ত আমি বলছি না—সতীব মর্যাদা বাখবাব জন্ত আমি
অনুবোধ কবি, হতভাগা পুলকে ক্ষমা কব। নইলে যে কার্যসাধনের
জন্ত অগ্রসব হয়েছ, সে কার্য তোমাব কিছুতেই সিদ্ধ হবে না।
ভাবত-বমণীব সতীত্ব গোববে এখনও পবিত্র আর্য্যভূমি বিধর্ম্মীব
আক্রমণ থেকে বক্ষা পেয়ে আসছে। মেবাববাজ! তুমিই সেই
বন্ধু-ভাগ্যবাব বক্ষক। তুমি নিজে সেই পবিত্র ভাবাব অপব্যবহার
ক'ব না। সন্তানকে চেড়ে দাও।

লক্ষ্মণ। তা ব'লে এক নীচকুলেব বমণীকে পুত্রবধূত্ব গ্রহণ কবব?

কক্সা। নীচকুল নই বাজা—অগ্নিকুল। আমি গবীবাব মেয়ে বটে, কিন্তু
আমি চন্দাওনী বাজপুতনী।

লক্ষ্মণ। সত্য?

পদ্মিনী। তেজ দেখে বুঝতে পাবছ না—আমি তোমাদেব অন্তবালে
দাঁড়িয়ে সব শুনেছি! পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ না কবলে কি হৃদযেব
এত বল হয়?

কল্পা। আমার বাপ অম্বিকুল-শ্রেষ্ঠ চৌহান। গজনীর মামুদ যে সময় নগরকোট ধ্বংস করেন, সেই সময় নগরকোটের রাজপুত্র সমস্ত পরিবার নিয়ে চিতোরের অরণ্যে আশ্রয় নেন; আর তিনি লোক সমাজে মুখ দেখান নি। সেইকাল থেকে আমরা বনে বাস ক'রে আসছি।

লক্ষ্মণ। যাও মা! আমি পরাভব স্বীকার করলুম। এ অভাগ্যকে তুমি নিয়ে যাও কিন্তু শোন কাপুরুষ! তোমার উপর আমার ক্রোধশাস্তি বদল নাই। তুমি চিরজীবনের জন্য নির্বাসিত হও। বাণাবংশধর ব'লে তোমার যদি কিছুমাত্রও গর্ব থাকে, তা হ'লে প্রাণ থাকতে যেন চিতোর-ফটকে মাথা প্রবেশ কবিও না।

বাদল। আমার উপর কি শাস্তি বাণা?

লক্ষ্মণ। তুমি সিংহলী, তোমাকে শাস্তি দিবার অধিকার আমার নাই।

প্রস্থান

পদ্মিনী। যাও মা, ঘরে যাও - যেখানেই থাক, মনে রেখ, এখন হ'তে তুমি বাপ্পাবাও কুলধ্বংস, খণ্ডের কর্তৃক পরিত্যক্তা হ'লে ব'লে যেন তার কল্যাণ কামনা করতে ভুল না। প্রয়োজন হ'লে সৎপরামর্শে সৎ-কর্মের উদাহরণে এই মূর্খ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য স্বামীকে দেশের সহায়তায় নিযুক্ত ক'র! যাও, আলীকাদ করি, সুখী হও।

বাদল। আমি এখন কোথা যাব?

পদ্মিনী। তুমি আমার সঙ্গে যাবে! মরবার জন্য এত ব্যগ্র কেন— রাজপুত্রের ছেলে—মরবার অনেক উপযুক্ত অবসর পাবে। এস, সঙ্গে এস।

চতুর্থ দৃশ্য

কানন

উজ্জীৱ

উজ্জীৱ। সুখেৰ স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে, দিন কতকেৰ জন্ত উজ্জীৱী ক'নে
আবাব আমি যে ফকীৰ, সেই ফকীৰ। যাক, নেশা কেটে গেছে,
আপদ মিটেছে। দৰিদ্ৰাবস্থায় ঐশ্বৰ্য্যভোগেৰ একটা আকাজক্ষা
হয়েছিল, খোদা সে আকাজক্ষা মিটিয়েছে। এখন বুঝেছি সে
অবস্থাব চেয়ে এ অবস্থা শতগুণে ভাল! চিন্তাব মধ্যে এক কণা,
কিন্তু তাবই বা আব চিন্তা কেন? বাতকেৰ হাতে আমাব প্রাণ
গেলে, তাব জন্ত চিন্তা কবত কে? ফকীৱী ঈশ্বৰেব দান। ফকীৱী
নিষে দুনিয়াগ আসা, ফকীৱী নিষেই যাওয়া। মাঝে দু'চাব দিন
বাসনাব তবঙ্গে ওঠানামা, স্মৃতবা° সে বাসনা আব কেন? এই
আমাব ভাল! দেখতে দেখতে অন্ধকাৰে পথ আচ্ছন্ন হয়ে গে',
দৃষ্টি আব চলে না। কাজেই আদ্র বাএব মত এই গাছেব তনাৰ
আশ্রয় নেওয়া যাক। (উপবেশন)

চরক্ৰয়ের প্রবেশ

চর। হর হব ব্যোম ব্যোম—চিত্তাবী বেটাবা কি সতৰ্কই হয়েছ।
সন্ন্যাসিবেশ ধ'বেও কিছু, ক'বে আসতে পাবলুম না। এখন
বাদশাকে গিয়ে বলি কি?

২২ চব। যখন ঢুকেছি, তখন কি কিছু খবৰ না নিবে ফিৰোছি।

১ম চৰ। খবৰ বা'ব কবতে পেবেছিস্ ?

২য় চৰ। পেবেছি বই কি—জাঁহাপনাকে শোণাবাব ঢেব খবৰ আছে।

বোস, আগে মেবাবেব গণ্ডী ছাডাই, তাব পৰ ধীবে স্তম্ভিবে বলব ?
বেটাদেব ফকীব সন্ন্যাসীৰ প্ৰতি অগাধ ভক্তি। সন্ন্যাসী বিছু
জানতে চাইলে, তা'বা কি না ব'লে চুপ ক'বে থাকতে পাবে ?
গাঁজাব কোঁকে এক বেটা সেপাই পেটেব অন্ধেক কথা বাব ক'বে
ফেলেছিল ! শেষে বোধ হয়, নেশা কেটে গেল—আমাকে সন্দেহ
ক'বে ফেললে, বলতে বলতে বললে না।

১ম চৰ। আমাকে আগে থাকতেই সন্দেহ কবেছিল—সঙ্গে সঙ্গে লোক
ফিবতে লাগল, কাজেই আমাব জানবাব বড স্তম্ভিবে হ'ল না। আসল
আঁচটা কি পেলি বন্ দোখ ?

২য় চৰ। বলব—আগে একটা বসবাব জাযগা দেখ্। বড অন্ধকাব !
আব পথ চলবাব বড স্তম্ভিবে হবে না।

৩য় চৰ। স্তম্ভখেব মাতে প্ৰকাণ্ড বটগাছ ! আয়, তাব তলায় আড্ডা নিই।

৪য় চৰ। পাছে ধবা প'ড়ে কাজ নষ্ট হয়, এই জন্ত লোকালয়ে থাক্বে
ভবসা হ'ল না।

৫ম চৰ। আব দু'তিন ক্ৰোশেব ভেতৰ গ্ৰাম নেই, এ-পথে এত বাত্ৰে
লোক চলবাবও সম্ভাবনা নেই। তা হ'লে আজকেব মতন এইখানে
থাকাই বিধি। দু'জনে মন খুলে কথা কইতে পাবব।

৬য় চৰ। বেশ, তুই জাযগা ঠিক ক'বে, কল টল পেতে বাথ। আমি
কাট কুটো খুঁজে নিয়ে আসি। কি জানি বাবা ! বাঘ ভালুকেব
দেশ, ধুনী জ্বালাতে হবে।

১ম চৰ। অমনি এক বদনা—থুডি—এক কমণ্ডলু জল নিয়ে আয়।

বাল্যকাল থেকে বদনার জলে মুখ ধুয়ে নেমাজ ক'রে এসেছি,
জিবকে কত সামলাব ! হর হর ব্যোম ব্যোম ।—না, কেউ কোথাও
নেই—এইবারে একটু আল্লা আল্লা ব'লে বাঁচি । এখনটা এবড়ো
খেবড়ো—এখনটা গর্ত—এখনটা গোঁচা—এই ঠিক জায়গা—এই-
এই-এই এই (ভীতি প্রদর্শন)

উজীর । ভয় নেই বাবা ! আমি ফকীর ।

১ম চর । ফকীর ?

উজীর । হাঁ বাবা !

১ম চর । ঠিক ত ফকীরই ত বটে ।—বুড়ো ফকীর (প্রকাশে) কি
বললি—ভয় নেই কি বললি ?

উজীর । কখন গায়ে বসে আছি—যদি ভাল্লুক মনে ক'রে ভয় পাও,
তাই বলছিলুম ।

১ম চর । কি ? ভয় ? আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, আমাদের ভয় ?

উজীর । তাই ত, ফকীর সন্ন্যাসীর আবার ভয় কি ?

১ম চর । আমি মস্তুর আওড়াচ্ছিলাম—ভাল্লুক হ'লে এখনি হাঁক ক'বে,
ম'রে যেতিস্ ।

উজীর । তা বাগা আমি ভাল্লুক নই ।

১ম চর । তার পর ?

উজীর । নিরাশ্রয় ।

১ম চর । বেছে বেছে ভাল জায়গাটি দখল করেছ !

উজীর । গাছতলায় আর প্রতিদ্বন্দী নেই জেনে, একটু জায়গা নিয়ে
বসেছি ।

১ম চর । এ কি একটু জায়গা—চৌদ্দপো মানুষ, একেবারে বিধে
থানেক জমী জুড়ে বসেছ ! নে—ওঠ ।

উজ্জীব। কেন বাবা? বুদ্ধ তোমার কি অনিষ্ট করেছে?

মচব। রাজপুতের দেশে ফকীর কি? তুই শালা নিশ্চয়ই মুসলমানের চব।

উজ্জীব। কটুবাটিব্য কেন ভাই, আমি উঠছি।

মচব। শিগ্গিরি ওঠ। নে, উঠে বাবাব সিংহ বাস্তা চ'র।

উজ্জীব। কেন ভাই আর পীড়ন কর? বাবাব স্থান থাকলে কি এত বাবাব এঁ গাছতলা শাস্ত্র করি?

মচব। না আমি চানি না, এখানে থাকতে পারি না।

উজ্জীব। এবে অন্ধকার, হাব ওব চাবাবও অমতা গেছ। আমি বুদ্ধ, আমি হ'তে আর তোমাদের কি অনিষ্ট হবে?

মচব। তুমি মুসলমান, তুমি সম্রাট, বাছে থাক - তোমার ব্যাঘাত হবে।

উজ্জীব। বেশ আমি এক, দুবে গিয়ে বিশ্রাম করি।

মচব। বাও, এখানে যাও। ওহ—ওইখানে গিয়ে বসো। (উজ্জীবের দূর অবস্থান) ফকীর দেখে কোথায় সেলাম করবে, না? ক'বে তাকেও বড় ক'রে বাছে থেকে সবিবে দিতে হবে। না দিও কিব, না? কে বোথা থেকে দেখে ফেলবে বে, ফকীরকে আদার দেগাচ্ছ। দেখে সন্দেহ ক'বে বসবে! রাজ্য বা, সাবধান হওয়া ভাল। ছুটো কথা कहলে ফকীরই আমাদের ক'বে ফেলতে পারে। আর ও বে ফকীর, তাই বা ঠিক কি? সবিবে দেওয়াই ঠিক হয়েছে। দুবে গিয়ে এসেছে। ওখান থেকে আমাদের কথা শুনেতে পারে না। কহলটা এইভাবে নিকটবর্তে পেতে নেওয়া যাবে। (বহুদূর বিছান) ওল্লী ছোটো গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখ।

পল্লী হইতে গোরার প্রবেশ

গোবা। তাই ব'স, আমি ততক্ষণ তোমাব কন্ডলে বিশ্রাম করি।

১ম চর। উঃ! কি অন্ধকার! কোলের মানুষ পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

(গোবাব মস্তকে বসিতে যাইয়া) কে রে! দাবা?

গোবা। না দাদা, গোবা।

১ম চর। গোবা কে?

গোবা। দাবাব নানা।

১ম চর। তাই ত—কে তুমি? হিন্দু দেখছি না?

গোবা। বা দেখেছ, তা কি আব মিছে।

উজ্জীব। ঠিক হয়েছে—বাঁডেব শত্রু বাঘে মেবেছে। বুড়া ব'লে যেমন বেটাণা আমাকে তাড়িয়েছিল, হাতে হাতে তাব ফল পেয়েছে। এই বাবে শক্তের পাল্লায় প'ড়েছেন।

১ম চর। হিন্দু হয়ে তুমি যোগীব আসন দখল কব?

গো। তুমি যোগী—আমি ভোগী। তুমি যোগেব জন্ত আসন কবেছ—
আমি ভোগেব জন্ত বসেছি!

১ম চর। ভাই, আমবা যোগী সন্ন্যাসী—আমাদেব স্থান কি অধিকার কবতে আছে?

গোরা। আমিও তাক্তাক্‌সন—বস, আমিও তোমাকে যোগেব প্রক্রিয়া দেখিয়ে দেব।

১ম চর। (স্বগত) এক বেটা শয়তানের পাল্লায় পড়া গেল দেখছি। থাক্, বেটাকে এখন আব বাঁটার না। আগে সঙ্গী আসুক, তাব পব ছ'জনে প'ড়ে বেটাকে শিথিয়ে দেব।

গোরা। কি দাদা! চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে মতলব জাঁটছ না কি? ব'স না।

১ম চর। এই বসছি ভাই! তা হ'লে তুমি যোগের প্রক্রিয়া জান ?

গোরা। জানি বই কি। অঙ্গভাস জানি, করাজভাস জানি।

১ম চর। কই কি রকম দেখাও দেখি।

গোরা। আগে অঙ্গভাস দেখবে, না আগে করাজভাস দেখবে ?

১ম চর। বেশ, আগে অঙ্গভাস।

গোরা। (১মকে ধরিয়া মুখ ফিরাইয়া বসাইল) এই হচ্ছে মূলধার—
বুঝেছ ?

১ম চর। বুঝেছি।

গোরা। (চিৎ করিয়া ফেলিয়া) এই হচ্ছে স্বাধিষ্ঠান। আর এই হচ্ছে
(গলা টিপিয়া) অনাহত—আর এই হচ্ছে বিশুদ্ধ (মুষ্টিগাত)।

১ম চর। এই—এই! মেবে ফেললে! ও আল্লা মেবে ফেললে—

দ্বিতীয় চরের বেগে প্রবেশ

২য় চর। কে রে—কে রে ?

গোরা। (উঠিবা দ্বিতীয়কে মুষ্টি প্রহাব করিতে করিতে) আর এই হচ্ছে
করাজভাস।

২য় চর। ওরে বাবা! এ আল্লা! (উভয়ের পলায়ন)।

গোরা। যোগিরাজদের করাজভাসে আল্লা বলিয়ে ছেড়েছি। তখন
চিত্তেরে তোমাদের দেখেছি, তখন বুঝেছি চর। আর তখন
থেকেই তোমাদের পিছু নিয়েছি। আশুন ফকীর সাহেব, আপনার
জায়গায় আশুন।

উজীর। কি আর তোমাকে বলব ভাই! দেখছি তুমি হিন্দু। তবে
আমি বুদ্ধ ফকীর। বুদ্ধিক্যেব অধিকার নিয়ে, আমি তোমায়
আশীর্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাক। ও শয়তান আমার বড়ই
লাঞ্ছনা করেছে।

গোবা। বসুন ফকীর সাহেব! সেলাম—বসুন। দেখুন ফকীর সাহেব! মাল্লব হ'লে তাব আব হিন্দু মুসলমান নেই—মানুষ দেখলেই ভক্তি হয়। আপনাকে দেখেই আমার ভক্তি হয়েছে। বসুন।

উজ্জীব। হিন্দু মুসলমান দুই-ই যাব সৃষ্টি, তাব কাছে ত বিভেদ নেই ভাই—অভেদ আমবা আপনা আপনিব ভেতর ক'বে আত্মত্যাগ করি।

গোবা। বসুন—বসুন—বেশ আপনাব মিষ্টি কথা—বসুন—বসুন।

উজ্জীব। তুমি আগে ব'স ভাই। অঙ্গভাস কবান্ধভাস দেখাতে তোমাবও কিছু মেনত হয়েছে ত?

গোবা। তা একটু হয়েছে। ওবা কে জানেন ফকীর সাহেব?

উজ্জীব। আগে জানতে পারি না, শেষে মাঝে মাঝে তোমাব নাম ওনেই বুঝেছি চব।

গোবা। তাই—

উজ্জীব। বোধ হয় চিত্তোদেব বহুস্ত জানতে এসেছিল।

গোবা। বহুস্তটুকু বেশ ক'বে জানায়ে দেওয়া গেছে, কেমন?

উজ্জীব। তা তো দেখলুম, আব মনে মনে তোমাব সাহস ও বশেষ ঐ প্রশংসা কবলুম। এমন শাক্তদান্ধমাহাসী তোমাবা—তোমাদেব রাজ্য আমবা নিলুম কি ক'বে?

গোবা। আমবা একটু কিছু বিশেষ বকনো দাতা, বুঝেছেন?

উজ্জীব। তাহ বোধ হয়। নহলে আব ত কোন কাণে দেগতে পারি না। হিন্দু বুদ্ধে জর্নী হ'লেও রাজ্য পাবায়।

গোবা। আপনি কি কখন বুদ্ধ ক'বেছেন?

উজ্জীব। নিজ হাতে অস্ত্র ধবি নি বটে—তবে ঘরে বসে কল টিপছি।

গোবা । তা হ'লে এ দশা কেন ?

উজ্জীব । খোদাব মর্জি । তবে ইচ্ছা এ বেশ গ্রহণ করি নি । এক নবাবমের ওপর প্রতিহিংসা নিতে ছদ্মবেশেব জন্ত ফকীবী নিষেছিলুম । নিলে দেখলুম, আমায় অবস্তাব তুলনায় সম্রাটের অবস্থাও তুচ্ছ । "হিন্দুদ্বৈষী মুসলমান, মুসলমানদ্বৈষী হিন্দু, রাজা থেকে আবস্ত ক'বে ভিত্তাবী পয়ান্ত যে আমায় দেখে, সেই ভক্তিব সহিত আমাকে অন্বিদান কবে । আমাব ক্ষুধা নিবৃত্তিব জন্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমায় ফল জল এনে দেয়—স্বঃপ্রস্তু হয়ে ক্রীতদাসেব ত্রায আমাব সেবাতৎপব হয় । তখন এখনুন, ভেক নিষে যখন এত সৌভাগ্য, তখন আসন্ন ফকী হ'লে না জানি কত ভাগ্যেবই অধিকাবী হব । ভাবতে ভাবতে প্রাতঃস্মৃতিপ্রবৃত্তি দুবে গেল । ফকীবীই আমাব সাব হ'ল ।

গোবা । আগনি ব'লি আগাউ নিনে । ওপর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা কবেছিলেন ?

উজ্জীব । কি ক'বে বুঝলে ?

গোবা । আপনি ব'লি উজ্জীব ছিলেন ?

উজ্জীব । ছিলাম ।

গোবা । (হাস্য) আপনার ওপর বৃষ্টি বাদশা অত্যাচার কবেছে ?

উজ্জীব । আমাব উপব কংস, ততটা দুঃখ ছি'ল না । আমাব এক কস্তাব উপব ।

গোবা । (হাস্য)

উজ্জীব । হাসলে বে ?

গোবা । শুনে বড়ই সুখী হ'লুম ।

উজ্জীব । কস্তাব উপব অত্যাচারেব কথা শুনে ।

গোবা। হাঁ বাবা। (হাস্য)

উজ্জীব। সে কি। তুমি উন্মাদ নাকি ?

গোবা। কতকটা—বাদবাকী যেটুকু বুদ্ধি ছিল—সেটুকু তুমি গুলিয়ে
 দিয়েছ। তোমাব ছুঃখেব কথা শুনে, প্রাণে আমার আনন্দ
 ধবছে না।

উজ্জীব। তা হ'লে দেখছি তুমি নবোধম।

গোরা। হাঁ বাবা। অধমোধম।

উজ্জীব। তা হ'লে এ স্থান ত্যাগ কব।

গোবা। আচ্ছা বাবা! এখনি ?—তা হ'লে নসীবনকে কি বলব ?

উজ্জীব। নসীবন।

গোবা। হাঁ বাবা। নসীবন যে আমাব বোন।

উজ্জীব। সে কি—এ তুমি কি ব্রাহ্ম—ও বাপ ফেব—শোন—

গোরা। আব না বাবা।

প্রস্থান

উজ্জীব। 'দোঃখাই তোমাব! হে প্রহেলিকাময় স্বর্গীয় দূত। ফেব।
 আমাব এ কুকীর্ত্তবেব আবরণ—আমি ঘোব সংসারী—আমাব প্রাণ।
 অসংখ্য কামনা—অসংখ্য বাতনা—মুছতে এসে—শাস্তি দিতে এসে,
 ফিবে যেও না।

নসীবনের প্রবেশ

নসী। পিতা।

উজ্জীব। কে ও—নসীবন। কে ও নসীবন ?

নসী। ঈশ্ববদন্ত সহোদব। পিতৃপবিত্যক্ল স্বামীনিগৃহীতা। হতভাগিনীব
 ছুঃখে বিগলিত হয়ে ঈশ্বব আমাকে এক পবিত্র আশ্রয় প্রদান

করেছেন। বার্থ কথা বলতে কি পিতা—আমি এত আদর, ভালবাসা, জীবনে কখন অনুভব করি নি।

উজীর। তুমি কোণায় ?

নসী। চিতোরে।

উজীর। এ অন্ধকার রাত্রে তুমি এখানে কেন ?

নসী। কেন, এখানে দাঁড়িয়ে সব বলতে সাহস করি না। 'এইমাত্র' বলতে পারি, অপমানে মনস্তাপে আত্মহারা হয়ে প্রতিহিংসা নিতে আমি এক বিষম কার্য্য ক'রে ফেলেছি। যদি কল্পার প্রতি মমতা রেখে সে কথা শুনতে ইচ্ছা করেন, তা হ'লে তার আশ্রমে পদার্পণ করুন।

উজীর। আমি যে প্রতিহিংসা মন থেকে দূর ক'রে দিয়েছি মা ! আমি যে এখন ফকীর।

নসী। পরোপকার কার্য্য কি ফকীরী ব অন্তরায় ? তা যদি না হয়, তা হ'লে আমার আশ্রয়দাতা, গাণ্যিতা, রক্ষাকর্ত্তাব মঙ্গলসাধন করুন।

উজীর। বেশ, চল। ব্যাপারটা কি নিশ্চিত হয়ে গুনি।

শব্দম কুশল

সম্রাটের শিবির

জালাদ্দীন

প্রথম চর্চা এবং

আলা। কি ধরন?

১ম চর। জালাদ্দীন নাথবর বিষয়। 'আপনি যদি 'আল ছু'দী'র মতো
গুজবাট দখল না করেন, তাহলে আপনার গুজবাট দখল করা
অসম্ভব হবেই, এমন কি দিল্লিতে ফিরতেও কঠিন পথে হবে।

আলা। মেঘের কি বাধা দেবার উদ্দেশ্যে কবেছে?

১ম চর। শুধু উদ্দেশ্য নয় জাহাঙ্গীর, এক বিবাহের আয়োজন কবেছে।
বলতেই হেন, অল্পকৈ সৈন্ত হতোমধ্যে মেঘের পরিচালনা কবেছে।
তাব আপনার দিনী ফেরান পথে বাধা দেবার জন্য আবাবলী
গিৰিনকট অবদান কবেছে তলেছে। 'আব একদল আজমীয়েব দিকে
ছুটেছে। বাগীনা: গুজবাটের সাহায্যার্থে সৈন্ত নিয়ে আসছে
মেঘারান আপনাকে একবারে দেওয়ালে ঘেঁষাব চেষ্টা করছে।

আলা। এত দৈর্ঘ্য চালাবে কে?

১ম চর। মেঘের বত বিজ্ঞ সবদান সৈন্ত পরিচালনার ভাব নিয়েছে।
কিন্তু কে কোথায় থাকবে, তা বলতে পারি না।

আলা। চিত্রাবে দইল কে?

১ম চর। বৃদ্ধ রাজা ভীমসিংহ। 'আব এক জন সিংহনী বীর নগরবক্ষক
ভাব নিয়েছে, তাব নাম গোবা।

আলা। হুঁ! বুঝেছি। তা হ'লে তুমি এখন বিশ্রাম কর গে। তুমি
যে চিত্তোদে প্রবেশ ক'বে এতটা সংবাদ আনতে পারবে, এটা বিশ্বাস
করি নি।

মন চব। আমি সন্ন্যাসী সেজে চিত্তোদে প্রবেশ করোঁছিলুম। চবের
কাণ্ডে পাবদর্শিতা লাভ করতে পারব ব'লে, আমি তিনদিন শাস্ত্র
সব অধ্যয়ন করোঁছি।

আলা। তোমার কাণ্ডেব যোগ্য পুংসব নাহি। তথাপি আপাততঃ
এই পুংসব নাও। িগাতে পৌঁছিলে অল্প পুংসব তোমার পাওনা
বইন।

চবের প্রস্থান

সংবাদেব প্রবেশ

মনবাও। জাঁতাপনা। এই সংবাদেব কথা! আনাদেব সৈন্ত সপ্তাহ
ধ'বে প্রাণগণে ব্ধ ক'বেও সহবেব ধোনও অনিষ্ট করতে পারিলে না,
এই সাতদিনেব ভেতরে নগর-প্রাচীরেব নানান মাত্র অংশও ভগ্ন
করতে আমবা সক্ষম হই নি!

আলা। তা হ'লে এখন কি করতে চাও?

মনবাও। আমাদের হুঁচু নগর অবরোধ করি।

আলা। অর্থাৎ?

মনবাও। অর্থাৎ যত দিন সম্ভব, নগরমধ্যে আগম-নিগমেব পথ-বোধ
ক'বে ব'সে থাকি। এ দিকে কতক যোদ্ধকে, গুহাবাট দেশ লুণ্ঠন
করতে নিযুক্ত করি, না খেতে পেলেই নগর বশে আসবে।

আলা। আর তিন দিন মাত্র সময় আমি নষ্ট করতে পারি, এর বেশী
পারি না। আমি ক্ষুদ্র গুজরাটেব জল, দিল্লী হাবাতে হুঁচু করি না।
জান কি, চিত্তোদে বণসজ্জাব বিপুল আয়োজন হুঁচু?

ওমবাও । কই, তা ত শুনি নি জাঁহাপনা ।

আলা । শোন নি, আমাব কাছেই শোন । এ কথা শুনে, তুমি কি
আব এক দিনও থাকতে সাহস কব ?

ওমবাও । তা কেমন ক'বে থাকতে পাবি ?

আলা । আমবা বাজধানী থেকে বহু দূবে । চিতোবী সৈন্ত যদি একবার
পথেব মাঝে আমাদেব গতিবোধ ক'বে বসতে পাবে, তা হ'লে দিল্লী
থেকে সৈন্ত সাহায্য পাবাব আব কোন উপায় থাকবে না ।

ওমবাও । তা হ'লে কি কবব, হুকুম ককন ।

আলা । আমাব পুনবাদের পয়স্তু যুদ্ধ স্থগিত বাখ ।

ওমবাও । যো হুকুম । তা হ'লে কি সৈন্ত নিয়ে শিবির সন্নিবেশিত
ক'বে বসে থাকব ?

আলা । সমস্ত হয়ে ব'সে থাকবে । যেন আদেশ মাত্র মুহূর্ত্তব ভেতর
তাদের সমাবেশ কবতে পাব । আমি আব দুইদিন মাত্র সময়
অপেক্ষা কবব ।

ওমবাও । বো হুকুম ।

প্রশ্ন।

আলা । কে আছ ? পাঠনপতিকে সেনাম দাও ।—ব'লে, সকলে
প্রাণপণে যুদ্ধ কবছে । ভাবে মূৰ্খ । প্রাণপণে যুদ্ধ কবলে কি কখন
বাজ্য জয় হয় ? শশকও ছোটো, কুকুরও তাব পেছন পেছন
ছোটো । শশক ছোটো তাব প্রাণেব জন্ত, কুকুর ছোটো তাব মনিবেব
মনস্তুষ্টিব জন্ত । এ দুই ছোটোতে কত প্রভেদ ! কুকুর শশকেব সঙ্গে
ছুটেতে পাববে কেন ? গুজব্বাটবাসী স্বাধীনতা বক্ষাব জন্ত, ধর্ম্মবক্ষাব
জন্ত, জীপুত্রব মর্যাদা বক্ষাব জন্ত প্রাণপাত কবছে । উৎপীড়নে সে
প্রাণেব প্রসাব বৃদ্ধি কবে, কখন হাস কবতে পাবে না । দেশ জয়

করতে হ'লে, বিশ্বাসঘাতক হওয়া চাই। ধর্মের নামে, অধর্মের গোপনক্রিয়ায়, দেশবাসীকে আত্মরক্ষায় অস্ত্র হ'তে বঞ্চিত করা চাই; দেশের কুলান্বারের সহায়তা চাই। যেখানে আলোক, তার পাশেই অন্ধকার। ঈশ্বরের রচিত দুনিয়াতেই শয়তানের বাস, যেখানে স্বদেশহিতৈষী, তার পাশেই স্বদেশদ্রোহী নীচাশয়। এইবারে আমি গুজবাট জয়েব জন্ত, এই সব তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ব্যবহার করব—সাতদিনে তোমরা যে কার্য্য করতে পার নি, সে কার্য্য আমি এক দিনে নিষ্পন্ন করব। আহুন রাজা! আমি শুনেছি, আপান বংশগোরবে রাজপুতদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

গানপতির প্রবেশ

পাঠন। তা যা শুনেছেন, তা কতকটা ঠিক। আমি অগ্নিকুল প্রমার বংশ।

আলা। তবে চিতোর আপনাদেব মধ্যে প্রধান হ'ল কি ক'রে?

পাঠন। কি ক'বে হ'ল যে, মাত্রাট সেই কথা নিয়ে আজও ভাট্টাদের মধ্যে তর্ক চলেছে। তবে একটা মীমাংসা তারা ক'বে ফেলেছে। তারা যখন আমার কাছে আসে, তখন বলে আমি শ্রেষ্ঠ। আবার যখন রাণার কাছে যায়, তখন বলে রাণা শ্রেষ্ঠ।

আলা। ভাল, আমি তর্কের মীমাংসা ক'বে দিই?

পাঠন। মীমাংসাটা করা দরকার হয়ে পড়েছে। কেন না, রাণার অহঙ্কারটা আমার আর সহ হচ্ছে না।

আলা। আমারও সহ হচ্ছে না। বড় বংশ মাথা হেঁট ক'রে থাকে, এ আমার দেখতে বড় কষ্ট হয়।

পাঠন। তা ত হবেই—আপনি হচ্ছেন দিল্লীর বাদশা—তার ওপর বড়

বংশেব ছেলে—খিনিডী—কত উচু—হিন্দুকুশ পর্বতেব মাথা থেবে
দখা কবে মাটিতে নেমে এসেছন।

আলা। বিশেষতঃ আপনি আমাব বন্ধু।

পাঠন। আমাব কত বড় অদৃষ্ট।

আলা। ভাগ দোস্ত। আমি যদি বাজপুতনার ভেতনে আপনাকে
শ্রেষ্ঠ স্থান দেবাব চেষ্টা করি।—

পাঠন। আপান চেষ্টা কনেন না য় কি।

আলা। ঠিক আপনাকেও একটু সাহায্য কবো হবে।

পাঠন। সাহায্য? আমাকে?

আলা। আমা আপনাব মৈত্র সাহায্য চাই না—বেবন জানতে চাই,
কোন স্তম্ভ পথ দিবে চাতান টাঙ্গিত হ'তে পারি কি না?

পাঠন। এান থেকে চিত্তাব পৌছাবাব অনেক পথ আছে।
সিবেচীল পথ, আবাবলার পথ, আজমীরে পথ।

আলা। পাঠনবাজ। এসকল পথ তেমন স্তম্ভ নয়।

পাঠন। না, ততটো স্তম্ভ নয়।

আলা। তা'লে—

পাঠন। তাই ত, তাই হ'লে।

আলা। শোন বন্ধু! ননের ভাব গোপন ক'বে আনাব সম্প্র কথা বইবে
আনি বন্ধুত্বেব স্তম্ভ পাব না। আমাব ইচ্ছা, হিন্দুব সঙ্গে মোহাদ্দ্য
বন্ধুত্ব আবদ্ধ হয়ে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য তাই চাই, যি'ল সিংহাসনে
উভয়েব তৃতীয় সম্প্রভ ক'বে দিও।

পাঠন। অতি মত উদ্বেগ।

আলা। সে উদ্বেগ নাননব জন্তু আপনাব সাহায্য প্রয়োজন, চিত্তাবে
দার্শনিক বাণীব জন্তু আমি, ইচ্ছা কার্যে পরিণত কবতে পারাছ না।

আপনি বুদ্ধিমান। বাজপুতনাব শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অধিকার কবাব এ
 শ্রবোগ আপনি ত্যাগ কববেন না। আমি বহু সৈন্ত নিয়ে এখানে
 উপস্থিত। চিত্তোৎসব মনে মনে সংকল্প। শুদ্ধবাট ভব অধিগা
 মাত্র। অজ্ঞাত পথ দিবে, যে পথে চিত্তোৎসব আপনাকে চিৎসন
 নিঃপদ মনে ক'বে গেছে,—সেই পথ দিবে তাকে অতর্কিতভাবে
 আক্রমণ কবব। আপনি কেবল সেই সুগম পথটা ব'লে দিন।

১০৮। আচ্ছ, পথ আছে, সুগম—অতি সুগম! কিন্তু বাক্যে যে
 জাতি ন বহি না পড়াট।

১০৯। বৃদ্ধিতে গোণোছ, পথ আপনাব বাধ্যমধ্য দিয়ে—

১১০। নাজ্য কেন—আমাব মধ্য দি স—তাই বা কেন—
 আমাব বাক্যে ভেদে—আমাব বকেব ওগো নিয়ে।

১১১। আপনি চিত্তোৎসব ভয়ে, যে পথ দিতে সাহস কবছেন না?

১১২। ত দিন চিত্তোৎসব জামসায় না হয়, ততদিন বেন ক'বে
 গাবি?

১১৩। আমি বাক্যে বাব। এমন নীপবে বাব যে, পাঠনবাসাব নিদ্রাব
 বাধ্যত হবে না।

১১৪। আ! আপনি যেতে পারেন, তা হ'লে কবেব ওপদ। দ্বৈত চ'লে
 গন না।

১১৫। তা হ'লে আপন আসুন, সময়মত আমি আপনাব সাংগ্য
 প্রার্থনা কবব। কিন্তু এ কথা বেন তৃতীয় ব্যক্তিব কণ্ঠগত না হয়।

১১৬। বা! এতাক একটা কথা! আপনি ক তা হ'লে শুদ্ধবাট
 জয় কববেন না।

১১৭। আমি কি বন্ধ, দেশ জয় কবতে বেবিষেছি। আমি হিন্দুস্থানের
 সমস্ত অধিবাসীকে, হিন্দু মুসলমানকে এক কবতে বেবিষেছি।

মানুষকে এক কববাব ছুই উপায়—প্রেমেব উত্তাপ, আব শক্তিব চাপ। প্রেমে গ'লে গেলে শত্রু মিত্র ভেদ থাকে না, মানুষে মানুষে মিলে যায়। যেখানে প্রেমে কার্য্যাসিদ্ধি হয় না, সেখানে শক্তি। প্রেমে গুজবাটকে দিল্লীব সাম্রাজ্যেব সঙ্গে এক ক'বে নেব। চিত্তোবকে এক কবব শক্তিতে।

পাঠন। কি মহত্ব।—কি মহত্ব।—তা প্রেমটা কোন জাতীয়—উদ্গু ন
অপোগু ?

আলা। সে কি বকম ?

পাঠন। আজ্ঞে সম্রাট প্রেমটা ছ'বকম আছে। একটাতে মানুষ নাচে, আব একটাতে গুম হয়ে ব'সে যায়। কিন্তু ফল দুয়েই এক। এহ আপনাদের ভেতবে কেউ কেউ খোদাব নাম নিয়ে নাচে, আমাদের ভেতবে কেউ হবি হবি, কেউ বা হব হব বোলে নৃত্য কবে তাব না- উদ্গু প্রেম।

আলা। আব একটা ?

পাঠন। তাতে একটু আনুদায়িত কেশ, একটু বিগলিত বেশ—একটু মৃদুহাস্য, একটু মিঠে লাস্য—আব ত সব বুঝতেই পাবলেন—একবার সেই প্রেম-প্রতিনাকে দেখা—আব হাটুতে নাখা বেখে গুম হয়ে বসা।
আলা। বেশ বেশ। এ আমোদ উপভোগ বর্ণক্ষেত্রে কববাব বড সুরবিব হ'ল না বন্ধু—ব'নে কবা যাবে।

পাঠন। যথা আজ্ঞা।—যথা আজ্ঞা।

প্রস্থান

আলা। দিল্লীব চাঁড়িয়াখানায় যতদিন না তোনায পূবতে পাবছি, তত দিন আমাব আমোদ হচ্ছে না। তোমায মতন ভাঁড় রাজা চাঁড়িয়া খানায় বাস কবাবট যোগ্য।

প্রতিহাবীর প্রবেশ

প্রতিহাবী। জাঁহাপনা! একজন গুজবাটী সবদাব।

খালা। শিগগির নিষে এস।—আব যতক্ষণ হুকুম না কবব, ততক্ষণ আব কাউকেও এখানে আসতে নিষেধ ক'ব।

প্রতিহাবী। যো হুকুম!

এস্থান

খালা। চাবিদিক থেকে আশা বাহুজাল বিস্তার ক'বে আমাকে আবদ্ধ কবতে আসছে। চিতোর আপনাব কোশলজালে আপনি আবদ্ধ হচ্ছে। আমাকে ধববাব জগ্ন ফাঁদ পাতছে, আমি এক অজ্ঞাত প্রদেশ দিয়ে, বাজেব মতন, অবক্ষিত চিতোবেব বুকে পড়ব। আব গুজবাট! তোমাব বাণী খানাব পার্শ্বশোভনী হবাব জগ্ন লালায়িত। তোমাকে দাদীদ সাম্রাজ্যভুক্ত কবা আমাব ইচ্ছা।

সদ্যাবীর প্রবেশ

সব। জাঁহাপনা, সেলাম!

খালা। আব সেলামে কুণ্ডে না—কাজেব কথা বব।

সব। কাজেব কথা ত বলছিই জনাব! আপনি অচ বাএ পূর্ব ফটক দিয়ে সহবে প্রবেশ ককন। সমস্ত প্রধান সন্দাববা আপনাব সহায়তা কববেন। তাঁদেব সাহায্যে আপনিই বাণীব উদ্ধাব ককন।

খালা। তোমবা সকলে একমত হ'বে পাবলে না?

সব। একমত কি জনাব! সমস্ত হিন্দু সবদাব আপনাব পক্ষ। এক বিপক্ষ কাফুর খাঁ। তাঁকে কিছুতে কোন প্রলোভনে আমবা সম্মত কবতে পাবলুম না। বাণী তাঁবই আদেশে দুর্গ-গৃহে বন্দিনী।

আলা। বেশ, অত্ন বাত্রেই আমি গুজবাট প্রবেশ কবব। দেখ, সকলে একমত হ'লে, আমাকে আব শত্রুভাবে প্রবেশ করতে হ'ত না। গুজবাটেব বাণী কমলাদেবী দিগীশ্বরী হবেন। আমি সেই দিগীশ্বরী প্রতিনিধিস্বরূপ হয়ে তোমাদেব নন্দে পান আওবেব আদান প্রদান কবতে পাবতুন।

সব। আশাদেবও ত তাই ইচ্ছা ছিল জনাব। কিন্তু কি ক'বব, অদৃষ্ট।
আলা। বেশ, আজ বাবেই আমি গুজবাট প্রবেশ কবব। বান্দব না কে ন'দটকে আছে?

সব। তাল পাশ্চিম ফটক বন্ধা ক'ছেন।

আলা। বেশ, তোমরা প্রস্তুত হওগে।

সব। বে' হুকুম।

প্রথম গুমবাগ'র ব'হর

আলা। 'আজ বাত্র 'দ্বিতীয় প্রহবে পঞ্চাশ হাজাব দৌজ নিয়ে, তুমি পশ্চিম ফটক আক্রমণ কব। প্রবেশ কবতে না পাব, গুজবাট সৈন্যকে আদল দাখ। আমিও অত্ন আদেশ ব্যতীত হানত্যা ক'ব না।

গুমবাগ'। বে' হুকুম।

ষষ্ঠি দৃশ্য

গুজবাটী দুর্গতোবণ

সিপাহীদ্বয়। নৈপন্যে রণবাণী ও কাণাল

ন। সিপাহী। অবসন্ন শব্দ। বেশ সঙ্কল্প বজ্রাঘাতে হিমান্বয় বিচূর্ণ হয়ে
গেল। দেখ, দেখ—শীঘ্র দেখ, ব্যাপার বি।

সিপাহী। আব ব্যাপার। কি রেখাত হ'ল না - ও বে'ঝা গেছে।
দিনীক সৈন্ত্য বুঝি পক্ষি টেক ভেঙ্গে সহবে প্রবেশ করলে। হাব,
‘ত দিন পক্ষি গুজবাটী'র শব্দ। হা বিনুপ্ত হ'ল। রাজার মৃত্যু'র পক্ষ
তই মাস সময়ও বি'হ হ'ল না।

ম সিপাহী। হতাশ হ'ল কেন দু'মি দেখ না।

সিপাহী। এখানে খোঁজ এতু দেখতে পাওয়া গিয়েছে না।

সিপাহী। হাবও একটু উপর, দুর্গপ্রাচীরে উঠে দেখ। চাঁবিদিক
দেখ। প্রাচীর বড়ই গাঢ় হ'ল উঠেছে।

সিপাহী। উঃ, কাঁচাবে কাঁচাবে সৈন্ত্য।

সিপাহী। আমাদের নয়? নিশান দেখ।

সিপাহী। ধূসর ধূসর দিক্ আচ্ছন্ন দর্পের সঙ্গে উঠতে উঠতে যেন
পর্কিত শিখর গ্রাস করতে চলেছে। সন্ধ্যার মুখ গাঢ় দেখতে
পাওয়া যাচ্ছে না। এক? অন্ধকার প্রাচীরে অন্ধিত ও কাঁচ বিজয়
নিশান নগরতোবণে প্রোথিত হ'ল? ও ত আমাদের নয়—
আমাদের নয়!

সিপাহী। তবে আব কেন ভাই, নেমে এস।

২য় সিপাহী। ভাই, কি শোচনীয় দৃশ্য! অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্নিত নিশানেব
আবরণে দিল্লীর উৎসাহপূর্ণ উল্লসিত অগণ্য সৈন্তেব বেষ্ঠনে মাথা হেঁট
ক'বে, অন্ত্রশূন্যহস্তে আমাদের পরাজিত সৈন্ত নগবে প্রবেশ কবছে।
কি শোচনীয় দৃশ্য! সঙ্গে সঙ্গে হতমান সবদাব।

১ম সিপাহী। আব ও দৃশ্য দেখছ কেন ভাগ্যলক্ষ্মী বাদশাকে বণ
কবলেন। 'আব কোন দিকে কিছু দেখছ?

২য় সিপাহী। ধস্ত ধস্ত!

১ম সিপাহী। কি কি! বল ভাই, এখনও যদি কোন আশাব সংবাদ
থাকে, শীঘ্র বল।

২য় সিপাহী। ধস্ত কান্দুব! ধস্ত তোমাব বীবত! সার্থক বাজা
তোমাকে ক্রব ক'রে এনেছিলেন। তুমিই পবলোকগত প্রভুব মর্যাদা
নাথলে। আমবা আজন্ম গুজবাটে বাস ক'বেও বা কবতে পাবলুম
না, তুমি ত'দিন এসে তাই কবলে! হও তুমি মুসলমান, তুমিই
জন্মভূমিব প্রিয়সন্তান। আমরা মাতৃবাতী কুলান্দাব।

১ম সিপাহী। নেমে এস, নেমে এস।

২য় সিপাহী। এ কি! এ কি সর্বনাশ?

১ম সিপাহী। কি?

২য় সিপাহী। বাণী একটি প্রকাণ্ড মই দিযে দুর্গ-প্রাচীরেব বাইবে ঢলে
গেলেন। কি সর্বনাশ হ'ল!—গুজবাটেব স্বাধীনতা গেল—সঙ্গে
সঙ্গে ধ্বংস গেল। কি সর্বনাশ হ'ল—কি সর্বনাশ হ'ল?

প্রশ্ন ন

দেহের প্রবেশ

দূত। দোহাই গুজবাটবাসী! আব এক দিনেব জন্ত নগর রক্ষা কব।
নিশ্চয় বলছি, কাল তোমাদের কর্মের অবসান হবে। এক মহাবীর

তোমাদের সহায়তার জন্য সৈন্ত নিয়ে আসছেন। দোহাই! এত-
দিন প্রাণপণে জন্মভূমির জন্য যুদ্ধ করে মুক্তির মুহূর্তে স্বাধীনতা
বিসর্জন দিও না। দোহাই—দোহাই!

প্রস্থান

কাকুরের প্রবেশ

কাকুর। ফিরে আয় কাপুরুষ, ফিরে আয়। দেশ নষ্ট করতে বেইমানদের
সঙ্গে যোগ দিস্ নি। আমরা এখনও বেঁচে আছি। শুধু বেঁচে
নয়, যুদ্ধে শত্রুকে হটিয়ে বীবগর্বে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছি।
আমাদের চতুর্গুণ সৈন্ত নিয়ে ভীমবেগে আক্রমণ ক'রেও শত্রু এখন
তিন দিনবার এ ফটক থেকে ফিরে গেছে, তখন নিরাশ হয়ে সহস্র
শতক হাতে ভলে দিস্ নি। এর পরে নিত্য অপমান, লাঞ্ছনা ও
বিজয়ী পদাধাত মেনে তোদের দিন কাটাতে হবে। ফের—এখনও
ফের। কেউ দি : না। যা, ম'নে জাহান্নমে যা। তোদের রানীর,
তোদের স্ত্রীপুত্রের ইমান যদি তোরা নিজে রক্ষা না করিস্, তা হ'লে
যা, সকলে জাহান্নমে যা।

মুন্সিফের প্রবেশ

মুন্সি। আর লোক ডেকে লাভ কি জনাব, আর বাধা দিয়েই বা ফল
কি? রাণী বাদশার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন! এক সিঁড়ি
সংগ্রহ ক'রে, তাই দিয়ে পাঁচিল পার হ'য়ে, তিনি নিজে সম্রাট
শিবিরে উপস্থিত হয়েছেন।

কাকুর। বাক্, তবে আর কি! অভ্যমানী গুজরাটপতির স্ত্রীর এই
পরিণাম হ'ল! হিন্দুর ধর্ম-রক্ষার জন্য সমস্ত হিন্দু রাজাদের সাহায্য
চাইলুম, কেউ এল না! চিতোরও এল না! তা হ'লে বাদশার

হাত থেকে যদি প্রাণ রক্ষা হয়, যদি কখনও অবকাশ পাই, তা হ'লে প্রতিজ্ঞা করছি, এই স্বার্থান্ধ মনুষ্যত্বহীন হিন্দু রাজাদের একবার শিক্ষা দেব।

পরি। আপনি একবার আসুন, রাণী আপনার সঙ্গে সাক্ষাতেব অভিলাষ করেন।

কাফুর। কোথায়? হেটমুণ্ডে শত্রু শিবিরে? তোমাদের রাণীকে ব'ল, দাসের ধর্মরক্ষা করতে, আমি তার অস্ত্র সমস্ত আদেশ পালন করতে পারি, কেবল প্রভুপত্নী ব'লে কাছ গিয়ে মাথা হেঁট করতে পারি না।

কমলাদেবীর প্রবেশ

কমলা। কাফুর!

কাফুর। কি রাণী?

কমলা। তুমি ধার্মিক-চুড়ামণি। আমি কিন্তু ধর্মত্যাগিনী। তথাপি পরলোকগত রাজাব নামে, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করবে?

কাফুর। বিশ্বাসযোগ্য হ'লে করব।

কমলা। আমি প্রতিহিংসার বশবর্তিনী হয়ে ধর্ম ত্যাগ করতে চলেছি, মৃত্যুভায়ে স্বামী আমাকে আদেশ দিয়ে যান, যদি কখন চিতোররাজ কর্তৃক আমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পার, তবে জানব তুমি আমার স্ত্রী। যদি এম জন্তু তোমাকে ধর্ম ত্যাগ করতে হয়, প্রত্যস্তব গ্রহণ করতে হয়, তথাপি তুমি আমার স্ত্রী! প্রতিশোধের উপায়ান্তর না দেখে আমি মুসলমান সম্রাটের পরণাম হয়োছ। ক্ষুদ্র গুজরার রাণী হয়ে যখন কিছু করতে পারলুম না, তখন ভাবত সম্রাজ্ঞী হ'বাব

বাগনা হ'ল। দেখব, আশ্বনাশ ক'বে ও চিত্তোবেব সর্বনাশ কবতে
পাবি কিনা।

বাহুব। সত্য ?

কমলা। এল একটি কথাও মিথ্যা নয়, মনেব একটি কথাও তোমাব
কাছে গোপন কবি নি। প্রভুভক্ত বীব। আমি তোমাব পরলোকগত
প্রভুব নাম ক'বে, তোমাব কাছে সচাযতা ভিক্ষা কবি। সম্রাট
আমাকে দিয়ে তোমাকে নিমন্ত্রণ ক'বে পাঠিয়েছেন।

। দীনব প্রাণ

মায়া। সম্রাট মিজেই নিমন্ত্রণ ক'বে এসেছে। বীবেশ্রেষ্ট। এট যুদ্ধে
তুমি আমার সর্বগ্রাণ শত্রু ব'বেহ, আমি তোমাব মিত্রতা বাঞ্ছা
কবি। তুমি এসে দ্বিতীয় সম্রাটব সেনাপতিত্ব গ্রহণ কব।

বাহুব। সম্রাট। যদি প্রাজ্ঞা করেন, আমি এখন হিন্দুহানিব যে
বাজায় বিকল্পে অভিযান কবতে চ'চ্ছা কবব, আপনি সম্ভ্রষ্ট মনে
তা'ব অন্তর্গমন ক'রবেন, এব আমি আপনাব গোসামী গ্রহণ কবতে
পাবি।

বীলা। কাফুর। প্রতিজ্ঞা ক'বছি, তুমি যদি আমার বিকল্পে অস্ত্র
ধবতে ঢাও, আমি তৎক্ষণাৎ তোমাকে গলা বাড়িয়ে দেব।

কাহুব। (আলাব পায়ে অঙ্গ গাখিয়া) জাহাপনা! গোলামেব
সেলান গ্রহণ ককন।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গিরিসঙ্কট

উজ্জীর

উজ্জীর। এ কি চিতোরীর চরিত্র? এ কি চিতোরীর প্রতিজ্ঞা? এ কি আতিথেয়তা? একটা অপরিচিতা মুসলমান মহিলার আবেদনে, এরা কি না সমস্ত চিতোরী অম্লান বদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চলেছে! রাণা কি না একটা ভুচ্ছ ভিখাবিধীর মর্যাদা বাথতে, বংশের প্রদীপ, চিতোরের ভাবী রাণা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নির্বাসিত করে দিয়েছে! তার অপরাধ—সে কি না বথাসময়ে অপরাপর সরদারদের সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থানে উৎসাহিত হ'তে পারে নি! অথচ মৃত্যুকে সম্মুখে ক'রে সে সাহসী যুবক, অভিযানের পূর্বস্মরণে পিতার কাছে উপস্থিত হচ্ছিল! এ কি উন্নত ধর্মজীবন! এই হিন্দুজাতিকে আমরা চিনতে পারলুম না! সামান্য আত্মীয়তায়, অতি সহজে বাদের আমরা আপনার করতে পারতুম, ক্ষুদ্র স্বার্থে, নীচ অভিমানে, চক্ষে ইচ্ছাপূর্বক একটা মোহের আবরণ দিয়ে আমরা কি না তাদের দেখেও দেখলুম না, এক ঘরে বাস করতে এসেও তাদের কি না দূরে দূরে রেখে দিলুম! অথচ যে শক্তি-সাধনের উদ্দেশ্যে তাদের প্ররোচিত করতে চলেছি, তাদের আত্মীয়তায় আবদ্ধ করতে পারলে, সেই শক্তি

শতশ্রেণী বর্জিত হ'ত। হিন্দুস্থান আত্মকলতে বীৰশূন্য হ'ত না !
হীনবীর্য্য হ'য়ে জগতে বীৰত্বের কেন্দ্রভূমি হ'তে পাবত।

নন্দা। বানব প্রাণ

নন্দী। পিতা।—

উজ্জীব। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, এক প্রাণহীনকে বরণ করিলি। অগ্রপশ্চাৎ
না ভেবে একটা দেশকে নষ্ট করতে চলিলি। এমন সোনার দেশ,
এমন সোনার মানুষ্য, দেবকুমারের মত এক একটা বাসক, যেখানে
হাসিভরা মুখ দিয়ে স্বর্গের আলোক প্রতিফলিত স্বর্গীয় প্রাণপূর্ণ
চিত্রের মত যুবে বেড়াচ্ছে, সেখানে সাধ ক'বে বা অশকাস্য
আবাহন করিলি মা।

নন্দী। অকণাসংহক দেখেছ ?

উজ্জীব। তাকেও দেখেছি, তাব তেলোতবী বকুকেও দে'ছি, বীৰত্ব
গর্ভভরা তাব বাপের সংসার দেখেছি—অতিথি হ'ব আদর পেয়েছি,
—আব কোদছি।

নন্দী। শুধু কাঁদণে ত হবে না, আমাকে ত বক্ষে বসন্ত হচ্ছে। বাণীর
ঘাবল সে অমূল্য বস্তু ত আবার ঘবে আনতে হচ্ছে। নহ'ল চিত্তোৎসে
আমি যে লোক সমক্ষে বেরতে পারছি না।

উজ্জীব। বাণা না ফিবলে ত কিছু করতে পারছি না। বস্তু বাণা যে
ফিববে তাব কিছুমাত্র শ্রিতা নেই। তাঁব ক্ষেবণা পুস্ক চিত্তোৎসে
বিপদ না হয়, তবেই বক্ষা। চিত্তোৎসে সৌভাগ্য সম্বন্ধে আমি বড়ই
সন্দিষ্ট হয়েছি।

নন্দী। আপনাব সন্দেহের কারণ ?

উজ্জীব। তুমি ও আলাউদ্দীনকে চিনেছ ?

নসী। না পিতা ! এখনও চিনতে পারি নি। তাকে যখন আত্মসমর্পণ করি, তখন বুঝেছিলুম, সে দেবতা। তৎকর্তৃক অপমানিত হয়ে যখন আমি দিল্লী পবিত্র্যাগ করি, তখন বুঝেছিলুম সে শয়তান। যখন এই নগরব সন্নিহিত পার্বত্যপথে, এক আততায়ী বালককে সে কোণে ক'বে আমার হাতে সমর্পণ করে, তখন বুঝেছিলুম, সে মানুষ। তা'ব প'ব যখন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, জল্লাদেব হাতে সমর্পিত আপনাকে অক্ষতদেহে জীবিত দেখলুম—তখনই আমার সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে। সে যে কি, এখন আমি বুঝতে পারছি না।

উজ্জীর। সে রাজা। সে হুনিষায় রাজত্ব করতে এসেছে। বাজ্যবিস্তারই তা'র অভিলাষ। সে যখন মানুষ, তখন তাতে দয়া, মায়া, মমতা সমস্তই আছে। সে যখন রাজা, তখন দয়া, মায়া, মমতা তা'র ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে সে দেবতা হ'তে পারে, আবাব ইচ্ছা করলে সে শয়তান হ'তে পারে। সে যে তোমাকে প্রীতি করে না, এটা আমার মনে হয় না। কিন্তু রাজ্যবৃদ্ধির জন্ত যদি প্রীতি'র বিসর্জন দিতে হয়, পিতৃব্যকে হত্যা করতে হয়, আমাকে নির্বাসিত করতে হয়, তা সে অনায়াসে করতে পারে। যদি গুজবাতের বাণীকে বিবাহ করলে রাজ্যবৃদ্ধি হয়, তা হ'লে সে বিবাহের জন্ত প্রস্তুত—যদি চিত্তো'ব ধ্বংসে রাজ্যবৃদ্ধি হয়, তা'র আলাউদ্দীন চিত্তো'বের সর্বনাশে ইতস্ততঃ করবে না।

নসী। তা হ'লে ত সর্বনাশের কথা কইলেন পিতা।

উজ্জীর। যদি সে আত্মহারা না হয়, তা হ'লে অতি অল্পদিনে'র মধ্যে সমস্ত হিন্দুস্থান তা'র পদানত হবে। তুমি বোধ হয়, তা'র পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলে ?

নসী। হযেছিলুম। সম্রাট আরবী, পারসী, সংস্কৃত তিন ভাষাতেই সুপণ্ডিত।

উজীর। কিন্তু ছুই বৎসব পূর্বে কোনও ভাষাতে তার অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না!

নসী। বলেন কি?

উজীর। এখন বোঝা সে কত বড় শক্তিমান! আশ্চর্য্য হলে সে যদি শক্তিব অপলাপ না করে, তা হ'লে হিন্দুস্থানে এমন কেউ নেই যে, তার সাম্রাজ্য-বিস্তারে বাধা দেয়।

নসী। রাণা লক্ষ্মণসিং?

উজীর। বাণা ধর্ম্মবীর। কিন্তু তার কাজ দেখে তাঁকে বন্দবীর ব'লে ত বোধ হয় না। উদ্দেশ্যেব গুরুত্ব নিয়ে কর্ম্মের গুরুত্ব, এক জন ভিত্তারিণীব অভিমান রাজ্যে রাখতে তিনি যে চিত্তোৎসাহ নগণ্যে বিপন্ন করতে চলেছেন, এতে ধর্ম্মের রাজ্যে তাঁব কাজ গৌরবাস্বিত্য হ'তে পারে, কিন্তু কর্ম্মের রাজ্যে তা নিন্দাই। এই সময় যদি কোন প্রবল বহিঃশত্রু চিত্তোর আক্রমণ করে, তা হ'লে চিত্তোব রক্ষণ করবে কে? যদি আলাউদ্দীনই রাণার চক্ষে ধূলি দিয়ে চিত্তোরে এসে উপস্থিত হয়?

নসী। তাই ত পিতা, তা হ'লে কি হবে?

উজীর। কি হবে, তা এক সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকার্য্যের নিয়ন্তা ভিন্ন আর কে বলতে পারে? তবে আমি আছি কেন তা জান?

নসী। অভাগিনী কন্টার মানরক্ষাব জন্ত।

উজীর। কতকটা সে কারণে ঘটে ॥ কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। তুমি জান, চিরদিনই আমি দাস্তিক। দরিদ্র ভিত্তারীবেশে যখন আমি হিন্দুস্থানে প্রবেশ করি, তখনও পর্য্যন্ত একমাত্র দস্ত আমার সম্বল ছিল।

গর্বিত সৈয়দ বংশে আমার জন্ম। আমি অর্থ প্রলোভনে, ঐশ্বর্যের প্রলোভনে, এমন কি রাজ্য প্রলোভনেও গর্ব বিসর্জন দিই নি। তোমাকে স্মরণী দেখে, কত আমীর-ওমরাও এই গর্বিত ভিখারীর শরণাপন্ন হয়েছিল। বুদ্ধ জালালউদ্দীন পর্যন্ত তোমাকে আমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিল। সে ভিক্ষা দিলে, আজ আলাউদ্দীনকে দিল্লীর সিংহাসন পেতে হ'ত না—আমিই হিন্দুস্থানের সম্রাট হ'তুম। বংশ-সম্মানের জন্ত আমি হিন্দুস্থান পুণ্ডার পরিত্যাগ করেছি। কিন্তু নসীবন, সে অহঙ্কার আমার চূর্ণ হয়ে গেছে। ভিখারী হয়ে আনি যা রক্ষা করতে পেরেছলুম, উজার হয়ে তা পারি নি। ভিখারী কত্কা নসীবন গর্ববক্ষা করেছিল, উজীর কত্কা নসীবন সে গর্ব আলাউদ্দীনের হাতে উপঢৌকন দিয়েছে। তখন বুঝেছিলুম, নিজের মান নিজে ভিন্ন অস্ত্রে রক্ষা করতে পারে না।

নসী। তবে কেন পিতা এ মর্যাদাহীনার জন্ত কষ্ট পান?

উজীর। এই যে বললুম মা, সম্পূর্ণ তোমার জন্ত নয়। শুধু তোমার হ'লে অনেক পূর্বেই এ স্থান ত্যাগ করতুম। অবশ্য ক্রোধে নয়। ফকীর আমি, উজীরের ক্রোধ সেই আলাউদ্দীনের শিবিরেই রেখে এসেছি। বিশেষতঃ আমার বেন মনে হয়, তুমিই আমাধ ফকীরীর সহায়তা করেছ, তুমিই আমাকে স্মৃতি করেছ।

নসী। তা হলে কিসের জন্ত আছেন পিতা?

উজীর। আছি কতকটা তোমার জন্ত, আছি কতকটা ধর্মপ্রাণ চিতোরীর জন্ত, আর বেশীভাগ আছি, আমার সে অহঙ্কারের জন্ত। ফকীরী নিয়েছি, কিন্তু উজীরী বুদ্ধিটি গাণ্ডে ফেলে দিয়ে আসতে পারে নি। আমি আলাউদ্দীনের গতিবিধির ভাব দেখে বুঝেছি, সে রাণার চক্ষে ধূলি দিয়ে চিতোর আক্রমণ করবে।

আমি এখন আমার সেই বুদ্ধির পরীক্ষা করতে ব'সে আছি। যত দিন না রাণা নিরাপদে চিতোরে ফিবে আসছে, তত দিন চিতোর ত্যাগ করতে পারছি না। যদি ইতোমধ্যে আলাউদ্দীন চিতোরে এসে উপস্থিত হয়, তা হ'লে যথাসাধ্য তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে চেষ্টা করব। সে এসে দেখবে, যে এখানে শুধু সরল বিশ্বাসী চিতোরা নেই, তা হ'তেও কুটবুদ্ধি আর এক জন লোক ঈশ্বরপ্রেরিত হয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছে।

নসী। তাই কি আপনি চিতোরের বাইরে এই পাহাড়ে অবস্থান করছেন ?
উজীর। আমি চিতোরের গ্রহরিকার্য্যে নিযুক্ত আছি।

নসী। আমার ভাই জানে ?

উজীর। সে চিতোরের বসক—তোমার ভাই—আমার পবগাখীর, আমি কি তার কাছে মনেব কথা গোপন করতে পারি ? ও কি নসীবন ? ওই পাহাড়ের আড়াল থেকে—নিঃশব্দে পিপড়ের মারের মতন—ও কি দীরে দীরে চিতোর-অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে ?

নসী। তাই ত পিতা ! ও যে মৈত্র—

উজীর। মৈত্র ! ঠিক দেখতে পাচ্ছ ?

নসী। ঠিক দেখতে পাচ্ছি।

উজীর। নসীবন ! শাগুগির যাও—তোমাণ ভাইকে খবর দাও।

নসী। আপনার বিশ্বাস, ও কি শত্রু মৈত্র ?

উজীর। নিশ্চয় শত্রু—প্রবল শত্রু—শাগুগির যাও, তোমার ভাইকে খবর দাও।

গোরার প্রবেশ

গোরা। খবর আর দিতে হবে না—আমি নিজেই উজীর সাহেবের কাছে খবর দিতে এসেছি।

হরসিংহের প্রবেশ

হর। হুজুর—হুজুর!

গোরা। থাম্—থাম্।

হর। এসে পড়ল—এসে গড়ল!

গোরা। আশুক্, থাম্।

হর। সর্বনাশ কবলে—কেল্লাব গায়ে এসে পড়ল!

গোরা। তোর কি—আমি তাদেন কেল্লাব ভেতর পর্য্যন্ত আনব।

তোর কি?

উজীর। চৈচিও না ভাই—চৈচিও না—জেগে আছ—শত্রুকে বুঝতে
দিও না। প্রস্তুত আছ?

গোরা। আছি।

উজীর। রাজা।

গোরা। আছেন।

উজীর। আমার উপদেশমত সৈন্ত রক্ষা করেছ?

গোরা। এক চুল এ-দিক ও-দিক করি নি। শত্রু-সৈন্ত অন্ধকারে
আমাদের বাহুবীর সৈন্তের একবকম গা দিয়েই চ'লে এসেছে। তব
তার কিছু বসে নি।

হর। ও হুজুর! পাটীলে নঠ লাগাচ্ছে।

গোরা। চোপ্—লাগাক না বেটা! গাছে তুলছি, বুঝতে পাচ্ছিস্
না। এর পর মই কেড়ে নেব!

উজীর। নসীবন! অস্ত্র ধবা ভুলে গেছ?

নর্স। না পিতা, ভুলি নি।

উজীর। তা হ'লে কৃতজ্ঞতা দেখাবার এই সময়—চ'লে এস।

গোরা। উজীর সাহেব কি অস্ত্র ধরবেন না?

উজীর। ফকীরী নিয়েছি, আর ওটা কেন বাপ্? মন্থণায় যদি তোমাদের রক্ষা করতে পারি, তা হ'লেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। নাও, চল—ঠিক হয়েছে, কোনও ভয় নেই।

প্রস্থান

হর। ও গাছে তুলছ—গাছে তুলছ।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

পার্কৃত্য পথ

সৈন্তগণের কোলাহল করিতে করিতে প্রবেশ

(নেপথ্যে—রণকোলাহল) পাঠানপতি ।

১ম সৈন্ত । পালাও, পালাও—যমের মুখে আর এগিও না । আমাদের
অর্দ্ধেক সঙ্গী শেষ । আব এগুলো কেউ বাঁচবে না । পালাও—
পালাও ।

পাঠান । বা—সব মাটা হ'ল । বিশ্বাসঘাতক স্বজাতিদ্রোহী হয়ে নিজের
রাজ্য দিয়ে সম্রাটকে আনলুম—অন্ধকারে অন্ধকারে চিতোর আক্রমণ
করলুম—কিন্তু কিছু কবতে পাবলুম না । কাল প্রাতঃকালে আমাব
বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাবে । আমার বাজ্য ভিন্ন গুজরাট থেকে
এদিক দিয়ে চিতোর আসবার অস্ত্র পথ নেই । প্রভাতে চিতোরীরা
বখন বুঝবে, আমি আমাব ঘবেব ভেতর দিয়ে শত্রুকে এনে চিতোরের
পথ দেখিবেছি, তখন কি তারা আমাকে রাখবে ? সর্বনাশ
করলুম ! জয়োৎফুল্ল চিতাব কালই আমাকে পাঠন থেকে দূর
ক'রে দেবে ! কি, ধ'রে বন্দী ক'রে চিতোরে এনে শূলে চড়িয়ে
দেবে ! বাদশা সম্পূর্ণ হেরে গেছে—তার সৈন্ত ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে ।
কে কোথায় গেছে, কে কোথায় আছে কি না আছে, ঠিক নেই ।
সর্বনাশ হ'ল ! সর্বনাশ হ'ল ! আবার এ দিকে আসে যে !
তা হ'লে ত গেলুম—(নেপথ্যে কোলাহল) ধরা পড়লুম ।

গোরা ও হরসিংএর প্রবেশ

গোরা। কে তুমি? খাড়া রও।

হর। পালালে মৃত্যু, খাড়া রও।

গোরা। কে তুমি?

পাঠন। আমি হিন্দু।

গোবা। হিন্দু।

পাঠন। হিন্দু ক্ষত্রিয়।

হব। শুধু হিন্দু। হিন্দুকুলতিলক। যেহেতু, তুমি মুসলমানের পক্ষ
হয়ে ক্ষত্রিয় প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছ!

পাঠন। বাধ্য হয়ে এসেছি—

গোবা। বেশ কবেছ। হরু! আর বিলম্ব কেন?

পাঠন। দোহাই। আমাকে মেরো না।

গোরা। সে কি ভাই ক্ষত্রিবধুরক্ষব—আমবা কি জলাদ? আর তাই
যদি তোমার বোধ হয়, তা হ'লে তোমাকে কি স্বর্গে পাঠিয়ে দিতে
পারি? তুমি যত কাল পার, বৈতে থাক। তোমার জন্ত 'যে' আরক
তৈরী হবে, তার কারিকব এখনও দেবলোকে সৃষ্টি হয় নি। র'গ,
বাবা—বিশ্বকর্মার বেটা বেয়াল্লিশকর্মা অগুরুক আছে। সে আগে
পুষ্টিপুত্ৰ, ব নিক, সেই পুত্ৰ ব নবক গজক—কান পর নমি ম'র।
দেখ হরু—ক্ষত্রিবধুরক্ষরের গোফে, য'র যে ন'ক'ন জাতভাই যুদ্ধক্ষেত্রে
মরেছে, তাদের বস্ত্র মাখিয়ে দে। যাও ভাই! এই গোলাপী
আতরের গন্ধ নাকে নিয়ে তুমি ক্ষত্রিয়জন্ম সার্থক কর।' যাও।

পাঠনপতির প্রস্থান

গোরা। ধরা পড়বে না কি রে বেটা! 'ধরা ত পড়েছে।'

হর। কোথায় হজুর—কখন হজুর?

গোবা। হেথায হজুব—এখন হজুব। যা তুই এই পথ ধ'বে যা।
 গিয়ে ওই পাহাড় আগলে দলবল নিয়ে ব'সে থাক। আমি ঠিক
 জানি, এখনও বাদশা পালাতে পাবে নি। যদি পালায়, তা হ'লে
 বুঝব, তোব দোষে। আমি চললুম, নিশ্চিত হয়ে চললুম।

হব। একেবারে নিশ্চিত হয়ে চললে হজুব?

গোবা। একেবারে। দোখস বেটা, যেন চোখে ধুলো দিয়ে পালায় না।

প্রস্থান

‘হব। হজুব কি তামাসা ক'বে গেল? সবাই পালাল, আব বাদশা
 পড়ে বইল। যাক্—হকুম তামিল কবি। সোক লঙ্কব নিয়ে
 পাহাড়ে চ'ড়ি।

প্রস্থান

নসীবনের প্রবেশ

নসী। তাই ত, এ কি ঠ'ল? সম্রাটকে দেখতে পাচ্ছি না যে। তবে
 কি কাধাবণ সৈনিকের সঙ্গে অন্ধকারে দিল্লীর সম্রাট বংশযায শয়ন
 করলেন? তা হ'লে তাঁর কি শোচনীয় পৰিণাম ঠ'ল।

উজ্জীরের প্রবেশ

উজ্জীব। নসীবন। আঃ কেন, স'বে এস।

নসী। কৈ পিতা। সমস্ত বংশের সন্ধান কবলুম, কিন্তু কোথাও ত
 সম্রাটকে দেখতে পেলুম না।

উজ্জীব। দেখাব প্রয়োজন?

নসী। দিল্লীর সম্রাট হীনবার্ত্তির ত্রায বাজোয়াবার নিম্মম মরুবক্ষে
 বান্ধবশূন্ত অবস্থায় প'ড়ে থাকবে?

উজ্জীর। দুৰাকাজ্জের পরিণাম চিরদিনই এই রকম হয়ে থাকে। তাতে
হুঃখ করবার কিছু নেই।

নসী। যদি প্রাণ থাকে, বাঁচবার আশা সত্ত্বেও শুষ্কযাব অভাবে সম্রাট
অমন অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দেবে ?

উজ্জীর। তুমি করতে চাও কি ?

নসী। আমি তাঁকে খুঁজব।

উজ্জীর। বেশ, গৌজ। আমি চললুম। আমার কার্য শেষ হয়েছে।
আর আমি এ দেশে অপেক্ষা করতে পারব না।

নসী। দোহাই পিতা। ক্ষণে-এক জন্তু অপেক্ষা করুন।

উজ্জীর। আর আমাকে মায়ায় জড়িও না নসীবন ! আমি ফকীর।

নসী। দোহাই, আজকেব মত কতাকে দয়া করুন। কাল আর
আপনাকে কোনও অনুরোধ করব না, আর আপনার গন্তব্য-পথে
বাধা দেব না।

উজ্জীর। দোহাই মা ! আর আমাকে আবদ্ধ ক'র না।

নসী। দোহাই পিতা ! একবার—আজ আমার শেষ অনুরোধ।

উজ্জীর। বেশ, খুঁজি দেখ।

ডভয়ের প্রস্থান

খালিউদ্দীনের প্রবেশ

আলা। অর্ধেক সৈন্স মৃত—অবশিষ্ট ছত্রভঙ্গ। কেবল দূরপ্রান্তরের
মরণোন্মুখ সৈনিকের দুটো একটা আর্ন্তনাদ ভিন্ন আর কোনও শব্দ
নেই। শৈলমালা নিস্তরু—নিস্তরু আকাশের কোলে মাথা তুলে সে
নিস্তরু তারকার সঙ্গে যেন ইঙ্গিতে কি পরামর্শ করছে। ইঙ্গিতে
আমার পরাজয়-বার্তা জ্ঞাপন করছে। একপ পরাভব আমার ভাগ্যে

আর কখন ঘটে নি! এ ভাবে শত্রু-কর্তৃক আর কখন প্রতারিত হই নি। নির্দ্রিতের ভাণ দেখিয়ে জাগ্রত চিত্তোব আমাকে প্রলুব্ধ ক'বে জালে বেবেছিল।

মোজাবরের প্রবেশ

মোজা। জাঁহাপনা! বেগমসাহেব হাজ্রাব সেলাম জানিয়ে ব'লে দিলেন, আপনি ফিরে আসুন।

আলা। বেগমসাহেবকে আমার সেলাম জানিয়ে বল, ফিরব কেন?

মোজা। তিনি বলেন, ভুচ্ছ চিত্তোব বশে আনবাব,—কি'বা জাঁহাপনাব ইচ্ছা হ'লে—ধ্বংস কববাব ঢেব সমব আছে।

আলা। এখন?

মোজা। এখন যুদ্ধজয়ী উন্নত চিত্তোবীব দেশে থাকবেন না।

আলা। পালাব?

মোজা। আঙ্কে, পালাবেন কেন, পালাবেন কেন? জাঁহাপনা হুনিষাব মালিক। আপনি কাব ভয়ে পালাবেন?

আলা। তবে?

মোজা। চিত্তোবীব দিকে পেছন ফিরে, লম্বা লম্বা পা ফেলে দিলীব দিকে চ'লে আসবেন।

আলা। তুমি এ বকম যুদ্ধে হাবলে কি কবতে?

মোজা। আনাব কথা ছেড়ে দিন।

আলা। তব স্ত্রী—

মোজা। আমি এ বকম যুদ্ধ করতুমই না, তাব আবাব হাব-জিত কি! যুদ্ধেব প্রাবল্লেই আমি বিশক্রোশ তফাতে প্রস্থান করতুম। বীরত্ব দেখাবার দবকাব হ'লে, সেখানে কোন গাছের তলায় ব'সে একটি

শটকাষ টান দিতে দিতে অশ্রুবী তানাকেব ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে
বীবন্তু দেখাতুম। এ কি বীবন্তু—না মনুষ্যত্ব ? অন্ধকাবে লড়াই—কেউ
কাউকে দেখলে না—চিনলে না। শব্দভেদী বাণ খেলে, বাপ কবলে,
আব ম'ল !

আলা। তুমি তা হ'লে পালাতে ?

মোজা। আমার কথা ছেড়ে দিন, আমি পালাতুমও বলতে পারি না—
থাকতুমও বলতে পারি না। আমি বীবেব মতন কিছু একটা
কবতুম। আমার কথা ছেড়ে দিন।

আলা। আমার কথা ?

মোজা। তাবা যুদ্ধেব আগেই পালাত।

আলা। মোজাফব ! তা হ'লে কেন্দ্র নাহক বন—আমি অস্ত্র
যোদ্ধাব জায় সমবে পবাত্ত ১০০ পালাতে পারবুম না। আমি শত্রুর
অভিমুখে এবা চতুম—হয় তা চতোবে প্রবেশ কবব।

মোজাব'বর প্রশ্নান

বাব বুদ্ধিতে আমার এই বোশলেব আক্রমণ ব্যর্থ হ'ল—তাকে আমি
একবার দেখতে চাই। তা'ও বন্দী হই—প্রাণ বায়, সে-ও
স্বীকার।

পাঠনপতির পুনঃ প্রবেশ

পাঠন। ও বাবা ! এ পথেও শত্রু যে ! মানও গেল, প্রাণও গেল !
কে ও সম্রাট ? জাঁহাপনা ! বড বিপদ ! এ পথেও শত্রু বাঁটি
আগলে বসে আছে।

আলা। পাঠনবাজ !

পাঠন। কি সম্রাট ?

আলা। তুমি না বলেছিলে, চিতোরীরা সরল বিশ্বাসী উদার আতিথেয়
বীর, অথচ ধর্মযোদ্ধা—যুদ্ধ করতে হয়, তাই যুদ্ধ করে, অতৃ কলকোশল
জানে না !

পাঠন। আজ্ঞে, ঠিকই ত বলেছি জনাব !

আলা। ঠিক বলেছ ?

পাঠন। আজ্ঞে, তা যদি না বলব, তা হ'লে কি আমার অন্তঃপুরের
মধ্য দিয়ে আপনাকে চিতোরের পথ দেখিয়ে দিই ?

আলা। উত্তরে সন্তুষ্ট হলুম।

পাঠন। এ বিপৎসঙ্কুল স্থানে আর দাঁড়াবেন না।

আলা। আবার অবশিষ্ট সৈন্যের সংবাদ জান ?

পাঠন। কে কোথায়, কিছুই ত বুঝতে পারছি না জনাব।

কোলাহল করিতে করিতে হরসিং ও সৈন্যগণের প্রবেশ

জনাব ! জনাব ! ও ধারে। জনাব ! এ ধারে। জনাব ! জনাব !

আলা। ভয় নেই, দাঁড়িয়ে থাক !

হর। সম্রাট !^১ অস্ত্র পরিত্যাগ করুন।

সকলে। হর-হর-হর-হর ! (আক্রমণ)

নসীবনের প্রবেশ

নসী। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

হর। ক্ষান্ত হও—মায়ের আদেশ।

নসী। হরসিং, বাদশাকে পরিত্যাগ কর।

হর। তোমার আদেশ ?

নসী। আমারই আদেশ।

হব। ভাই সব, চ'লে এস।

নসী। সস্ত্রাট। স্থান ত্যাগ করুন। আব আপনাব গায়ে কেউ
হস্তক্ষেপ কববে না।

আলা। কে—নসীবন ?

নসী। হাঁ সস্ত্রাট—আমি।

আলা। চিত্তোবীব উপব তোমাব এত অবিকাব ?

নসী। আমাব ভাই এ সুন্দর সেনাপতি।

আলা। আমাব ছভাগ্য, তোমাব ভাইকে কখনও দেখি নি।

নসী। আপনি কাকেই বা দে কোন অঁহাপনা ?

আলা। এখন যদি দেখতে চাই, -

নসী। কেন ?

আলা। তাকে আমাব সেবাম দবে আসি। অতি বড বুদ্ধিমান
না হ'লে, আমাব আজকে ব আক্রমণ কেউ পণ্ড কবতে পাবত না।

নসী। তা হ'লে বলি, আমাব পিতাই এ সুন্দর মন্ত্রণাদাতা। তিনি
আপনাব চিত্তাব আক্রমণ পূর্বে থেকেই অনুমান ক'বে, সেনাপতিকে
শিক্ষিত ক'বে বেখেছিলেন।

আলা। নসীবন। শুনে আমাব সকল আক্ষেপ দূব হ'ল। আমি এ
বিষম পৰাভবেও গৌববাসিত। এখন বুদ্ধিমু, স্থূলবুদ্ধি চিত্তোবীব
কাছে আমি পৰাভূত হই নি। পাঠনপাতি। তোমার প্রতি আব
আমাব অবিশ্বাস নেই। এখন শুধুমু, তুমি আমাব তিতৈবী বন্ধু।
পাঠন। তিতৈবী বন্ধুই যদি না হ'ব, অবিশ্বাসেব কাজই যদি কবব, তা
হ'লে আপনাকে অন্তব দেখাব কেন ?

আলা। তা ঠিক বনেছ—তোমাব খান্দিবেব একটি গবাক্ষে কি দুটি
উজ্জল চক্ষু !

পাঠন। আর জনাব, ওই দু'টি চক্ষুই আমার সর্বস্ব ! ওই দু'টি চক্ষুর
প্রার্থ্যেই আমি মৃতবৎ ।

নসী। (স্বগত) নরাদমের মনেব ভাব বিপদেও দেখি কিছুমাত্র
পরিবর্তিত হয় নি ।

কমলার প্রবেশ

কমলা । জনাব !

আলা । কি বেগম-সাহেব ?

কমলা । অধীনীর প্রতি কৃপা ক'রে ফিরে আসুন । একে অন্ধকার,
তায় শত্রুপুরী, এখানে আর থাকবেন না । অধীনীকে আর
অনাথিনী করবেন না ।

পাঠন । হাঁ জনাব ! অনাথিনী হবার যে কি কষ্ট, তা উনি একবার
টের পেয়েছেন । আর শুঁকে সে দারুণ কষ্ট ভোগ করতে দেবেন না ।

আলা । রণক্ষেত্র বেগমসাহেব, এ অধীনী অনাথিনীর স্থান নয়—এখানে
বীর বীরাজনা বিচরণ করে । পাঠনপতি ! তোমার আত্মীয়াকে
শিবিরে নিয়ে যাও ।

পাঠন । তাই ও । জাঁহাপনা যা বললেন—তা অঙ্গুত সত্য ! জনস্ব
সত্য ! কত বড় সত্য ! নাও, শিবিরে চল । ইনি ততক্ষণ শুর
সঙ্গে দুটো বীর-যোগ্য কথা ক'ন ।

কমলা । তাই ত—এ কে ? এ কে ? কি হ'ল—ধর্ম্মও গেল—স্থানও গেল !

পাঠনপতি ও কমলার প্রস্থান

নসী । এই বুঝি গুজরাটের রাণী কমলা দেবী ?

আলা । হাঁ নসীবন ! ইনিই এখন আমার হৃদয়েশ্বরী ।

নসী । কিন্তু এখনও পাপিনীর হৃদয়ে তার পূর্ব-স্বামীর হৃদয়-স্পর্শের
অম্লভব আছে ।

আলা। তা হ'ক—কিন্তু ও ফুলটি বাদশাহ বাগানেই শোভা পায়।
নসী। কীটদষ্ট ফুলেব মুখে আগুন দিলে—বাগানেব দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।
আলা। সেটি ক্রোধে বলছ—কিন্তু অমন ফুলটি হিন্দুস্থানে আব দু'টি
নাই।

নসী। না বেইমান! আমি যে ভুবনমোহিনীৰ আশ্রয়ে আছি, তাব
এক একটা বাদীৰ কড়ে আঙুলেব কাপে—অমন লাথ লাথ ফুল
প্রস্তুত হয।

আলা। কে তিনি?

নসী। বাজা ভীমসিংহেব মহিষী পদ্মিনী।

আলা। তাকে দেখা যায় না?

নসী। সূর্য্য তাকে দেখতে পায় না। তুমি কে?

আলা। বেশ, আমি তাকে দেখাব চেষ্টা কব্ব—চেষ্টা কব্ব কেন, দেখব।

নসী। তুমি! সে জীবিতেব চক্ষু নিয়ে নব।

নাথুবাব প্রবেশ

কাকুব। জাঁহাপনা। পলায়িত সৈন্যদেব ফিবিবে, একত্র করেছে।

, আব একবাব আক্রমণ কবি, আদেশ ককন।

আলা। না সেনাপতি! বাত্রি শেষ হ'তে চলেছে, আজ আব নয়।

অপর আদেশ পর্য্যন্ত তাঁবুতে বিশ্রাম কব।

কাকুরেব প্রস্থান

উজীরেব প্রবেশ

উজীর। নসীবন! পর্ব্বতশিখর থেকে, দেখলুম, পূর্ব্বদিকে, উষার

আভাষ। আর কেন, আমাকে বিদায় দাও।

আলা। কাকুব।

কাফুরের পুনঃ প্রবেশ

কাফুব। জনাব!

আলা। যদি চিতোর-জয়ে অভিলাষ থাকে—তা হ'লে জয়পথের প্রধান কণ্টককে এখনি পথ থেকে দূর কর। এক ভুলে সর্বনাশ করেছি—শীঘ্র বৃদ্ধকে ধব। (কাফুর কর্তৃক উজ্জীবকে ধারণ) নিয়ে যাও। সেনাপতিব যোগ্যসম্মানে ওকে ছুনিষা থেকে সরিয়ে দাও।

নসী। তোমার জীবন রক্ষার কি এই পুরস্কার?

আলা। (হাস্ত) জীবন কি আনাব দেহে নসীবন!—জীবন আমার রাজ্যে।

উজ্জীর। আক্ষেপ ক'র না মা—তুমি ত সব বুঝেছ—আমার জীবনে আর সুখও নেই, দুঃখও নেই। বহুদিন পূর্বেই ত আমার জীবন যাওয়া উচিত ছিল। বৃষি ধার্মিক চিতোরীর মান রাখতে ঈশ্বর আমাকে এত কাল বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, জীবনেব সে কার্য শেষ, আমি চলি—আক্ষেপ ক'র না। চল ভাই, মেঘেটার স্রুখে আর আমাকে হত্যা ক'র না অন্তবালে চল।

উজ্জীর ও কাফুরের প্রস্থান

আলা। সে সর্বদা যদি তোমাব পিতার প্রাণ-গ্রহণ করতুম, তা হ'লে আজ তুচ্ছ চিতোরীর সঙ্গে যুদ্ধে, তোমাব মত হীন রমণীর অল্পগ্রহণ আমাকে বেঁচে থাকতে হ'ত না। নাও, চল। যতক্ষণ পর্যন্ত না পদ্মিনী সুন্দরীকে দেখছি, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে বন্দিণী থাকতে হবে।

নসী। ছাড়্ বেইমান! হাত ছাড়্—

আলা। আহা! কি কোমল—কি প্রাণোন্মাদকর স্পর্শ! প্রেম! তুমি বিশ্ববিজয়ী বটে, কিন্তু ক্ষুধার্ত আর লোভীর কাছে তোমাকে মাথা হেঁট করতে হয়।

নসী। ছাড়্ বেইমান! ছাড়্।

ভূতীয় দৃশ্য

তোষণ সম্মুখস্থ পথ

গোবা ও হব

গোবা । কি বে বেটা, শুণু হাতে এলি যে ?

হব । চজুব । তুমি অস্বর্য়ামী ।

গোবা । তা তো জানি বে বেটা ? তাব পব কথলে কি ? আমাব বন্দী
বোথায় ?

হব । ব'স ছজুব, তোমাকে এণটা প্রণাম করিব ।

গোবা । প্রণাম ক'বে আমাকে ভোলাবি বে বেটা !—আমাব আসামী
কই ?

হব । আসামী আমি আন এক দিন ধ'বে এনে দেব ! আগে বল
তুমি কে ?

গোবা । আন একদিন আনিব কি ?

হব । সে তুমি যখন হকুম করবে । এখন এই গণীব ক্ষত্যাৎকে দয়া ক'বে
বল, কে তুমি চিতোবে তোনাৎ এ ভৃত্যাৎকে ছলতে এসেছ ? লক্ষ্য
থেকে যখন এসেছ, তখন তুমি নিশ্চয় বিভীষণ । তুমি চাব যুগেব
থবব জান ।

গোবা । দেখতে পেলি নি ?

হব । পাব না ! তুমি যখন বলেছ ঠিক আছে, তখন পাব না ! তুমি
বিভীষণ—তুমি ত্রেতাযুগে বাম লক্ষ্মণেব সঙ্গে বেড়িয়েছো, স্কণ্ডীর
হনুমান্বেব সঙ্গে প্রেম কবেছ, তেঁমাব কথা কি মিছে হয় ? তুমি
বলেছ পাব, আমি পাব না ? পেয়েছিলুম ?

গোরা। তারপর ?

হর। ধরেছিলুম।

গোরা। তার পর ?

হর। ছেড়ে দিলুম।

গোরা। ছেড়ে দিলি ?

হর। তোমার দিদি বললে, “হরসিং ছেড়ে দাও”। মাযের হুকুম,
হরসিং অমনি ছেড়ে দিলে।

গোরা। দিদি বললে ? বলিস্ কি ? ব্যাপারটা কি বল্ দেখি ?

হর। ব্যাপারটা নিশ্চয় কিছু আছে। বাদশার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

গোরা। আঁ!—

হর। আমার বোধ হয়, বাদশা তোমার বোনাই।

গোরা। ঠিক বুঝেছি—হব! ভগিনী আমার দিল্লীর রাণী। তা
হ’লে ত বোনাইকে ছাড়া কাজ ভাল হয় নি।—ভগিনী কোণা ?
সেইখানেই শালাকে ধরব—ধ’রে ঠিক করব। আবার বহিনের রাজ্য
বহিমের হাতে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করব।

হর। তোমার বজ্রিনই তার নিজের রাজ্য আদায় ক’রে নিয়েছে।

গোরা। কি ক’রে জানলি ?

হর। দু’জনে দেখাদেখি ক’রে কখন হাসছে, কখন কাঁদছে। আমি
চ’লে আসতে আসতে দেখলুম। কথা আর ফুকল না দেখে চ’লে এলুম।

গোরা। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে।

হর। দেখছ না, এখনও এল না!

গোরা। দরকার নেই, বেশ হয়েছে। নিশ্চিত! এতকাল পরে আমি
নিশ্চিত। নন্দীবনের কথা ভাবতুম, আর আমার পাষণ্ড প্রাণ গ’লে
আসত—নিশ্চিত, নিশ্চিত।

হব', হুজুব—হুজুব!

গোবা। কি—কি?

হব। মামাব বোনাট কি হুজুব।

গোবা। বাবা বে বেটা!

হব। তা হ'লে বাবা—বাবা—আসছে আসছে।

গোবা। কই—কই?

আলাউদ্দীনের প্রবেশ

গোবা। আসুন সত্ৰাটি! আসুন—আসুন। যব আমাদের পবিত্র হ'ল!

আলা। গতবারে যুদ্ধে আপনি কে?

হব। উনিই সে যুদ্ধেব সেনাপতি।

আলা। আপনাকে সেলাম। আপনি স্তম্ভ নীতিকুশল সেনাপতি।

আপনি আমাকে গ্রেপ্তার কবোছিলেন না?

হব। আজ্ঞে সে কি? আমি আপনাব ভৃত্য তুল্য। তবে প্রভুব

আদেশ—

আলা। আপনি ধন্যবীৰ। আপনাকেও আমি সেলাম করি।

গোবা। কিছু না কিছু না—ওবে রাজাকে থবব দে।

আলা। আমি তাবই সঙ্গে সাক্ষাৎ কবতে চাই। আমি তাঁর গৃহে
আজ অতিথি।

গোবা। আসুন—আসুন। পবিত্র হ'ল—গৃহ আমাদের পবিত্র হ'ল।

সবলের প্রস্থান

নাগরিকগণের প্রবেশ

সকলে। ওবে বাদশা—বাদশা—অতিথি—অতিথি—দেখাব চল—
দেখবি চল।

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ

ভীমসিংহ আলাউদ্দীন ও অন্নুচব

ভীম । আতিথ্য ধর্ম—আতিথ্য ধর্ম ! হে ভগবান ! ধর্ম বক্ষা কব ।
অসম্ভব অতিথিব প্রার্থনা ! অতিথি-পবাষণ বাপ্পাবাওয়েব গৃহ ।
আমি তাঁব বংশেব সম্ভান—সেখানে সম্রাট অতিথি ! তাঁব অসম্ভব
প্রার্থনা ! সে আমাব মজিনীব নপ দেখতে চায় । হে ভগবান্ !
ধর্ম বক্ষা কব ।

আলা । মহাবাজ ।

ভীম । আজ্ঞা সম্রাট !

আলা । আমাব প্রার্থনা ?

ভীম । পূবণ অসম্ভব !

আলা । তা হ'লৈ আমাকে বিদায় দিন ।

ভীম । সম্রাট ! হিন্দুকু-কামিনীব অপনিচিত পবপুকাব সম্মুখে উপস্থিত
হওয়া বীতি নয় । আমাব স্ত্রী আপনাব কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা কবেন,
আপনি তাঁকে আপনাব সম্মুখে আসতে অহুবোধ কববেন না । ক্লপ'
ক'বে, তাঁব দর্পণে প্রতিফলিত চিত্র নিবীক্ষণ ককন ।

আলা । আপনাব ও আপনাব মজিনীব প্রতি ধন্যবাদ—তাঁট আমাব
পক্ষে খেটেই ।

ভীম । শীঘ্র যাও—বাণীকে সংবাদ দাও ।

অন্নুচবেব প্রস্থান

আলা! ঈশ্ববেন কৃপায় আমি আপনাদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে এসেছিলুম।
 আপনাদেব সঙ্গে যুদ্ধ ক'বেও আমি বৃত্ত, আপনাদেব আতিথ্য
 গ্রহণেও বৃত্ত।

অন্তচবেব পুনঃ প্রবেশ

অন্তচব। মহাবাজ!

ভীম। সশ্রাট! প্রস্তুত হ'ন।

শটশরিরবর্তন

আলা। এ কি ভুবনমোচিনী মূর্তি! আমার বাহুজ্ঞান বিলুপ্ত হ'য়ে আসছে। হে জীবনময়ী প্রতিমা! অবনমিত পলক একবার তোল—একবার হতভাগ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কব! প্রতিমূর্তির ছায়ায় যদি প্রাণ বিজড়িত থাকে, যদি মনের কথা শোনবার তোমার ক্ষমতা থাকে, তা হ'লে আমাব নীবব আবেদনে কর্ণপাত কব! আমি তোমাব ঐ চিবুক সন্নিহিত তিলেব জন্তু—আমাব সাম্রাজ্য তোমাব পায়ে বিকিয়ে দিয়ে বাট।

ভীম। সম্রাট!

আলা। আমি সাম্রাজ্যপতি—কিন্তু বাজা আপনি দেববাজ্যেব ঈশ্বর।

ভীম। আব অপেক্ষা কববেন না?

আলা। না।

ভীম। তা হ'লে চলুন, আপনাকে শিবির পর্য্যন্ত এগিয়ে দিবে আসি।

আলা। 'আমাকে সকলে ধূর্ত আলাউদ্দীন বলে। আপনি বিশ্বাস ক'বে বাবেন কি ক'বে?

ভীম। সম্রাট! অল্পদিনমাত্র বাকী। এখন আব অবিশ্বাস ক'পে জীবনটাকে অস্থখা কবব কেন?

আলা। আপনার যদি কোনও অনিষ্ট হয়।

ভীম। আমাব অদৃষ্ট।

আলা। আপনার মহিষীব।

ভীম। তাঁবও অদৃষ্ট! চলুন সঙ্গে যাই।

আলা। চলুন।

পঞ্চম দৃশ্য

ভীমসিংহের কক্ষ

মীরা ও বাদল

মীরা। কেন বালক, প্রতিদিন আপনাকে দুশ্চিন্তায় দক্ষ কন।

বাদল। মহাবাগী। আমার প্রতি বাণীর অবিচার হচ্ছে।

মীরা। ঠিক বিচারই হয়েছে।

বাদল। অকণসিংহ ও 'আমা' এক অপবাদ। তবু আমাদের দণ্ড আলাদা হ'ল! সে নির্কাসনে বহুগা ভোগ করছে, আর আমি এখানে চিত্তোব মহিমার আদর পাচ্ছি। এক অপবাদের এ বিভিন্ন ব্যবস্থা কেন? তা'র যখন নির্কাসন হ'ল, তখন আমারও ক'ক।

মীরা। তুমি ত নির্কাসিত হয়েই আছ বালক! চিত্তোব ত তোমার জন্মভূমি নয়!

বাদল। জন্মভূমি জননী'র সঙ্গে সঙ্গে বায়। পিতৃস্বর্গাই! আমাকে শৈশবে পালন করেছেন, আমি তাঁকেই জননী ব'নো পানি, তাঁর সঙ্গেই আমি সিংহলেব সম্বন্ধ ত্যাগ ক'বে, চিত্তোবে এসেছি। সিংহলেব জ্ঞান আমার অতি অল্প। চিত্তোবে'র বক্ষে পালিত হয়েছি, চিত্তোবী বালকদের সঙ্গে এই মাষেব কোলেই আশ্রয় পেয়েছি। অকজী আমার খেলাব সঙ্গী—অকজী আমার ভাই—আমি রাণীকে পিসী বলি, আপনাকে মা বলি।

মীরা। বাদল! তবু আমার মনে স্মৃতি নৈই। তোমাকে গর্ভে না ধ'বে, সে নবাবকে গর্ভে ধবলুম কেন?

বাদল। মহারাণী! রাণারও ভুল, তোমারও ভুল। অরুণ্জী নরাদম নয়। তোমরা তাব মনের অবস্থা কেউ জানলে না, বিচার করলে না।

মীরা। তবে বলি শোন বাপ্। আমিও তাই জানতুম—সে নরাদম নয়। কিন্তু বড় দুঃখ! সমগ্র দেশবাসী জানলে সে নরাদম। যাও বালক! আপনার কর্তব্য কর গে—তার চিন্তা ছেড়ে দাও!

বাদল। মহারাণি! তুমি কাঁদছ?

মীরা। না বালক! অযোগ্য পুত্রের বিয়োগে চিতোরের মহারাণী কাঁদে না।

বাদল। যথার্থ কথা বল দেখি বাণী, তুমি কি কাঁদছ না?

মীরা। তুমি এ কি বলছ বাদল?

বাদল। মায়াময়ী মা! তুমি কাঁদছ। মর্যাদার জন্ত তুমি প্রাণপণ চেষ্টায় জল চোখে আসতে দিচ্ছে না। কিন্তু তোমার চোখ ফেটে যাচ্ছে, তোমার হৃদয়ের ভেতরে জলের ধারা ছুটেছে।

মীরা। বাপ্! ভগবান্ একলিঙ্গ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন! তোমাকে পুত্র বলে সম্বোধন করলেও আমার অনেক যন্ত্রণার লাঘব হয়। তেজোমার্ধ্যময় সন্তান পেয়ে, রাণা বড় সাধে অভাগ্যের নাম অরুণ রেখেছিলেন। অমন সুন্দর কান্তিকেয় তুল্য সন্তান—বাপ্পারাওয়ের বংশধর—সে বর্তমান থাকতে, আজ কি না সিংহলীবীর বাদশার আক্রমণ থেকে চিতোর রক্ষা করলে।

বাদল। আমাদের পর ভাবছ কেন মা?

মীরা। পর? বাদল। তোমরাই চিতোরেশ্বরীর আশ্রয়—তুমিই আমার সন্তান।

বাদল ! দেখো মা—এক দিন দেখো—দুই ভাষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে
কেমন শত্রু-কটক ভেদ করি, এক দিন দেখো ।

বীরা । তুমি বেঁচে থাক ।

পরিচারিকার প্রবেশ

পবি । মহারানি ! বড় বিপদ !

মীরা । বিপদ কি ?

পরি । খুড়ো রাজা বাদশার শিবিরে গিয়েছিলেন । পাপিষ্ঠ বাদশা
তাকে বন্দী কবেছে ।

মীরা । এমন কি কখন হ'তে পাবে ?

পরি । তাই হয়েছে—বাদশা বলেছে, “যতক্ষণ না রাণীকে আমাকে দেবে,
ততক্ষণ তোমাকে মুক্ত করব না ।”

মীরা । কি স্মৃণা—কি স্মৃণা !

পদ্মিনীর প্রবেশ

পদ্মিনী । বাদল ! তখন মরবাব জ্ঞাত কাতর হয়েছিলে, এখন মরবার
সময় উপস্থিত—সঙ্গে এস ।

মীরা । এ কি শুনেছি খুড়ীমা ?

পদ্মিনী । আর যে বলবার সময় নেই মা ! বলেছিলুম ত কালনাগিনী
আমি চিতোর সংসারে প্রবেশ করেছি ! এখন যদি সে পিশাচের
কাছ থেকে রাজাকে অক্ষত শরীরে ফিরিয়ে আনতে পারি, তবেই কথা
কইব । নইলে মা, এই আমার শেষ কথা । আয় বাদল, চ'লে আয় ।

মীরা । এ কি ভবানি ? চিতোরে এ কি অনর্থ উপস্থিত হ'ল মা ?
একবার দাঁড়াও—আমি শুনেছি । এখন কি কর্তব্য শোনবার জ্ঞান
ব্যাকুল হয়েছে ।

পদ্মিনী। বেশ, তোমার স্তম্ভেই দরবার করি। তুমি একটু অন্তরালে দাঁড়াও। আলাউদ্দীন দূত প্রবেশ করেছে। আমি দূত-মুখে উত্তর দেব। কি উত্তর দেই, তুমি অন্তরালে দাঁড়িয়ে শোন। বাও বাপ, পাঠনপতিকে এইখানে ডেকে আন।

বাদলের প্রস্থান

আর আমাব মান-অপমান কি আছে মা? প্রতি মুহূর্তেই যখন বাদশার হারেমে বাদী হবার বিতীষিকা দেখছি, তখন নিরর্থক সরম দেখিয়ে কার্যাহানি করি কেন?

মীরার প্রস্থান

বাদল ও পাঠন পতির প্রবেশ

পাঠন। এত রূপ! মাহুয়ের এত রূপ! এ রূপ দেখে বাদশা উন্মত্ত হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পদ্মিনী। আসুন রাজা! আপনি চিতোরবাজের আত্মীয়—আমাব পিতৃস্থানীয়—আপনি নিঃসঙ্কোচে কস্তার গৃহে পদধূলি দিন।

পাঠন। মা! আমি নরোধম! ক্ষত্রিয়-কুলান্ধার। অপারগ-বোধে বাদশার বশতা স্বীকার করেছি—এখন তার গোলামী করছি। তাই এই অপ্রিয় বিষয় নিয়ে আপনার সম্মুখে উপস্থিত।

পদ্মিনী। আপনি জানেন, আমার পিতা রাজা ভীমসিংহের কাছে কৃতজ্ঞ। সেই স্নেহময় পিতাকে স্মরণ ক'রে, স্বামীর ধর্ম ও প্রাণ বজায় রাখতে আমি সম্রাটকে ধরা দিতে ইচ্ছুক হয়েছি।

পাঠন। ইচ্ছুক হয়েছেন?

পদ্মিনী। শুধু স্বামীর বিপদ স্মরণ ক'রে ইচ্ছুক হচ্ছি না। বুঝতে পারছি, সেই সঙ্গে চিতোরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। রাণা নেই—চিতোর রক্ষা করতে পারে, এমন একটি বীরও চিতোরে নেই—রাজা

বন্দী। এ অবস্থায় আমার ধরা দেওয়া ভিন্ন চিতোর রক্ষার অল্প উপায় নেই।

পাঠন। তা বা বলেছেন, তা ঠিক। বাদশা আপনার প্রতিবিষ দেখে উদ্ভত হয়েছে। সে আপনাকে দিল্লীতে না নিয়ে ছাড়বে না। আপনি আত্মসমর্পণই করুন। তা হ'লেই সকল দিক রক্ষা হবে।

মীরার প্রবেশ

মীরা। আপনি কি ক্ষত্রিয়?

পাঠন। অ্যা—জ্যা—আমি—আমি—ক্ষত্রিয় বই কি।

মীরা। মিথ্যা কথা—ক্ষত্রিয়ের মুখ দিয়ে এ কথা বেরুতে এই প্রথম শুনলুম।

পদ্মিনী। মীরা, চুপ কর।—ওঁর অপরাধ কি?

মীরা। ওঁর অপরাধ কি?—রাণা চিতোরে নেই, নইলে কি অপরাধ, তিনি তোমার পত্তনে গিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। ক্ষত্রিয়কুলদ্বার! তুমি না তোমার পত্নীর পালঙ্কের পার্শ্ব দিয়ে বিদেশীকে এনে আমাদের ধ্বংস করতে এসেছ।

পাঠন। না—না—তা—আমি চললুম।

পদ্মিনী। যাবেন না—আমার বক্তব্য শুনে যান। চিতোর বাঁচাতে হ'লে আমাকে যেতেই হবে।

মীরা। কি বলছ রাণি?

পদ্মিনী। তোমার শুনেতে কষ্ট হয়, তুমি চ'লে যাও। রাজা আপনি বাদশাকে গিয়ে বলুন। তবে আমি রাণী—আমার সাতশো সখী সাতশো পালকী নিয়ে সম্রাট-শিবিরে উপস্থিত হবে। কিন্তু সাবধান! পথে কেউ পালকী খুলে যেন আমাদের কারও অমর্যাদা না করে? তাঁরাও সম্রাণ্ড মহিলা।

পাঠন। বাপ্! কার সাধ্য? তা হ'লে আমি এই সংবাদ বাদশাকে
দিই গে?

পদ্মিনী। যান।—কি মা! মনে মনে আমাকে ঘৃণা করছ?

পাঠনপতির প্রস্থান

মীরা। মা! রূপে রাণী, আবার বুদ্ধিতেও তুমি রাণী, তা জানতুম না।

পাপক্ষালনের জন্ত তোমায় প্রণাম করি।

বাদল। আমি বুঝেছি—আমিও একটা পালকীতে চড়ব।

পদ্মিনী। প্রতিশোধ—মীরা! প্রতিশোধ!

ষষ্ঠ দৃশ্য

শিব-সম্মুখ

নসীবন ও আলাউদ্দীন

গত

অকণ দেখি, পরব চাড়াই, বরিন্ত প্রভাতি গান।

এস এস বলি, দিহু হিখা থলি দিত গো পিষারে স্থান।

ছাডিল গগন অঁধার মঙ্গ

অকণে অকণে মিলিল বঙ্গ—

উঠিল প্রাণে প্রেম তবন্দ, ভাবি দুঃখনিশি অবসান।

আকুল নয়নে হেবিত্ত ছবি

দেখিলু জাগিয়া নিদ্রাব ববি—

প্রপর কিবণে ফলিয়া মারিলু, বাতনাব দতে প্রাণ।

আলা। নসীবন! তুমি কঁাদছ? মুখ ফেবালে বে? আমার মুখ
দেখবে না? না দেখ, মুখ ফিবিষেই আমার একটা কথা শোন।
তোমার ক্রন্দনেব সুব কি মিষ্টি! কি হৃদয়গ্রাহী! আমারও
ওরূপ কঁাদতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু নসীবন। সাম্রাজ্যেব প্রতিষ্ঠা
নিষে আমি এত ব্যস্ত যে, নিশ্চিন্ত হয়ে ছুদও কাদবাবও অবকাশ
পাচ্ছি না!

নসী। তোমার সে দিন আব অধিক বিলম্ব নাই।

আলা। বল নসীবন, তাই বল—তাই আশীর্বাদ কব। কঁাদলে মামুষের
হৃদয় প্রশস্ত হয়। কঁাদতে না পেয়ে, আমার প্রশস্ত হৃদয় সঙ্কুচিত
হয়ে যাচ্ছে।

নসী। ছুনিয়ার লোককে তুমি কাঁদাচ্ছ, সয়তান! তোমার হৃদয় প্রশস্ত!

আলা। নসীবন! ছুনিয়ায় যদি সয়তান না থাকত, তা হ'লে মানুষকে স্বর্গের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেত কে? এই দেখ না, যারা ভুলেও এক দিন ধর্মের নাম করত না, তারা আমার তাড়নায় অস্থির হয়ে কাঁদছে, আর দু'হাত তুলে ঈশ্বরকে ডাকছে। যারা কেবল এত দিন নরকে যাবার পথ পরিষ্কার করছিল, তারা আমার ভয়ে স্বর্গের অভিমুখে ছুটেছে। সয়তানকে নিন্দা ক'র না নসীবন! সয়তান না থাকলে এত দিন স্বর্গের খুঁটি আলাগা হয়ে যেত। এই তোমার বাপ মৃত্যুকালে আমায় কত আশীর্বাদ ক'বে গেলেন, “সম্রাট! তুমি ধন্ত! তুমিই আমার জীবনের স্পৃহা মিটিয়েছ, তুমিই আমাকে অমূল্য ফকীরী দান করেছ।”

নসী। সম্রাট! আমি ভিখারিণী ব'লে আমান সঙ্গে একরূপ মর্মান্তিক রহস্য করবেন না।

আলা। রহস্য? উদ্ধীর-পুত্রী! রহস্য করা আমার স্বভাব নয়। যা বলি, সে সমস্ত আমার প্রাণের কথা। বেশ রহস্যই যদি বললে, তা হ'লে বলি, ছুনিয়াই একটা বিরাট রহস্য! গোল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নয়—কমলালেবুর ত্রায় উত্তর-দক্ষিণ প্রান্তে কিঞ্চিৎ চাপা—কি রহস্য, কি বহস্য! তার ভেতরে সর্বাপেক্ষা বিচিত্র রহস্য তুমি ও আমি। অর্থাৎ এক মানব-দম্পতির একাংশ বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আলাউদ্দীন, অপরাংশ ভিখারিণী বেগম নসীবউন্নীসা।

নসী। সম্রাট! আমায় হত্যা করতে চান ত হত্যা করুন। অথবা আমাকে মুক্ত করুন। আর বন্দিনী রাখাই যদি আপনার অভিপ্রায়, তা হ'লে আর আপনি আমার কাছে আসবেন না। যদি আসেন,

তা হ'লে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আপনার প্রদত্ত অম্লজল ত্যাগ করব।

আলা। হত্যা? তুমি আমার ধর্মপত্নী, তোমাকে আমি হত্যা করব? আমার সিংহাসনের পাশে বসতে ধর্মতঃ তোমারই একমাত্র অধিকার! তুমি বেঁচে আছ জেনে, আমি সিংহাসনের সে অংশ আজও শূন্য রেখে দিয়েছি।

নসী। যে বাজপুতনী বিধবাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন, তাকে কোথায় রাখবেন?

আলা। ও সম্রাটের হাবেমের উত্থান-শোভাকবী কুসুমিতা লতা। বাগান সাজাবার জন্তু দিয়া নিয়ে যাচ্ছি। ও ত সবে একটি— বাগান সাজাতে হ'লে ওরূপ দু'দশটা না হ'লে চলবে কেন? একটি এনেছি, আব একটি আজ আনাছি। নসীবন! দ্বিতীয় কুসুম লতা চিতোরের রাণী পদ্মিনী।

নসী। মিথ্যা কথা!

আলা। একটু অপেক্ষা কর, তা ত'লেই বুঝবে।

নসী। আমি দেখলেও বিশ্বাস করি না।

আলা। তা হ'লে আর কি করব!

নসী। যে পতিব্রতার উপদেশে তোমার মত নির্ধূর মনুষ্যহীন স্বামীর উপর আমি ঘৃণা পবিত্যাগ করেছি, সেই সতীত্ব-ঐশ্বর্য্যময়ী, পদ্মিনী স্বামী পরিত্যাগ করে তোমার কাছে আসবে?

আলা। আসবে কি আসছে—এতক্ষণ এল!

নসী। তা হ'লে বুঝব, দুনিয়াটা রহস্য বটে!

আলা। মুক্তিলাভ কর, আর মুক্ত চক্ষে রহস্যটা নিরীক্ষণ কর।

কাফুরের প্রবেশ

কাফুর। জাঁহাপনা! আপনি না কি বাগী পদ্মিনীর লোভে স্যারটের
নীতি ত্যাগ কবেছেন? বাজা ভীমসিংহকে মুক্তি দিচ্ছেন?

আলা। কে তোমাকে এ কথা বললে?

কাফুর। সনন্ত শিবিরে, ওমবাওদের মধ্যে, গৈস্তমধ্যে এ কথা প্রচাৰিত।

আলা। তেঁমান কি তাই বিশ্বাস হয়?

কাফুর। বিশ্বাস না হবাব কথা। বিস্ত্র দেখলুম, বাগী পদ্মিনী ও
তাঁব সহচবিগণ বাজা ভীমসিংহের বিনিময়ে আপনাকে আত্মসমর্পণ
কবতে আসছেন।

আলা। বিনিময় ত এখনও হয় নি সেনাপতি। তাদের আসতেই
দাও।

কাফুর। দেখবেন সম্রাট। আমি একমাত্র পণে আপনার নকুবী
গ্রহণ কর্ছি।

আলা। ভয় নেই। তুমি এই সুনন্দবীকে সঙ্গে নিয়ে যাও, যেন
নিবাপদে ছাউনীর বাইরে উপস্থিত হতে পারে।

নন্দীন ও কাফুরের প্রস্থান

বাদলের প্রবেশ

আলা। কি বালক-বীব! তবে না কি তুমি চিতৌবী নও?

বাদল। আগে ছিলুম না সম্রাট। এখন হয়েছি। তোমার উৎপীড়নে
হিমালয়ের পাদদেশ থেকে সিংহল পর্যন্ত সব হিন্দুৰাজ্য এক হতে
চগেছে। তাই সিংহলের অধিবাসী হয়েও আমি আজ চিতৌবী।

আলা। তুমি সিংহলী?

বাদল। হা!

আলা। বাগী পদ্মিনী তোমাব কে হয়?

বাদল। পিতৃষসা।

আলা। বাণী কত দূর?

বাদল। তিনি আপনাব শিবির দাবে। কিন্তু তাঁর একটা আবেদন আছে।

আলা। কি আবেদন, বল।

বাদল। তিনি বশেছেন, স্মার্মীর সঙ্গে এখন চিববিচ্ছেদ, তখন একবার তাঁর কাছে শেষ বিদায় গ্রহণ করবেন। আপনি অন্তিমতি দিন।

আলা। বেশ, অন্তিমতি দিগুম। তুমিই তাঁকে সঙ্গে ক'বে নিয়ে যাও। তোমার সেই তলোয়ার ন ভাই?

বাদল। হাঁ জাহাপনা, তাপনাব দত্ত দান।

আলা। তুমি আমার সঙ্গে দিল্লী যাবে?

বাদল। (স্বগত) দেখি কত দূর কি হয়। কে কোথায় থাকে, কে কোথায় যায়।

নেপথ্যে পানকী বাজাবব শব্দ

আলা। যাও ভাই—বাণীকে ভীমসিংহের সঙ্গে সাংগার করিয়ে দাও।

বাদলের প্রস্থান

কমলার প্রবেশ

কমলা। এই কি আপনাব প্রতিজ্ঞা বক্ষা সম্রাট? সাম্রাজ্যের প্রলোভন দেখিয়ে আমার সর্বনাশ করলেন?

আলা। শঠে শঠ্য বিবিজান—শঠে শঠ্য।

আলাভদ্রীর প্রস্থান

কমলা। হা ভগবান! কি করলুম। ধন্যও হাবালুম, স্থানও হাবালুম!

শিবিরাত্যস্তর

খোজা ও বাদীগণ—পালকীর ভিতরে গোরা

খোজা ও বাদীদের কোলাহল

১ম খোজা। উঃ! বেগম সাহেবেব কি রূপ!

সকলে। তুলনা নেই, তুলনা নেই, তুলনা নেই।

১ম স্ত্রী। তবু এখনও পালকী মোড়া।

সকলে। রূপ ঝরছে।

১ম স্ত্রী। পাক্কী ফুঁড়ে চারিদিকে রূপের ছটা ছুটো-ছুটি করছে। দোর
খুলে দে—এই বড় খোজা, পাক্কীর দোর খুলে দে।

১ম খোজা। উঃ, বাপ! কি এঁটে গেছে।

১ম স্ত্রী। ওরে! শীগগির খোল। বেগমসাহেব হাঁপাচ্ছেন।

সকলে। শীগগির খোল।

১ম খোজা। ও বাবা! ভাবী জোব লাগে।

১ম স্ত্রী। 'এই সর্বনাশ করলে! ওরে, তা হ'লে আগে খোল।

সকলে। আগে খোল্।

১ম খোজা। ভেতর থেকে আঁট—বেগম সাহেব ধরে আছেন।

১ম স্ত্রী। ও মা, দোর খুলুন।

গোরা। আমার প্রাণেশ্বর কৈ?

১ম স্ত্রী। আসছেন, আসছেন—দোর খুলতে খুলতে তিনি এসে
পড়বেন!

গোরা। এসে পড়বেন? এসে পড়বেন?

বহিরাগমন

সকলে। আহা! কি রূপ!

গোরা। যা বলেছ! আমার নিজের রূপে আমি নিজেই পাগল!
(অবগুণ্ঠন উন্মোচন)

১ম স্ত্রী। ও আলা! এ কি!

সকলে। ও রে বাবা! এ কে!

নেপথ্যে। হর-হর-হর-হর।

সকলে। ও রে, মেরে ফেললে, মেবে ফেললে! দুষমন—দুষমন।

সকলের পলায়ন

নেপথ্যে। দুষমন—সাতশো পালকী-ভবা দুষমন, জাঁহাপনা ছাঁসিয়াব।
দুষমন।

নেপথ্যে। হর-হর হর-হর।

বাদলের প্রবেশ

বাদল। দাদা! মোড়া আগলাও, আমি রাজার পালকী রক্ষা করি।

গোরা। জলদি যাও—জলদি যাও, হব-হর।

এস্থান

খালাউদ্দীনের প্রবেশ

আলা। দলে দলে চেপে পড়, রাজাকে যেতে দিও না। যে আটকাতে
পারবে, রাজ্য বক্সিস্ দেব। যাও, যাও—পাকড়ো পাকড়ো।

কাফুরের প্রবেশ

কাফুর। জাঁহাপনা! কি খবর?

আলা। সেনাপতি! এই মুহূর্তে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে লক্ষ্মণ
সিংহের চিতোরে ফেরবার পথ রোধ কর। প্রাণপণে তাকে বাধা
দাও। যত দিন না চিতোর ধ্বংস কবতে পারি, তত দিন সে
বেন তোমাকে অতিক্রম করতে না পারে। জলদি যাও, জলদি যাও।

কাফুর। যো হুতুম!

ভীম দৃশ্য

প্রান্তর

ভীমনিঃহ

নেপথ্যে—রণকোলাহল

ভীম। হে চিতোরের মর্যাদারক্ষক ছদ্মবেশী দেবতা ! ফেরো ফেরো,
আমি নিবাপদ হয়েছি—ফটকের মুখে এসেছি। ফেরো বাদল—
ফেরো মাতুল—ফেরো। শ্রাবণেব বারিধারার মত বাদলের গায় অস্ত্র
পড়ছে—ফিবে এস ক্ষুদ্রবীর ! ফিরে এস দেবসেনাপতি স্বন্দ—
অভিমত্যুর মত সপ্তরথীর বেষ্টনে প'ড়ে প্রাণ হারিও না।

সর্দার। রাজা, এ দিকে আসুন—এ দিকে আসুন—বিশ হাজার শত্রু-
সৈন্য পশ্চাতের দুর্গ-প্রাচীর ভাঙতে নিযুক্ত হয়েছে।

ভীম। 'এ দিবে' বালক বে আব বক্ষা পায় না।

সর্দার। সে আমি দেখছি, আপনি দুর্গপ্রাচীর রক্ষা করুন। নইলে সব
কার্য্য পণ্ড হবে।

ভীম। আমাকে একটু অগ্রসব হয়ে স্থানটা দেখিয়ে দাও।

সর্দার। চলুন।

উভয়ের অস্থান

গোরার প্রবেশ

গোরা। বস, সব মান রক্ষা হয়েছে—ভগবন্ ! এইবারে এই শবস্ত্রপের
মধ্যে ব'সে একটু তোমার জঁয়ধ্বনি করি। আমার সময় হয়েছে !
হৃদয় বিদ্ধ—রক্তশ্রোত ক্রমে নিশ্চল হয়ে আসছে ! এই ত দেখছি,

এখানে কতকগুলো বাদশার সৈন্তের মৃতদেহ—এর একটাকে তাকিয়া
করে বসা থাক।

বাদলের প্রবেশ

বাদল। এই যে দাদা! তুমি এসে পড়েছ? তোমাব আশীর্বাদে এ
দিকের আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ করেছে।

গোরা। বেশ কবেছ, এইভাবে ভাই আমার অস্ত্যোষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা কব।

বাদল। সে কি দাদা! তুমি বাঁচলে না?

গোরা। না দাদা! বাঁচা হ'ল না! বুকে অস্ত্র বিধেছে। ভাই,
আমার একটি কাজ কর। না, তুমিও যে দেখছি ভাই, ক্ষতবিক্ষত-
দেহ! তা হ'লে যাও, তোমাব পিসীমার কাছে যাও। না আমার
তোমার চিন্তায় ছটফট করছেন—মহারাজী ঘর-বার কবছেন—যাও
ভাই, তাঁদের দেখা দিয়ে তাঁদের আনন্দবিধান কর।

বাদল। শত্রু ফিরিয়ে বড়ই আনন্দে আসছিলুম যে দাদা! সে আনন্দে
বাদ সাধলে—বাঁচলে না?

গোরা। আমার বাঁচার কাজ হয়ে গেছে। তুমি বেচে থাক—
চিতোরের সেবা কর।

বাদল। কি বলছিলে দাদা?

গোরা। আর বলব না।

বাদল। না দাদা—বল। আমার এ সব সামান্য আঘাত। আমি
তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে ত যেতে পারব না।

গোরা। তা হ'লে এক কাজ কর—অর্জুন ভীষ্মের শরশয্যা করেছিলেন,
তুমি আমার নরশয্যা করে দাও।—দাও দাদা! আর বসতে
পারছি না—ক্রমে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ছে। একটা মাথায়, দু'টো

হু'পাশে, একটা পায়ে দাও দাদা!—আ! কি স্নেহের শয্যা—
কি স্নেহের মরণ!

নসীবনের প্রবেশ

নসী। দাদা! দাদা! ঈশ্বরদত্ত সহোদর, এ কি? আমি যে বড়
আনন্দে আসছি! এ কি করলে ভাই?

গোরা। কে ও, নসীবন! এসেছ? বড় সুসময়ে এসেছ। ভাই
বাদল! আমার এই ছুধিনী ভগিনীটির ভার গ্রহণ কর।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পার্কৃত্য কানন

লক্ষ্মণ ও অজয়

অজয় । মহারাণা ! সর্বস্থানেই সন্ধান নিলুম । কোনও স্থানে আমাদের
সৈন্তের সহিত বাদশাহ সৈন্তের সাক্ষাৎ হয় নি ।

লক্ষ্মণ । কিছু বুঝতে পারলে ?

অজয় । বাদশা এ সকল পথ দিয়ে দিল্লীতে করে নি ।

লক্ষ্মণ । তা ত ফেবে নি, গেল কোথা ?

অজয় । আমার বোধ হয়, দাক্ষিণাত্যে পথে বাদশা সৈন্ত নিয়ে চ'লে
গেছে ।

লক্ষ্মণ । না অজয়সিংহ !

অজয় । তা হ'লে বোধ হয়, মুলতানের পথে দিল্লীতে ফিবেছে ।

লক্ষ্মণ । না ভাই, তাও নয় । আরাবলীর পথে, সিরোহীব পথে,
আর আজমীরের পথে সৈন্ত স্থাপন ক'রে বাদশাহ দিল্লী ফেরাব পথ
রোধ করতে গিয়ে, আমি নিজে গৃহ প্রবেশে পথ বোধ কবেছি ।

অজয় । বলছেন কি মহারাণা ?

লক্ষ্মণ । আর একটু মেবাব মুখে অগ্রসব হ'লেই সব বুঝতে পারবে ।
বুঝতে পারবে, বাদশা বিনা যুদ্ধে গুজরাট জয় ক'রে, রাণীকে অপহরণ
ক'রে, তার রাজ্যের সমস্ত সর্দাবেয় সহায়তা লাভ ক'রে—আমার
ভয়ে পালায় নি । একটা প্রবল জাতির সঙ্গে সন্মিলিত, লক্ষ বিজয়ী

সেনার অধিনায়ক দিগিজয়ী আলাউদ্দীনের দেশে পালিয়ে যাবার কোনও কারণ আমি দেখতে পাই নি।

অজয়। দিল্লীতে ফিরে নি, পঞ্জাবে প্রবেশ করেনি, দাক্ষিণাত্য অভিমুখে অগ্রসর হয় নি, তা হ'লে বাদশা গেল কোথায় ?

লক্ষণ। যে গুজরাটের সাহায্যে আমি চলেছিলুম, পথে যখন সেই গুজরাটী সৈন্য কর্তৃক বাধা পেয়েছি, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। তার পর ফেরবার মুখে, যখন পত্তনরাজ্যপ্রাপ্তস্থ দুর্গে পাঠনরাজপুত আমাকে এক দিনের জন্তও বিশ্রাম করতে দেয় নি, তখনই আমার আশঙ্কা হয়েছিল। ভাই ! এখন আতঙ্ক।

অজয়। আপনার কি বোধ হচ্ছে, আলাউদ্দীন চিতোর অভিমুখে চলেছে ?

লক্ষণ। চলেছে কি—এসেছে !

অজয়। কেমন ক'রে বুঝলেন ?

লক্ষণ। এই পথের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছি না ? যে পথে দিবারাত্রির মঞ্চে যুদ্ধের সময়ের জন্তও লোক-চলাচল বন্ধ থাকে না, দম্ভাত্তর নেই ব'লে বৈটা রাজ্যোয়ারার সর্বপ্রধান বাণিজ্যপথ, তাতে আজ লোক নেই। এই সারা দীর্ঘ পথ শ্মশান-তুল্য নির্জন।

অজয়। সেটা আমিও দেখছি. দেখে বিস্মিত হচ্ছি।

লক্ষণ। ভাই ! আগি ধূর্ত আলাউদ্দীন কর্তৃক প্রতারণিত হয়েছি।

অজয়। কোন্ পথ দিয়ে গেল ?

লক্ষণ। আমাদের ঘরের লোক যদি শত্রু হয়, তা হ'লে পথ পাবার ভাবনা কি ?

অজয়। তা হ'লে কি পাঠনরাজ্যের মধ্য দিয়ে গেল ?

লক্ষণ। আমার তাই বিশ্বাস ! পত্তনের মধ্য দিয়ে গেছে, নরুভূমি পার হয়েছে।

অজয়। তাই যদি আপনার বিশ্বাস হয়ে থাকে, তা হ'লে রাত্রিমুখে
 দু'থানে আর আমাদের বিশ্রাম করবার প্রয়োজন কি ?

লক্ষ্মণ। সম্মুখে পান্দোয়ানার ঘন-বনাচ্ছন্ন গিরিপথ। বাত্রিমুখে সমস্ত
 সৈন্ত নিয়ে এই পথে প্রবেশ করতে পারবে ? কৃষ্ণপক্ষের রজনী,
 চন্দ্রালোকের পর্য্যন্ত প্রত্যাশা নেই।

অজয়। নাট বা থাকল, আপনি আদেশ কবসেই পারি।

লক্ষ্মণ। তা হ'লে প্রস্তুত হও। হ'ক অন্ধকার—পথে আমি মুহূর্তমাত্র
 সময় নষ্ট ক'রতে সাহস ক'রাছি না। তুমি বাও, রক্ত-মুখ পরীক্ষা
 করতে সর্বদা ত্রে চর সেনা প্রেরণ কর।

গজঘের প্রস্থান

লক্ষ্মণ। তাই ত, করলুম কি ? এক প্রতারকের কথায় বিশ্বাস ক'রে
 মূর্থতার পরাকাষ্ঠা দেখালুম ? বৃদ্ধ রাজার ওপব শিশু নারীগুলোর
 ভার দিয়ে, সমস্ত সর্বল রণক্ৰম দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে এত দীর্ঘকাল
 মরীচিকার সঙ্গে ছুটোছুটি ক'বে এলুম।

বাদল ও নসীবনের প্রবেশ

নসী। প্রায় সমস্ত গিরিপথ বাদশার সৈন্ত ঘেরে ফেল্লে। আজ
 রাত্রের মধ্যে রাণা যদি এ দুর্গম স্থান পার না হ'তে পারেন, তা হ'লে
 ত কখনই হ'তে পারবেন না। এ দিকে কালকের মধ্যে সৈন্ত নিয়ে
 তিনি যদি চিতোরে উপস্থিত হ'তে না পারেন, তা হ'লে ত চিতোর
 গেল। কি সর্বনাশ হ'ল ভাই, কি সর্বনাশ হ'ল !

বাদল। কৈ, রাণার আসবার কোন ত লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না দিদি !
 কিন্তু আমিও ত আর থাকতে পারি না। চিতোর পরিত্যাগ ক'রে
 বহুদূর এসে পড়েছি, বিপন্ন বৃদ্ধ রাজাকে একা ফেলে রেখে এসেছি !

এখনও পর্য্যন্ত ফিরে যাবার এক পথ আছে, দেরি করলে আব সে পথ পাব না ! শেষে কোন কাজে আসব না । না বাহিরে থেকে সাহায্য করতে পারব, না চিত্তোরে থেকে শেষক্ষণ পর্য্যন্ত শত্রুকে বাধা দিয়ে, রাজার পাশে ধূলি-শয্যায় শয়নের স্মৃতি পাব ! দিদি ! আর আশা থাকতে পাবি না ।

নসী । তা হ'লে তুমি ফেব ।

বাদল । এই সম্মুখে গুজবাতের পথ । তুমি এই পথ ধ'বে অগ্রসর হও ।

লক্ষণ । কে ও ?

বাদল । কে ও বাণা ! জয় একলিঙ্গের জয় । দিদি ! রাণাকে পথ দেখাও, পথ দেখাও ।

লক্ষণ । কি সংবাদ ? কি সংবাদ ?

বাদল । আমার বলবার সময় নেই রাণা । রাণা ! দিগ্‌ব্যাপিনী অনলশিখা ক্ষুধার্ত্ত হয়ে চিত্তোবকে বসনায় বেষ্টিত করেছে ! রক্ষা কর, রক্ষা কর । আমি বিপন্ন রাজাকে আপনার আগমনবার্ত্তা দিতে চললাম ।

প্রস্থান

লক্ষণ । কে ও—মা ?

নসী । রাণা ! আমাদের ও মধুব নামে সঙ্ঘোধন করবেন না । আত্ম-সন্তানবাতিনী নাগিনীকে যদি আপনি ঐ পবিত্র আখ্যার অধিকারিণী মনে করেন, তা হ'লে আমি মা ।

লক্ষণ । তুমি আর ঐ বালক ছাড়া কি চিত্তোর থেকে আমার কাছে সংবাদ পাঠাবার পর্য্যন্ত লোক নেই ?

নসী । বুঝতেই ত পেরেছেন । আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবেন না । অবকাশ পাই, আপনাকে সমস্ত ইতিহাস বলব । তবে এমন দুঃসময়

বাণা, বুঝি চিতোবীর বীরত্বের সে উজ্জ্বল অক্ষর আপনাব চক্ষে
ধ্বংসে পাবলুম না ! তুর্কী দেশীয় মুসলমানী আমি—পার্বত্যজাতির
ভিতর হ'তে উদ্ভূত হয়ে, বণকোলাহল-নির্নাদিত নিশ্চয় তুষাবাচ্ছন্ন
শৈলের শৃঙ্গে শৃঙ্গে এক সময় বস্ত্র বাধিনীর স্তায় বিচরণ কবেছি ।
পিতাব সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী দেশ থেকে, কত সশস্ত্র লোকারণ্যের মধ্য
দিয়ে সেই সুদূর বাঙ্গালা দেশ পর্য্যন্ত বেড়িয়ে এসেছি । কিন্তু মৃত্যু-
বাজ্যে উল্লাসময়ী প্রেমতবদিগী প্রবাহিত হয়, এ আমি কখন
দেখি নি । মহাবাজ ! আপনাব দেববাজ্যে এসে তা দেখেছি ।

লক্ষণ । বলি মা । চিতোবীরকে বক্ষা ববতে পার্বে ?

নসী । ওপরে চাপ্ত বাণা । তোমাদেব কোন্ দেবতা মবা ফিবিযে দেয়,
তাৰ আবাহন কব ।

লক্ষণ । এস মা । তা হ'লে সঙ্গে এস । তোমবা যখন এসেছ, তখন
পথে বোধ হয় বিপদ নেই ।

নসী । সমস্ত পথ অবকদ্ধ । আমাৰ অতি কাষ্ট শত্রুৰ অজ্ঞাত পথ দিয়ে
এসেছি । এসেছি, কিন্তু বোব হা, একা আৰ পথে ফিবতে
পাবি না ।

অজয়সিংহর প্রবেশ

লক্ষণ । যাও, অদূরে সন্নিবিষ্ট আমাব শিবির । এই আমাব পাঞ্জা
নাও, কিয়ৎক্ষণেব জন্ত বিশ্রাম গ্রহণ কব ।

নসীবনের প্রস্থান

অজয় । বাণা ! সকলে প্রস্তুত—আপনাব আদেশেব অপেক্ষা ।

লক্ষণ । সমস্ত পথ শত্রু কর্তৃক অবকদ্ধ ।

অজয় । সমস্ত ?

লক্ষণ । সমস্ত । কেবল আমাদেব মস্তগুপ্ত পথটি অবশিষ্ট আছে ।

সুতরাং এক কার্য কর। তুমি, অত্যাচারী রাজকুমার, চিতোরী সর্দার ও কিয়দংশ সৈন্য নিয়ে, সেই পথ দিয়ে চ'লে যাও। অতি সাবধানে, অতি সজোপনে সেই পথ অবলম্বন করবে। সে পথ দেবতারও অজ্ঞেয়। চিতোরের ধ্বংসসম্ভাবনা না হ'লে সে পথের ব্যবহার নিষিদ্ধ। যখন খুল্লতাত সে পথে লোক পাঠিয়েছেন, তখন চিতোর-রক্ষা তাঁর অসাধ্য হয়েছে ব'লেই পাঠিয়েছেন। সে পথের অস্তিত্ব তিনি জানেন, আমি জানি, আর জানেন চিতোরের রাজপুরুষগণ। অস্ত্রের জানবার অধিকার নাই। এস ভাই, তোমাকে সেই পথ দেখিয়ে দিই। একেবারে ভবানীমন্দিরের মধ্যে উপস্থিত হবে।

অজয়। অস্ত্রের পক্ষে যখন সে পথ জানা নিষিদ্ধ, তখন আমাকে সে পথ জানাচ্ছেন কেন রাণা?

লক্ষ্মণ। বুঝতেই ত পারছ, আমি চিতোরে উপস্থিত হ'তে পারি কি না সন্দেহ।

অজয়। হ'লে আপনিই সেই পথে যান না কেন?

লক্ষ্মণ। ভাই! এ সঙ্কটসময়ে আমাকে বাধা দিও না।

অজয়। না রাণা, ভৃত্যের প্রতি এরূপ আদেশ করবেন না। পিতার সাহায্যে আমাকে প্রেরণ করছেন, কিন্তু পিতা যদি শোনে, আমি আপনাকে বিপদের সমস্ত ভার বহন করতে রেখে, তাঁর সাহায্যে চিতোরে এসেছি, তা হ'লে সাহায্য নেওয়া দূরের কথা, তিনি আমার মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করবেন না। আমি শত্রুকটক ভেদ করতে করতে অগ্রসর হই, আপনি সমস্ত রাণাবংশধরদের নিয়ে গুপ্তপথে চিতোরে প্রবেশ করুন।

লক্ষ্মণ। তোমার সঙ্গে তর্ক করবার সময়ও নাই। সুতরাং গতাস্তরও নাই। তবে এস।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পার্বত্য পথ

বাদল

নেপথ্য রণকোলাহল

বাদল। তাই ত! এ যে বড় মুস্থিলে পড়লুম! গুহামুখ যে আর খুঁজে
পেলুম না! যুদ্ধ বেধেছে—ঘোর যুদ্ধ বেধেছে! অন্ধকারে শত্রুতে
শত্রুতে আলিঙ্গন! কি রণ-উল্লাস! কি রণ-উল্লাস! আমি
করলুম কি—আমি করলুম কি! না চিত্তোরে প্রবেশ করতে পারলুম
না—রাণার সাহায্য করতে অক্ষম হলুম! সময়টা বুঝা গেল!
কোন কাজে এলুম না! কি রণ-উল্লাস! হর-হর-হর-হর—চিত্তোরীর
রণকোলাহল! কি মত্তমাতঙ্গের উৎসাহে চিত্তোরী বীর রক্তমুখে প্রবেশ
করছে! হা ভগবন্! হা একলিঙ্গ! আমি শুধু দাঁড়িয়ে কোলাহল
শুনতে রইলুম! এ অন্ধকারে এ ছুরারোহ পর্বত-শৃঙ্গে সংসার থেকে
বিচ্ছিন্ন হয়ে, যেন সাক্ষিগোপালের মত দাঁড়িয়ে বইলুম!

নেপথ্য রণকোলাহল

বাদলের প্রস্থান

কাফুরের প্রবেশ

কাফুর। সব কোশল ব্যর্থ হ'ল। চিত্তোরীর গতিরোধ করতে
পারলুম না। এ আমাদের অপরিচিত দেশ, আমরা বাধা দেবার
যোগ্যস্থান গ্রহণ করিতে পারি নি। চিত্তাবীররা আমাদের ওপর
নিয়ন্ত্রণ! আর বেলীক্ষণ থাকলে বিপদে পড়তে হবে। সম্পূর্ণ
পরাজয়—প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব না।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। শত্রুরা ওপর নিয়েছে। পাথর গড়াচ্ছে। পাথরের আঘাত
ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ছি। সৈন্ত সব ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে।

রণকোলাহল

কাফুর। আর নয়, ফেরো—জাঁহাপনার সৈন্তের সঙ্গে যোগদান কর।
বথেষ্ট কার্য্য হয়েছে! অর্ধেক চিতোরীর সংহাব কবেছি। চ'লে
এস, চ'লে এস।

স্থান

অজয়সিংহের প্রবেশ

অজয়। কি দুঃখ! কি আক্ষেপ! এক জন সর্দারের অভাবে আমি
শত্রুগুলোকে নিম্ন কর্তে পাবলুম না! এক জন—এক জন—এ
পার্বত্য স্থানে কে কোথায় এক জন রাজপুত সেনানায়ক আছে, শীঘ্র
এস—আমার সমস্ত সঙ্গী সর্দাব প্রাণ দিয়েছে! আমি একা আছি
—এক জনের অভাবে আমি শত্রুসৈন্তকে বেড়াঙ্গালে ঘেরে মারতে
পারিনি।

অরুণসিংহের প্রবেশ

অরুণ। খুল্লতাতে! আমি আছি।

অজয়। তুমি! কে তুমি? অরুণসিংহ? তুমি আজও বেঁচে আছ?

অরুণ। খুল্লতাতে! মৃত্যু হয় নি! কিন্তু মরণ আমার ভাল ছিল।

আমি মরণের চেয়ে সহস্র যজ্ঞা ভোগ করতে, অমৃত্যুপানলে দগ্ধ
হ'তে বেঁচে আছি। আমাকে আদেশ কর, আমি অবশিষ্ট সৈন্তের
ভার নিয়ে এ যুদ্ধে তোমার সহায়তা করি।

বাদলের প্রবেশ

বাদল। অজয়সিংহ! আমি আছি।

অজয়। এই যে, এই যে, শীঘ্র এস—অর্ধেক সৈন্তের ভার গ্রহণ ক'রে

তোমাকে শত্রু সংহাব কবতে হবে। পার্শ্বত দেশ পাণ হবার পূর্বে,
যেমন ক'বে হ'ক, তাদেব শেষ কবা চাই।

বাদল। বেশ, এখনই চল।

অকণ। খুল্লতাত! আমি?

অজয়। বাণাব আদেশে ভিন্ন আমি তোমাব সাহায্য গ্রহণ কবিতে
পাবি না।

অকণ। চিত্তোবেব এ বিপদে আমি যোগ দিতে পাবব না?

অজয়। আমি এব উভব দেবাব অধিকাৰী নই।

বাদল। কে ও অকণ সিংহ! ভাই, তুমি?

অজয়। সিংহলা বাব! কথা কইতে চাও ত কথা কও, আব চিত্তোব
বন্ধ কবতে চাও ত চক্ষে পনক ফেলবাব অকাঞ্চ গ্রহণ ক'ব না—
আমাব সঙ্গে এস।

বাদল। চল।

অজয় ও বাদলেন্দু গ্রহান

১. ১৭ অবনত মস্তকে উপবেশন বচাব প্রবেশ

কক্সা। কি গো। মাথায় হাত দিবে বসলে যে!

অকণ। কে ও, কক্সা!

কক্সা। হাঁ, গোপমান শুনে, তুমি ব্যাপাবটা কি জানতে এলে, তা পথের
নাঝে এমন ক'বে মাথা গুঁজে ব'সে বইলে কেন? এ'ক গো, তুমি
ব'সে কাঁদছ?

অকণ। কক্সা! বুধাই আমি বাপ্সাবাওষেব বংশে জন্মগ্রহণ কবেছিলুম!

আমি বংশযোগ্য কোনও কাজ কবতে পাবলুম না।

কক্সা। কি কবতে চাও? চুপ ক'বে বইলে কেন?

অকণ। কি বলব?

রুক্ষা। বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছে কেন? আমার জন্ত যদি তুমি কাজে বাধা পাও, তা হ'লে তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর না কেন? তুমি রাজ্যের ছেলে, তুমি আমার সঙ্গে বনে বনে ঘোর, এটা আমার ভাল দেখায় না।

অরুণ। রুক্ষা! তাতেও যদি দেশের কাজ করতে পারতুম, তা হ'লে তোমার হাত দু'টি ধ'বে তোমার মত প্রিয় সামগ্রী কাছ থেকেও আমি জন্মের মতন বিদায় গ্রহণ করতে পারতুম! কিন্তু রুক্ষা, তাতেও আমার পাপক্ষয় হয় না—আমি নির্বাসিত! আত্মীয়বন্ধুবণ ঘৃণার পাত্র।

রুক্ষা। আমার বুদ্ধিতে বল দেখি, ব্যাপার কি? কিসের গোমমাল জেনে এলে?

অরুণ। জেনেছি—শত্রু এসে চিতোর আক্রমণ করেছে। তাদের সঙ্গে চিতোরীর খান্দোয়ানা গিবিপথে যুদ্ধ বেধেছে।

রুক্ষা। ~~ক'র~~ পব?

অরুণ। আমার খুল্লতাত কুমার অজয়সিংহ সেই জন্ত কোনও চিতোরী বীরের সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন। শুনে সাহায্য করতে ছুটে এলাম। কিন্তু নির্বাসিত ব'লে খুল্লতাত আমার সাহায্য গ্রহণ করলেন না। সেই যে বালককে আমার সঙ্গে বনে দেখেছিল, সেও সেই কথা শুনে এইখানে এসেছিল। খুল্লতাত তাকে সঙ্গে নিয়ে চ'লে গেলেন। সে বালক আমার বাল্য-সখা। সেও আমার পানে ফিরে চাইলে না! রুক্ষা, বড় অপমান! আমার আব বাচবার ইচ্ছা নেই।

রুক্ষা। বড়ই অপমান—আনারও মন্যভেদ হয়ে গেল! আমারও বাচবার ইচ্ছা নেই!

অরুণ । এ অপমানের জালা সহ্য করার চেয়ে মরা ভাল ।

রুদ্ৰা । বড় অপমান ! আমার জন্তই তোমাকে এই অপমান সহ্য করতে হ'ল ! আমি হতভাগী সে দিন তোমাকে যদি সঙ্গে ক'রে না আনতুম !

বাহুলের প্রবেশ

বাহুল । মেয়ে-জামাই যে অন্ধকারে বেকলো, তা কোন্‌ চুলোয় গেল ?

রুদ্ৰা । কে ও, বাবা এলি ?

বাহুল । এই যে, এখানে ছুঁজনে কি গুজগুজ ক'নছিস ?

রুদ্ৰা । বাবা ! আমবা প্রাণ রাখব না ।

বাহুল । কেন রে ?

রুদ্ৰা । না বাবা ! প্রাণে আব স্মৃতি নেই ।

বাহুল । কেন বে ? মাঝখান থেকে প্রাণটাব ওপ'ব বাগ হয়ে গেল কেন ?

রুদ্ৰা । তোর জামাইসের বড় অপমান ক'বেছে ।

বাহুল । কে অপমান করলে ?

রুদ্ৰা । কি গো—কি হয়েছে, বল না ।

অরুণ । আর বলব না ।

বাহুল । আমার আত্মীয়স্বজন'ব ভেতর কেউ ?

রুদ্ৰা । তারা করবে কেন ? তারা কি এমন হীন ? করেছেন ঔঁষট আত্মীয়—কাকা । শত্রু এসে চিতোর আক্রমণ ক'রেছে, সেই জন্ত খান্দোয়ানার পাহাড়ে লড়াই বেধেছে । তোমার জামাই দেশের জন্ত লড়াই করতে চেয়েছিল, ঔঁর কাকা ঘৃণা ক'রে ঔঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সাহায্য নেয় নি ! ব'লে, তুমি নির্বাসিত

রাহুল। এই! তাই বল। তাতে অভিমান কি? জন্মভূমি ত রাজার
 একার নয়। জন্মভূমি রক্ষা করা রাজা প্রজার সমান অধিকার।
 তোমার আত্মীয়েরা তোমার প্রতি বৈরূপ ব্যবহার করেছে, তাতে
 তাদের কাছে তোমার যাওয়াই অশ্রায় হয়েছে। কেন? আমরা
 গরীব হয়েছি ব'লে কি ম'রে গেছি? যুদ্ধের প্রয়োজন হয়, আমার
 ত আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের আমি ডেকে দি। যাও, তাদের
 নিয়ে লড়াই দাও। তুমি আমার বনভূমের রাজা। তোমার প্রজারা
 হাসতে হাসতে তোমার জন্ত প্রাণ দেবে!

রক্ষা। তবে আবার কি, ওঠ।

রাহুল। বা খেঁচা, তোর ভাইদের খবর দে। আমি ডাক দি! এস
 বাপ্! দেশের জন্ত প্রাণ দিলে যদি তোমার অপমানের প্রতিশোধ
 হয়, এস, আমরা সবাই মিলে তোমার জন্ত প্রাণ দি।

ভূতীয় দৃশ্য

ভীমসিংহেৰ বন্ধু

পদ্মিনী ও মীৰা

নেপথ্য—বণকোলাঙল

পদ্মিনী। মা মীৰা! যা বলেছিলুম, তাই হ'ল। ধ্বংসকপিণী চিতোনে
এসে এমন সোনাৰ চিত্তোৰ ধ্বংস ক'লুম।

মীৰা। ও কথা ব'ল না না। তুমি সৰ্বৈশ্বৰ্য্যমণী সৰ্ব্বলোকৰ্য্যমণী।
কমলার প্রাণ তোমাব ও কৰ্মণীষ মৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। দেবতাব
বাঞ্ছনীয় জ্ঞানে বাণা তোমাকে চিত্তোবাব মন্দিৰে আবাহন ক'বে
এনেছিলেন। জয়লক্ষ্মীজ্ঞানেই মুসলমান সম্রাট তোমাকে চিত্তোবাব
হৃদয় থেকে ছিনিয়ে লৈছে এসেছে। তোমাব জন্তু চিত্তোবাব প্রাণ
দেবে, এ ত চিত্তোবাব সৌভাগ্য। ও সব কথা মুখেও মো না
না। স্নেহে নবতে চলেছি, আনন্দে নবতে দাঁড়। এখন আনন্দ
কব, আমবা কি কবব? সমস্ত পুৰবাসিনী নববেশ ভূমিতা হয়ে,
ববণডাঙ্গা মাথায নিয়ে অগ্নিকুণ্ড দগ্ধে দাতিয়ে আছে। তাণ
নববাজ্যে গিয়ে তাদের অগ্রগামা স্বামীদেব ববণ ব'বে।

পদ্মিনী। একবাব মাত্র বাজাব অপেক্ষা দাউয়ে আছি।

মীৰা। কিন্তু আমাব আব অপেক্ষা সহন না—বাণাব সঙ্গে সাফাৎ
হ'ল না।

নেপথ্য—হব হব হব হব

পদ্মিনী। বাণা এসেছেন—বাণা এয়েছেন। ঐ চিত্তোবাব সৈন্তেব উল্লাস
কোলাঙল।

নেপথ্যে—রাণা—রাণা—ওই রাণা

ঐ শোন মা ! ঐ শোন, রাণার জয়ধ্বনিতে গগনমার্গ প্রতিধ্বনিত
হয়ে উঠেছে !

মীরা । মুখ রাখ মা ভবানী—মুখ রাখ ।

পদ্মিনী । রাণার মর্যাদা রাখ মা ! রাণার মর্যাদা রাখ ।

ভীমসিংহের প্রবেশ

ভীম । রাণী !

পদ্মিনী । কি সংবাদ রাজা ? রাণার সংবাদ কি ?

ভীম । রাণা এসেছে—কিন্তু বাণী ! বড় অসময়—এসে ফল হ'ল না !

দুরাত্মা সম্রাট, নগর-প্রাচীর ভেঙে সহবে প্রবেশ কবেছে । অসংখ্য
সৈন্ত নিয়ে দুর্গ ঘেবেছে । শত্রু অসংখ্য—রাণার সৈন্ত মুষ্টিমেয় ।
পরিণাম কি বুঝতে পাবছি না ! দুর্গপ্রাচীরের বাইরে ভবানী-
মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাস্তরে দুই দলে ভীষণ সংগ্রাম বেধেছে । কিন্তু
রাণী—অনন্ত শত্রু-সৈন্তসাগর মধ্যে রাণার সৈন্ত ডুবে গেল !

মীরা । খুলতাত ! রাণা কি সমবশায়ী হ'লেন ?

ভীম । আর ত তাকে ভাসতে দেখলুম না মা ! দেখবার অপেক্ষায়
দাঁড়িয়ে রইলুম । দেখতে না পেয়ে, শেষে সংবাদ দেবার জন্ত
চ'লে এসেছি ।

পদ্মিনী । তা হ'লে আমবা প্রস্তুত হই ?

ভীম । প্রস্তুত হও । আমি দুর্গ প্রবেশে বাধা দিতে নিযুক্ত আছি ।
সুধু তোমাদের সংবাদ দিতে এসেছি । দাঁড়াতে পারলুম না—
তোমাদের কর্তব্য তোমরা স্থির কর । আমি চললুম—ভাবে বুঝছি,
এই চলাই আমার শেষ । (নেপথ্যে—রণশব্দ) দুর্গদ্বারে শত্রু
চেপেছে । আত্মরক্ষা কর—জয় একলিঙ্গের জয় ! মা চিতোর-

সম্রাজ্ঞী। আর এখানে নধ সকল সতীকে সঙ্গে নিয়ে সমবেতকণ্ঠে
তোমরা উপর থেকে চিত্তোবেব উপর আশিস্ বর্ষণ কর—এল না।
যেন চিত্তোবেব বাজবংশ ধবংস না হয়।

প্রস্থান

মীরা। বক্ষা কর ভবানী—বক্ষা কর।

পদ্মিনী। বক্ষা কর শঙ্কর। বক্ষা কর। এস মা সব চিত্তোবকুল সম্রাজ্ঞী।
যে যেখানে আছ, এস, পবিত্র জহবব্রত ল'য়ে চিত্তোবকে আশীর্বাদ
করবার সময় এসেছে। পবিত্র ধর্মবাহিনী আশীর্বাদী হয়ে, কোটি বাহু
বিস্তার করে সবাইকে হিন্দুসতীর চিবাধিষ্ঠিত দেশে ব'য়ে নিয়ে যাবার
জ্ঞাত ব্যগ্র হয়েছে।

মীরা। স্বামি পুত্র আমাদের সমবাননে আত্মাহুতি দিতে ছুটেছে।
এস, আমরা তাদেব বল্যাণে, দেশেব কল্যাণে, ধর্ম্মানলে, আপনাদেব
আহুতি দিই।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির প্রাঙ্গণ

দাম্পাসিংহ

লক্ষ্মণ । তিন তিনবার আক্রমণ আনাব ব্যর্থ হ'ল । সংগ্রাম ক'বে ক'বেও শত্রু শেষ হ'ল না ! একের মৃত্যুতে শত্রু সহস্র মূর্তি ধ'বে বদ্বীজেব মত আমাকে গ্রাস করতে এল ! আব আমাব কিছু নেই । শুধু রাজকুমার কয়টি অবশিষ্ট । এ ক'টিকে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে কি চিতোর-রাজবংশ ধ্বংস কবব ? কি কর্তব্য কিছুই ত স্থির করতে পারছি না ! এদিকে আমি সৈন্তের অভাবে চরণ থাকতেও চলচ্ছক্তিহীন হয়ে ভবানীর আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ওদিকে দুর্গমধ্যে রাজা ভীমসিংহ সমস্ত পুত্রবাসিনীদের নিয়ে বন্দী, শত্রু ভীমবলে দুর্গদ্বার আক্রমণ করেছে । হাজার হাজার বাদশাব সৈন্ত, এদিকে আমার গতিবোধ করবাব জন্য দুর্ভেদ্য প্রাচীরেব ত্যাগ দাঁড়িয়ে আছে ।

নেপথ্যে শব্দ

ঐ দুর্গদ্বার ভেঙ্গে গেল ! ওই দেখতে দেখতে জহবব্রতের আশ্রম জলে উঠল ! হা ভবানী ! আমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম ! না, এ দৃশ্য আমি দেখতে পারি না । ক্ষত-বিক্ষত দেহেব যন্ত্রণা, এ দর্শন-যন্ত্রণার তুলনায় অতি তুচ্ছ ।

মৃত্যুক অবনত করিয়া উপবেশন

নেপথ্যে । ময় ভূঁখা হো—

লক্ষ্মণ । এ কি ভীষণ দৈববাণী ! দৈববাণী না স্বপ্ন !

চাষাভৃত্তির প্রবেশ

ছা-মু। ক্ষুধা—বড় ক্ষুধা।

লক্ষণ। কে তুমি ?

ছা-মু। আমি চিতোর-রক্ষণী মাতৃকা।

লক্ষণ। এমন ক'রে কি তুমি চিতোর রক্ষা কবছ ?

ছা-মু। বড় ক্ষুধা।

লক্ষণ। সমস্ত চিতৌবীকে খেয়েও তোমার ক্ষুধা মিটল না।

ছা-মু। আহাঁর অযোগ্য—ভয়ভূমি যদি রাখতে চাস ত শ্রেষ্ঠ পুষ্প পূজা
দে—রাজপ্রাণ বলি দে।

লক্ষণ। তা 'হ'লে চিতৌব নক্ষা হবে ? বথার্থই যদি চিতৌবেস
অধিষ্ঠাত্রী মা হ'স, তা হ'লে ঠিক বল্—আমি এখনি আহ্ন-প্রাণ
বলি দি।

ছা-মু। যদি চিতৌবেস দ্বাদশ বাজকুনার এক এক ক'বে শত্রুর সন্মুখে
গিয়ে, তার অমিতে মৃণ্ড দিবে আমার গুজা দেব, তবুই চিতৌব
রক্ষা হবে।

লক্ষণ। রক্ষা হবে ?

ছা-মু। নৃষ্টি ফিববে।

লক্ষণ। একাদশ রাজকুমার অবশিষ্ট—তার মধ্যে একজন নির্বাসিত।
আব আছি আমি।

ছা-মু। যথেষ্ট।

লক্ষণ। সব গেলে, চিতৌব ভোগ কবতে রইবে কে ?

ছা-মু। অবিশ্বাস ! ময় ভুঁখা হো—

অস্থান

লক্ষণ। অপবোধ হয়েছে মা ! ফেব ফের।

ছা মু। (নেপথ্যে) ময়—ভুঁখা হো।

লক্ষ্মণ। তাই ত ! চিতোবই যদি গেল, তা হ'লে আমাদের প্রাণে আব
প্রয়োজন কি ?

তজ্জয়নি"হের প্রবেশ

অজয়। মহাবাণা—মহাবাণা।

লক্ষ্মণ। এই যে ভাট এসেছ। শুনলে ?

অজয়। কি মহাবাণা ?

লক্ষ্মণ। এই মৃত্যু-যবনিকাবৃত প্রান্তবে চিতোবেব অবিষ্ঠাত্রী—কুবর্তী—
কাতব বঠে আমার কাছে কি নিবেদন ক'বে গেল শুনলে না ?

অজয়। না, কিছুই ত শুনতে পাই নি !

লক্ষ্মণ। ময় ভুঁখা হো' ব'লে অবশিষ্ট বাপ্পাবাও বংশধবগণকে তাব কুধাব
বব পুংগ কবাবাব নিমন্ত্রণ ক'বে গেল। সঙ্গে তোমাব আব
কেউ আছে ?

অজয়। নেই বনলেই হয়—বাবা চিতোবে পৌছেছে, তাবা অর্দ্ধমৃত।

লক্ষ্মণ। বেশ হয়েছে। তাদের বিশ্রাম দাও—তুমি এস।

উভয়ব প্রস্থান

৭৬ল অকণ ও কজ্জার প্রবেশ

বাহল। ভাবনা কি ? চুর্গমুখে যাবাব সুগম পথ পেয়েছি—নে কজ্জা,
তোব ভাটদেব থাব দে।

কজ্জা। দেখ বাবা ! যেন মান থাকে, শত্রু অনেক !

বাহল। ও'ক না—আমবা নিশাচব—বাত্রে মোষ ববা, মাঝি—এমন
সুন্ধিব অন্ধকার—ভয় কি ? যা মা চ'লে যা—তোব ভাইবেব
গবব দে।

অকণ। দেবী ক'ব না কয়্যা, দেবী ক'ব না—ওই দেখ, দুর্গমধ্যে অগ্নি-
শিখা আকাশ মুখে ছুটেছে—জানি না, এক সর্বনাশ ত ল।

বাহুল। চ'লে চল—

বাদল ও সহচরগণের অবেশ

বাদল। ভাই সন—সহব জনশূন্য—দেবনা কেলা বেবে শত্রু। বাদনা
কেলা দগল কবেছে—বাণাও দেখতে পাচ্ছি না, অজয়সিংহকেও
দেখতে পাচ্ছি না—তাদের সৈন্য, অপাণ্ডব বাজকুমার, কাবও কোন
থবব নেই—বোধ হয় মবেছে ! স্তববাং দুর্গ আশাদের দখল কবতেই
হবে। কেউ থাক, না থাক—বেলা দগল আমাদের কবতেই হবে।

সকলে। কেলা দখল আমাদের কবতেই হবে।

বাহুল। দেখ ত বাজকুমার, কাণা হল কবতে কবতে আসছে।

আওয়াজে চিতোণী ব'লে বোধ হচ্ছে।

বাদল। যদি মাঝ, কেলাব ভিতরে মবব—বাটবে নয় !

অকণ। কে তুমি ?

বাদল। তুমি কে—আবে কেও ভাই ? অকজী—পালাও না কি ?

অকজী। পালাও তুমি—আনণ এতল গলাতে জানি না।

বাহুল। ঝগড়া . য—ঝগড়া নয়—

কয়্যা। তুমি আমার স্বামীর অপমান কবেছ।

বাদল। কেলা দখল ক'বে যদি বাচি, তখন এসে আত একবাণ কবব।

অকণ। তুমি অগ্রে দখল কবে ?

বাদল। একটু পবে দেপতেই পাবে।

অকণ। বেশ, তাই ভাল—চল দেখা যাক, কে আগে দখল কববে।

সকলে। চল—চল—জয় একলিঙ্গের জয়—জয় চবানীর জয়।

সকলের ও

অজয় ও লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ

অজয়। দোহাই রাণা! আমাকে আদেশ করুন,—আমার আর সব ভাইদের সঙ্গে আমিও মাতৃমন্দিরে আত্মবলি প্রদান করি। আদেশ দিন রাণা—আদেশ দিন।

লক্ষ্মণ। তা দেব না। আমি চিত্তোবের বাণাবংশ ধ্বংস হ'তে দেব না। রাণার মেবার রাণারই থাকবে, অন্তের হ'তে দেব না। এই নাও, আমার মুকুট নাও। নিয়ে কৈলোয়ারের গিরিজুর্গে আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমিই এখন হ'তে মেবাবেব বাণা।

প্রস্থান

অজয়। তবে যাও রাণা! মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে পা দিয়েছ—আর একটু পরেই নিয়তির কবাট রুদ্ধ হ'য়ে তোমাকে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। তোমার আদেশ কখন লঙ্ঘন করি নি, এ সময়ও করতে পারলুম না। তবে এ মুকুট আমার নয়—আমি রাণার ভৃত্য—রাণাবংশধরের জন্ত এ মুকুট তুলে রাখলুম। অরুণসিংহকে জীবিত দেখেছি—আমি তার সন্ধানে চললুম।

প্রস্থান

শব্দম দৃশ্য

তোবণ

ছগছারে বাদল—প্রাচীরোপরি কঙ্কা ও অকণ

বাদল । ভাঙ্গো—দবজা ভাঙ্গো । যেমন ক'বে পাব ভাঙ্গো । হ'সিযাব,
অকঙ্কী যেন না আগে প্রবেশ কবতে পাবে । তা'বা মই সংগ্রহ
কবেছে, পাঁচিলে উঠতে চলেছে । এখনি আমাকে হাবিয়ে দেবে ।
পাবলে না—এখনও পাবনে না !

কঙ্কা । ভাঙ্গলে—ভাঙ্গলে—নেমে পড়—নেমে পড়—আমি বলম হাতে
দাডিয়ে আছি । যে শত্রু তোমা'র পেছনে আসবে, তা'বেই সংহাব
কবব । নেমে যাও—নেমে যাও—জয় ভবানী, জয় ভবানী ।

বাদল । ওই সেই বুনো'র মেবেব উন্মাস শব্দ ! দবজা ভাঙ্গো—ওই,
দবজা ভাঙ্গো ।

সৈন্ত । হ'ল না, হ'ল না । হাতী মাথা দিয়ে হেবে গেল ।

বাদল । পাবলে না—পাবলে না ? তা হ'লে আমি বুক দিই তোমবা
প্রাণপণে আমাব পিঠে আঘাত কব । ঠেলো—ঠেলো ।

সৈন্ত । দোহাই প্রভু !

বাদল । ঠেল নবাধম । শিগ'গিব ঠেল । ভবানী'র দিব্য, আমার
মর্যাদা বক্ষা কব । জয় ভবানী'র জয়—

অকণ । জয় ভবানী'র জয় ।

কঙ্কা । জয় ভবানী'র জয়—(অবতরণ, দ্বাব উন্মোচন)

বাদল । ভাই ! আমি আগে । (পতন ও মৃত্যু)

অকণ । না ভাই, আমি আগে । (নেপথ্য হইতে মুসলমান সৈন্য শব্দক
শরাহত) কঙ্কা ! কঙ্কা ! (পতন ও মৃত্যু) ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

দুর্গাত্যস্তর

সৈন্তগণের প্রবেশ

১ম সৈন্ত । ওবে বাবা ! অধু রাণা নয়—দানা । আর না, পালা পালা
—‘মব ভুঁখা হো’ সব খেলে, পালা ।

২য় সৈন্ত । জল্জলে চোখ, লকলকে জিব, কড়কড়ে দাঁত, লগবগে হাত
—বাপ ! কি চেহারা !—পালা ।

নেপথ্যে—মব ভুঁখা হো

সুর্দো । পালা—পালা ।

পলায়ন

পাঠনরাজের প্রবেশ

পাঠন । আগুন—আগুন—দাউ দাউ দাউ আগুন জ্বলেছে—একে
আগুনের ঝাঁক, তাতে সতীর দেহের আঁচ—বাপ ! এ আগুনের
তাপ সহ্য করা আমার কৰ্ম নয় ।

আলাউদ্দীনের প্রবেশ

আলা । কোথায় যাও পত্নবাজ । এস, চিতোরের সিংহাসন গ্রহণ
কর ।

পাঠন । এসে জাঁহাপনা—এসে । এখন বড় আঁচ—কাঠের সিংহাসন
ছাই হবে, সোনার সিংহাসন গলে যাবে, হীরে-জহরত উপে যাবে,
এসে জাঁহাপনা—এসে ।

পলায়ন

আলা। হে ঈশ্বর! এ আমাকে কি দেখালে? ধর্মের জ্যোতি নির্বাপিত করতে গেলে সহস্রধারে প্রবাহিত হয়, শায়ে শুনেছিলুম—চক্ষে দেখি নি। তোমার কৃপায় আজ দেখলুম। আমাব ভবিষ্যৎ-বাসের জন্ত যদি ভীষণ নরকেরও সৃষ্টি ক’রে থাক, তাতেও আমার আর আক্ষেপ নাই! এ স্মৃতি যদি সেখানে নিয়ে যেতে পারি, তা হ’লে সে স্মৃতির স্পর্শে নরকের বহুলা আর অনুভবে আসবে না। এই জহরব্রত! ধন্ত ব্রত! আর ধন্ত তোমবা ব্রতধারিণি!

নসীবনের প্রবেশ

নসী। নিষ্ঠুর সন্ন্যাস! এ কি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কবলে?

আলা। নসীবন! দেখছ? কি সুন্দর দৃশ্য! অধু অগ্নি দেখলে? আব কিছু দেখলে না? সেই প্রজ্জ্বলিত অনল-শিখা শিরে চেপে, এক দেববালা নিজ নিজ স্বামীর হাত ধ’বে ণত পরী-পরিবেষ্টিত রাশি রাশি স্বর্গীয় ফুলবিভূষিতা হয়ে কোন্ দেবরাজ্যে চ’লে গেল।

নসী। নরপিশাচ! না না—এল না! নারকীয় সহস্র নামে তোমাকে সম্বোধন করব ব’লে ছুটে আসছিলুম, কিন্তু কথা মুখে এল না। নিষ্ঠুর! সতীর এ কাণ্ড দেখে, এই অপূর্ব শিক্ষা পেয়ে তোমাকে আর আমি কিছু বলতে পারলুম না। যাও, ধ্বংসের কোথায় কি অবশিষ্ট রেখেছ—নিষ্পন্ন কর।

আলা। আর কিছু নেই নসীবন। সব শেষ করেছি, চিতোর ধ্বংস করেছি আর কিছু নেই নসীবন। কি অপূর্ব দৃশ্য! ক্রুদ্ধ হও না নসীবন! ভাগ্যে আমি নিষ্ঠুর হয়েছিলুম, ভাগ্যে আমি শক্তিমান, ক্রুর, জেদী হয়েছিলুম, তাইতে জগৎ ও অপূর্ব দৃশ্যে কল্পনার চক্রে চরিতার্থ করলে! কি অদ্ভুত, কি লোমহর্ষণ!—অথচ কি সুন্দর!

নসী। হা ঈশ্বর! এ কার সঙ্গে কথা কচ্ছি? এ কে?

আলা। জ্ঞানহীনে বলবে সয়তান। কিন্তু যে জানী, সে ঈশ্বরের অংশ
বলবে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে চক্ষের পলকে লক্ষ লোকের
ধ্বংস হয়। করে কে? যে করে—আমি তার অংশ।

নসী। কিছুমাত্র তোমার প্রাণে অহুতাপ এল না?

আলা। কিছু না। আমার নেহের ধ্বংস হবে, আমার খিলিজী বংশের
বিলোপ হবে, কিন্তু এই যে জাতিটাকে চিরদিনের জন্ত জীবিত রেখে
গেলুম, তাতে আমার অহুতাপ করবার কি আছে?

নসী। জাতির আর কি রইল সম্রাট! রাণাবংশ ধ্বংস।

আলা। মিছে কথা। খুঁজে দেখ, কোথাও না কোথাও আছে।

নিশ্চয় আছে! এ জাতির ধ্বংস হ'তেই পারে না, নিশ্চয় আছে।

উভয়ের প্রস্থান

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। ভগবন্! দয়া ক'রে আমাকে চিতোরের দ্বারে মাথা রেখে মরতে
দাও! আর কিছু চাই না। এ কি? সহস্রবার চেষ্টা ক'রেও যে
দুর্গদ্বারের কাছে আমি উপস্থিত হ'তে পারি নি, সে দ্বার উন্মুক্ত
করলে কে?"

রুক্মার প্রবেশ

রুক্মা। পিতা! আমার স্বামী ও বাদল।

লক্ষ্মণ। তাই ত—তাই ত—এ কি?—এ কি?—মায়াবিনী রাক্ষসী?
বাদল—বাদল—অরুণ—অরুণ! মায়াবিনী রাক্ষসী! আমাকে
মিথ্যা বাক্যে প্রলুব্ধ ক'রে আমার বংশ নিশ্চূল করলি!
অরুণ পিতার আদেশ পালন করতে মৃত-দেহে চিতোরভূমি স্পর্শ

করেছে ! দে রাগসী ! কোথায় আছিস, আমার একটা বংশধর
ফিবিযে দে ।

ছায়ামূর্তির আবির্ভাব

ছায়ামূর্তি । দিযেছি বাণী—পুত্রবধূকে বঙ্গ কব । তাঁর পবিত্র গর্ভে
বাঙ্গাবাণ্ডেব বীর বংশধরকে লুকিয়ে রেখেছি । সেই পুত্র হ'তে
আমার চিত্তোবেব মুখ উজ্জ্বল হবে । তোমাদেব পবিত্র নামে চিত্তোব
জয়যুক্ত হ'ল । চিত্তোবী বীরেব এই আশ্বর্ষ্যদানে মত্তপূত ভাবত
অমব হ'ল । আজিকাব বক্তে হিন্দুস্থানেব ভবিষ্যৎগগন অকণ বেখা
বঞ্জিত হ'ল ।

শ্রুতান

বাণী । কৈলোযাব ভূর্গে তোমাব পুনর্ভাব—না । দেখায বাও ।

নাও ।

যবনিকা-পতন

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ

—ইতিহাসিক নাটক—

আলমগীর	১৭
প্রতাপাদিত্য	২
অশোক	১
বাংলার মসনদ	১৭
পদ্মিনী	১৭
বঙ্গে রাঠোর	১৭
আহেরিয়া	১
চাঁদনিনি	১

—গীতি নাটক—

আলিনাবা	১
প্রমোদরঞ্জন	১১
জুলিয়া	১০
রত্নেশ্বরের মন্দির	১৭
বরুণা	১
কিন্নরী	১
পলিন	১
রঞ্জাবতী	১

রামানুজ (১৭২৭-৮৩) ১৭

—দ্রোণাক নাটক—

—দ্রোণাক নাটক—

দ্রোণ	১৭	বাদশাজাঙ্গলী	১
মারি গৌ	১	মিণ্ডিয়া	১
উদয়	১	দৌলতে জুলিয়া	১
মন্দারী	৭	রঘুবীর	১

‘জুগা’ (মারি বাদশাহী, ‘রাজা’ মারি ‘জুগা’ কাহিনী) ১

নাম-দ্রোণ (দ্রোণ) ১৭ : ভূতের বাগাবাদ ১৭

—উপক্ৰম

১৭ ১৭ ১৭ ১৭

নারায়ণী (মারি)	২	পুনরাগমন	১
নিবেদিতা	২	গুহামুখে	১

বিরামকণ্ঠ (১৭১০-১১) ১৭

স্বর্ণসি চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৭/১২, কলকাতা

